বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সপ্তম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া
ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া
গীতাঞ্জলি বড়ুয়া
ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
উত্তরা চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলাও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লক্ষ্যাভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটিও এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতূহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত **বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা** পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তু ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহী ও জানার ক্ষেত্রকে বাস্তবমুখী করে তুলতে পাঠ্যপুস্তকটিতে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট চিত্র, কাজ ও অনুশীলনী সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নে শিক্ষার্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। এর মাধ্যমে তারা গৌতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা, নৈতিক ও সৎ জীবনের উপায়, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলতে পারবে। আশা করা যায়, এই পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় নীতিবোধসম্পন্ন জীবন গড়তে যেমন সমর্থ হবে তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং একইসাথে সর্বজনীন কল্যাণবোধ, দেশপ্রেম ও সহনশীলতার চেতনায়ও অনুপ্রাণিত হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দাশ্রয়ী হয়ে ওঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামুক্ত ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা	১–১১
দ্বিতীয়	বন্দনা	১২–১৮
তৃতীয়	শীল	১৯–৩০
চতুর্থ	দান	৩১–৩৮
পঞ্চম	সূত্র ও নীতিগাথা	৩৯–৫২
ষষ্ঠ	আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ	৫৩–৫৯
সপ্তম	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব	৬০–৭৪
অষ্টম	চরিতমালা	৭৫–৮৩
নবম	জাতক	৮৪–৯৭
দশম	বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান	৯৮–১০৮
একাদশ	বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান: সম্রাট অশোক	১০৯–১১৬

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে মহামানব গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা শুদ্ধোদন এবং রানি মহামায়া ছিলেন তাঁর পিতা-মাতা। মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণের জন্য তিনি রাজপ্রাসাদ, পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন অবলম্বন করেন। সুদীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধনায় তিনি লাভ করেন বোধিজ্ঞান,খ্যাত হন 'বুদ্ধ' নামে। তিনি আবিষ্কার করেন চারি আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং জন্ম-মৃত্যুর কারণ প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্ব। সর্ব প্রাণীর কল্যাণের জন্য তিনি প্রচার করেন তাঁর ধর্ম-দর্শন। তাঁর প্রতিটি ধর্মবাণী মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সংযমী, আদর্শবান এবং মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলাই বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এ অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* বুদ্ধ নির্দেশিত নৈতিকতা ব্যাখ্যা করতে পারব।

* দৈনন্দিন জীবনে বুদ্ধের নৈতিক শিক্ষার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।

* নৈতিক আচরণের সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

নৈতিকতা ও শীল পালন

'নীতি' থেকে 'নৈতিকতা' শব্দের উৎপত্তি। 'নৈতিকতা' হলো নিয়মনীতি মেনে চলে সুশৃঙ্খল ও সৎ জীবনযাপন করা। বৌদ্ধধর্মে নৈতিকতার ওপর অধিক জোর দেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর অনুসারীদের সংযত, আদর্শ এবং নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য তিনি অনেকগুলো নিয়মনীতি বা বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় এসব নৈতিক বিধি-বিধানকে শীল বলা হয়।

'শীল' শব্দের অর্থ হলো স্বভাব বা চরিত্র। আবার নিয়ম, শৃঙ্খলা প্রভৃতিও শীল অর্থে ব্যবহৃত হয়। শীল মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন চরিত্র গঠনে সহায়তা করে। প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ এবং নেশাদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি হতে বিরত রাখে। কায়, মন এবং বাক্য সংযত করে। মনের কলুষতা দূর করে। নৈতিক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। তাই বৌদ্ধরা শীল পালনের মাধ্যমে নিজের আচরণ সংযত করে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি চর্চা করে। যাঁরা শীল পালন করেন তাঁরা শীলবান

নামে অভিহিত হন। শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। প্রভূত যশ-খ্যাতির অধিকারী হন। বুদ্ধ বলেছেন, 'ফুলের সৌরভ কেবল বাতাসের অনুকূলে প্রবাহিত হয়। কিন্তু শীলবান ব্যক্তির যশ-খ্যাতি বাতাসের অনুকূল এবং প্রতিকূল উভয় দিকে প্রবাহিত হয়।' শীলবান ব্যক্তি দয়াশীল, ক্ষমাপরায়ণ, দানপরায়ণ, সেবাপরায়ণ এবং পরোপকারী হন। তাঁদের চিত্ত উদার হয়। তাঁরা সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। তাঁরা কখনো মানুষের ক্ষতি সাধন করেন না। তাঁরা মানুষকে নৈতিক জীবনযাপনের উপদেশ দেন এবং উৎসাহিত করেন। শীলবান ব্যক্তি ইহকাল এবং পরকাল উভয়কালেই সুখ লাভ করেন।

পরিশেষে বলা যায়, নৈতিকতা এবং শীল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। শীল পালন ব্যতীত নৈতিকতার বিকাশ সম্ভব নয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

শীল ও নৈতিকতা বলতে কী বোঝ?

শীলবান ব্যক্তির জীবন কেমন হয় বর্ণনা কর।

শীলবান ব্যক্তির যশ-খ্যাতি এবং ফুলের সৌরভের মধ্যে পার্থক্য কী লেখ।

পাঠ : ২

গৌতম বুদ্ধ ও নৈতিকতা

গৌতম বুদ্ধের জীবন নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিতে ভরপুর। তিনি জন্ম-জন্মান্তরে দশ পারমীর চর্চা করে নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধনপূর্বক বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। তিনি শুধু নিজেই নৈতিক জীবনযাপন করেননি, তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য এবং অনুসারীদেরও নৈতিক জীবনযাপনের শিক্ষা দিয়েছেন। নৈতিকতা ছিল তাঁর ধর্মবাণীর মূল ভিত্তি। নিচে গৌতম বুদ্ধের জীবনে নৈতিকতা প্রদর্শনের দুটি ঘটনা এবং নৈতিক উপদেশ সম্পর্কে জানব।

কাহিনি : ১

গৌতম বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে নৈতিক জীবনযাপন করেছেন। কোনো বাধা-বিঘ্নই তাঁকে নৈতিকতার আদর্শ হতে চ্যুত করতে পারেনি। বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তিনি বোধিসত্ত্ব অবস্থায়ও নৈতিক জীবনযাপন করে মানবিক কর্ম সম্পাদন করতেন। এখন এরূপ একটি কাহিনি পাঠ করব।

অতীতে বোধিসত্ত্ব মগধ রাজ্যের মচল গ্রামের এক মহাকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল মঘ কুমার। বড় হলে লোকে তাঁকে 'মঘ মানবক' নামে ডাকত। মচল গ্রামে সে সময় ত্রিশ ঘর লোক বাস করত। মঘ মানবক গ্রামবাসীর কল্যাণে সর্বদা নিয়োজিত থাকতেন। সেই গ্রামের যুবকগণ হত্যা, চুরি, মিথ্যাচার, ব্যভিচার, নেশাদ্রব্য সেবন প্রভৃতি অপকর্মে লিপ্ত ছিল। মঘ মানবক তাদের কুশলকর্ম করার জন্য সংগঠিত করেন। এদের নিয়ে তিনি গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত ও পরিষ্কার –পরিচ্ছন্ন করতেন। সেতু নির্মাণ করতেন। রাস্তার খাদে আটকে যাওয়া গাড়ির চাকা ওঠাতে সাহায্য করতেন। পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপণ, জমিচাষের জন্য জলাধার ও ধর্মশালা নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করতেন। দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। যুবকগণ বোধিসত্ত্বের উপদেশমতো সকল প্রকার অকুশলকর্ম পরিত্যাগ করে পঞ্চশীল পালন করতে শুরু করেন। ফলে গ্রামে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, নেশা সেবন ইত্যাদি অপরাধ বন্ধ হয়ে যায়। তখন গ্রামের গ্রামপ্রধান ভাবলেন, 'আগে যুবকেরা নেশা খেয়ে মারামারি, কাটাকাটি করত। এতে নেশাদ্রব্যের ব্যবসা এবং জরিমানা দ্বারা আমার অনেক আয় রোজগার

২০২৫

হতো। এখন বোধিসত্ত্বের নৈতিক শিক্ষার কারণে আমার আয়-রোজগার বন্ধ হয়ে গেল।' এরূপ ভেবে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প করলেন।

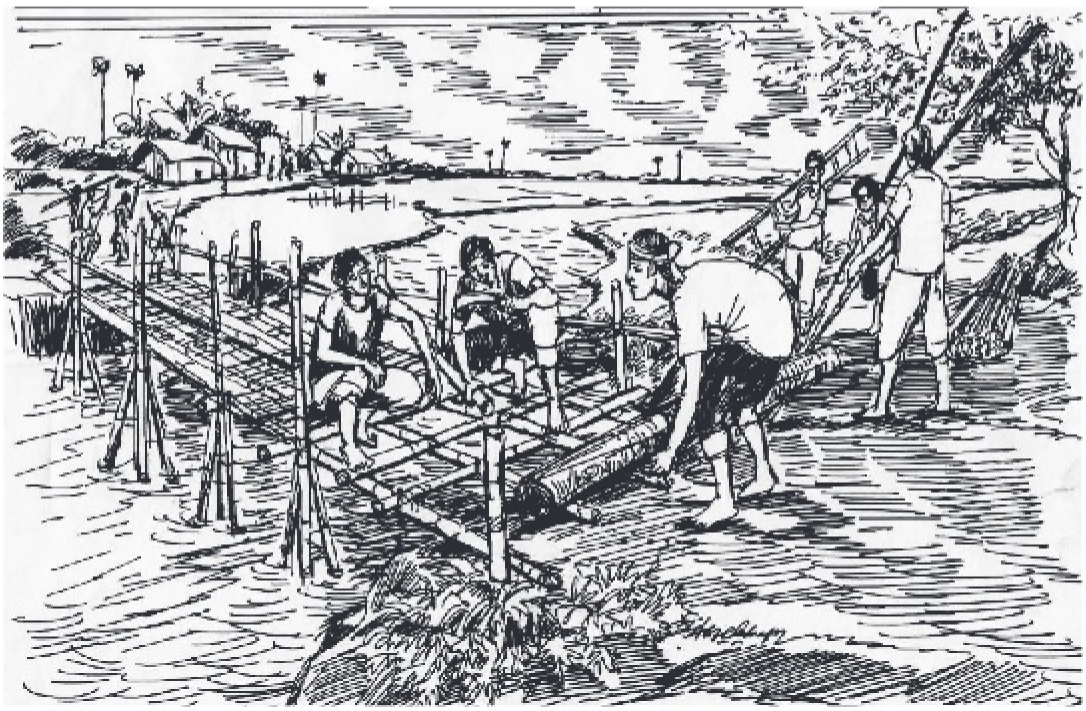

যুবকগণ সাঁকো মেরামত করছে

একদিন গ্রামপ্রধান রাজার কাছে গেলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব ও যুবকদের বিরুদ্ধে রাজার নিকট নালিশ করলেন, 'মহারাজ! গ্রামে একদল ডাকাত জুটেছে; তারা লুটপাট ও নানা উপদ্রব করে বেড়াচ্ছে।' রাজা গ্রামপ্রধানের কথা শুনে তাদের ধরে আনার নির্দেশ দিলেন। রাজার আদেশে প্রহরীগণ বোধিসত্ত্ব ও যুবকদের বন্দি করে আনল। রাজা তাদের কোনো কথা না শুনেই হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট করে মারার নির্দেশ দিলেন। প্রহরীরা বন্দীদের রাজপ্রাসাদের সামনে রাস্তায় হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে হাতি আনতে গেল। তখন বোধিসত্ত্ব তাঁর সঙ্গীদের বলতে লাগলেন, 'ভাইগণ! শীলগুণ স্মরণ করে মৈত্রী ভাবনা কর। গ্রামপ্রধান, রাজা ও হস্তী কারও প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ো না, সকলেই আমাদের প্রিয়জন।' এদিকে তাঁদের পিষ্ট করার জন্য হাতি আনা হলো। কিন্তু মাহুত বারবার চেষ্টা করেও হাতিকে বন্দিদের কাছে নিয়ে যেতে পারল না। হাতি বন্দিদের দেখামাত্র বিকট শব্দ করতে করতে পালিয়ে গেল। তাদের হত্যা করার জন্য আরও হাতি আনা হলো। সেই হাতিগুলোও একইভাবে পালিয়ে গেল। রাজা ভাবলেন, নিশ্চয়ই বন্দিদের কাছে এমন কোনো ঔষধ আছে যার জন্য হাতিগুলো কাছে যেতে পারছে না। কিন্তু অনুসন্ধান করে তাদের নিকট কোনো ঔষধ পাওয়া গেল না। তখন রাজার মনে হলো তারা মন্ত্র প্রয়োগ করছে। অতঃপর রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি কোনো মন্ত্র প্রয়োগ করছ ? বোধিসত্ত্ব বললেন, হ্যাঁ মহারাজ! আমরা মন্ত্র প্রয়োগ করছি বটে। রাজা মন্ত্র জানতে চাইলে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'আমরা অন্য কোনো মন্ত্র জানি না। তবে আমরা

প্রাণী হত্যা করি না। চুরি করি না। কুপথে চলি না। মিথ্যা বলি না। সুরাপান করি না। জনহিতকর কাজ করি। সকলের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করি। যথাসাধ্য দান করি। পুষ্করিণি খনন করি। ধর্মশালা নির্মাণ করি। এরূপ নানা জনহিতকর কাজ করি। অপরের ক্ষতি হয় এরূপ কাজ করি না। অপরকে কষ্ট দিই না। এই আমাদের মন্ত্র। এই আমাদের শক্তি। মৈত্রী ভাবনা আমাদের মূল মন্ত্র।'

এ কথা শুনে রাজা খুবই প্রসন্ন হলেন। তিনি বোধিসত্ত্ব ও যুবকদের নৈতিক ও জনহিতকর কাজের প্রশংসা করে পুরস্কৃত করলেন।

কাহিনি : ২

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম বুদ্ধ পঁয়তাল্লিশ বছর সকল প্রাণীর দুঃখমুক্তির জন্য ধর্ম প্রচার করেন। এসময় তিনি ধর্ম প্রচারের পাশাপাশি সকল প্রাণীর সেবা ও কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্য এবং অনুসারীদের নৈতিক ও মানবিক কর্ম সম্পাদনের উপদেশ দিতেন। এখানে আমরা বুদ্ধের জীবনে নৈতিকতা প্রদর্শনের একটি কাহিনি পাঠ করব।

বুদ্ধ চর্মরোগী ভিক্ষুর সেবা করছেন

একটি ছোট বিহারে কয়েকজন ভিক্ষু থাকতেন। সেই বিহারে তিষ্য নামে একজন ভিক্ষু ছিলেন, যাঁর সাথে কারও সদ্ভাব ছিল না। সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। একবার তিনি ভীষণ চর্মরোগে আক্রান্ত হন। তাঁর গায়ের ক্ষত থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। এরকম যন্ত্রণাকাতর অবস্থায়ও তাঁর সেবায় কেউ এগিয়ে এলো না। হঠাৎ বুদ্ধ এ বিহারে আগমন করলে সেবা-শুশ্রূষাবিহীন মারাত্মক রোগাক্রান্ত এ ভিক্ষুকে দেখেন। বুদ্ধ নিজেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেবায় লেগে যান।

২০২৫

তিনি সেবক আনন্দকে নিয়ে নিজ হাতে রোগীর ক্ষতস্থান পরিষ্কার করেন। তাঁকে স্নান করান। তারপর গা মুছিয়ে পরিষ্কার বিছানায় শুইয়ে দেন। বুদ্ধ বিহারের ভিক্ষুদের ডেকে রোগাক্রান্ত ভিক্ষুকে সেবা না করার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁদের কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার শুনে খুব অসন্তুষ্ট হন। তিনি তাঁদের আচরণকে অনৈতিক ও অমানবিক বলে তিরস্কার করেন এবং হিংসা-বিদ্বেষ পরিত্যাগ করার উপদেশ দেন। অতঃপর তিনি তাঁদের বললেন, 'দরিদ্রের সহায় হওয়া, অরক্ষিতকে রক্ষা করা, রোগীর সেবা করা, মোহাচ্ছন্নকে মোহমুক্ত করা সকলের নৈতিক কর্তব্য।' তিনি আরও বললেন, 'এ জগতে মাতা–পিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, আর্তপীড়িত এবং গুরুজনের সেবায় সুখ লাভ করা যায়।'

উপদেশ দানের পর বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য নিয়ম প্রবর্তন করলেনঃ অসুখের সময় শিষ্য গুরুর, গুরু শিষ্যের, সতীর্থ সতীর্থের সেবা করবে।

গৌতম বুদ্ধের নৈতিক উপদেশ

বুদ্ধ ধর্ম-দেশনার সময় অনেক নৈতিক উপদেশ দান করেছেন। এগুলো ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহে সংকলিত আছে। নিচে বুদ্ধের কিছু নৈতিক উপদেশ তুলে ধরা হলো :

১. মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে। অসাধুকে সাধুতা দ্বারা জয় করবে। কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে। আর মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে।

২. মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে থাকে, সেরূপ সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে।

৩. রাগের সমান অগ্নি নেই। দ্বেষের সমান গ্রাসকারী নেই। মোহের সমান জাল নেই। তৃষ্ণার সমান নদী নেই। তাই রাগ-দ্বেষ-মোহ ও তৃষ্ণা পরিত্যাগ করতে হবে।

৪. দণ্ড এবং মৃত্যুকে সকলেই ভয় করে। জীবন সকলেরই প্রিয়। তাই সকলকে নিজের সাথে তুলনা করে আঘাত কিংবা হত্যা করবে না।

৫. পাপী মিত্র ও অধম ব্যক্তির সংসর্গ না করা উচিত। কল্যাণমিত্র এবং সাধু ব্যক্তির সংসর্গ করবে।

৬. আরোগ্য পরম লাভ, সন্তুষ্টি পরম ধন, বিশ্বাস পরম জ্ঞাতি, নির্বাণ পরম সুখ।

৭. বহুসত্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা, বহুশিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া, মিথ্যা ও বৃথা বাক্য ত্যাগ করে সুভাষিত বাক্য বলাই উত্তম মঙ্গল।

৮. মাতা-পিতার সেবা করা, স্ত্রী-পুত্রের উপকার সাধন করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উত্তম মঙ্গল।

৯. মূর্খের সেবা না করা, পণ্ডিত ব্যক্তির সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল।

১০. দুর্দমনীয়, চঞ্চল, যথেচ্ছ বিচরণশীল চিত্তকে দমন করাই মঙ্গলজনক। সংযত চিত্তই সুখের কারণ।

১১. সঠিকপথে পরিচালিত চিত্ত যতটুকু উপকার করতে পারে মাতা-পিতা বা আত্মীয় স্বজনও তা করতে পারে না।

১২. জ্ঞানী ব্যক্তির জয়, অজ্ঞানী ব্যক্তির পরাজয় ঘটে। ধর্মানুরাগী জয়ী হন কিন্তু ধর্ম হিংসাকারীর পরাজয় ঘটে।

১৩. ক্রোধ সংবরণ কর। অহংকার পরিত্যাগ কর। সকল বন্ধন অতিক্রম কর। নাম-রূপে অনাসক্ত ব্যক্তি দুঃখে পতিত হন না।

১৪. নিজেই নিজের ত্রাণ কর্তা। অন্য কেউ নয়। নিজেকে সুসংযত করতে পারলে মানুষ নিজের মধ্যেই দুর্লভ আশ্রয় লাভ করতে পারে।

১৫. চন্দন, টগর, পদ্ম অথবা চামেলি ফুলের সুগন্ধও চরিত্রবান ব্যক্তির সৌরভকে অতিক্রম করতে পারে না।

১৬. অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খেরা দুঃখদায়ক পাপ কাজের দ্বারা নিজেকে নিজের শত্রুতে পরিণত করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ওপরে বর্ণিত নৈতিক উপদেশ ছাড়া আরও পাঁচটি নৈতিক উপদেশ লেখ।

তোমার এলাকায় একটি জনহিতকর কাজ কীভাবে করা যায় পরিকল্পনা কর।

হিংসা নয়, আর্তপীড়িতের সেবাই মঙ্গল - ব্যাখ্যা কর।

পাঠ : ৩

দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা অনুশীলন

মানুষ প্রতিদিন নানা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। জগতে ভালো কাজ যেমন আছে, তেমনি মন্দ কাজও আছে। ভালো কাজ মঙ্গলজনক এবং প্রশংসনীয়। ভালো কাজ শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, অপরের মঙ্গল সাধন করে। অপরদিকে মন্দ কাজ ক্ষতিকর এবং নিন্দনীয়। মন্দ কাজ অশান্তি সৃষ্টি করে, অপরকে কষ্ট দেয়। তাই ভালো কাজগুলো নৈতিক এবং মন্দ কাজগুলো অনৈতিক কাজ হিসেবে অভিহিত। সত্যভাষণ, পরোপকার, সেবা, দান, মৈত্রীভাব পোষণ, সৎ বাণিজ্য প্রভৃতি নৈতিক কাজ। যাঁরা নৈতিক কাজ করেন তাঁদের নীতিবান বলা হয়। অপরদিকে হত্যা, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য সেবন, মিথ্যা ও কর্কশ বাক্য ভাষণ, প্রতারণা, ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ দ্রব্য বাণিজ্য প্রভৃতি অনৈতিক কাজ। যারা অনৈতিক কাজ করে তাদের নীতিহীন বলা হয়।

দেশের আইনে এবং ধর্মীয় বিধি-বিধানে মন্দ কাজ পরিত্যাগ এবং ভালো কাজ সম্পাদন করার নির্দেশনা আছে। দেশের আইনে মন্দ কাজের জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। যেমন : চুরি একটি মন্দ কাজ ও সামাজিক অপরাধ। দেশের আইনে চুরি করলে কারদণ্ড ও অর্থ দণ্ড ভোগ করতে হয়। ধর্মগ্রন্থ মতে, মন্দ কাজ করলে মানুষকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। মন্দ কাজ ও মন্দ ব্যক্তিকে সবাই ঘৃণা করে। মন্দ ব্যক্তি সর্বত্র নিন্দিত হয়। কিন্তু মানুষ লোভ-দ্বেষ-মোহ বশত এবং নিজের লাভ ও সুবিধার জন্য মন্দ কাজ করে। মন্দ ব্যক্তি সমাজে নানারকম বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে। মন্দ ব্যক্তি বিবেকহীন। বিবেকহীন ও নীতিহীন মানুষ পশুর সমান। নৈতিকতা হচ্ছে ভালো ও মন্দ কাজের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণের মানদণ্ড। নৈতিকতার অভাবের কারণেই মানুষ মন্দ কাজ করে। মন্দ কাজ পরিত্যাজ্য। তথাগত বুদ্ধ নৈতিকতা অনুশীলনে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি সকল প্রকার পাপকর্ম হতে বিরত থেকে কুশলকর্ম সম্পাদন এবং নিজ চিত্ত বিশুদ্ধ করার উপদেশ দিয়েছেন।

নীতিবান মানুষ মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে ভালো কাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমরা নৈতিকতা চর্চা করতে পারি। যেমন : মাতা-পিতা, শিক্ষক এবং গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাঁদের আদেশ-উপদেশ মেনে চলা, অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা, সত্যভাষণ করা, নিজের কাজ নিজে করা, পরদ্রব্য না বলে বা না দিলে গ্রহণ না করা, পর দ্রব্যের প্রতি লোভ না করা, মাদকদ্রব্য সেবন না করা, সহপাঠীদের সঙ্গে সদাচরণ করা, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা, অভাবগ্রস্তকে দান করা, আর্তপীড়িতের সেবা করা, পরোপকার করা, প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করা ও সদ্ভাব বজায় রাখা, অপরকে কষ্ট না দেওয়া, অপরের ক্ষতি হয় এমন কাজ নিজে না করা এবং অপরকে না করতে উৎসাহ প্রদান করা প্রভৃতির মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা অনুশীলন করা যায়। শ্রেণিকক্ষেও নৈতিকতা অনুশীলন করা যায়। যেমন : শিক্ষকের উপদেশমতো মনোযোগ সহকারে লেখা পড়া করা; সহপাঠীর বই, খাতা, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি না বলে না নেওয়া; সহপাঠীকে আঘাত ও কষ্ট না দেওয়া; মিথ্যা দোষারোপ না করা, গরিব বন্ধুকে শিক্ষা উপকরণ ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করা; নিজে খারাপ কাজ না করা এবং অপরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে উৎসাহিত করা ইত্যাদি। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের মাধ্যমে এসব নৈতিক গুণাবলি অর্জন করা যায়। পঞ্চশীল, অষ্টশীল, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতি অনুশীলনের মাধ্যমে নীতিবোধ জাগ্রত হয়। বুদ্ধের সময় বৃজি বা বজ্জি বংশীয় লোকেরা অত্যন্ত নীতিপরায়ণ ছিলেন। বুদ্ধ বজ্জিদের কতকগুলো নৈতিক উপদেশ প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশগুলোকে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম বলা হয়। উপদেশগুলো প্রদানকালে বুদ্ধ বলেছিলেন, 'যতদিন বজ্জিগণ এ সকল নৈতিক উপদেশ অনুসরণ করে জীবনযাপন ও রাজ্য পরিচালনা করবে ততদিন তাঁদের পরাজয় হবে না। উত্তরোত্তর তাঁদের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।' কথিত আছে যে, 'যতদিন পর্যন্ত বজ্জিগণ বুদ্ধের সেই উপদেশ পালন করেছিলেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের কেউ পরাজিত করতে পারেনি'। এ থেকে বোঝা যায় দৈনন্দিন জীবনে নৈতিকতা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

শ্রেণিকক্ষে তুমি কীভাবে নৈতিকতা অনুশীলন করতে পার লেখ।

পাঠ : ৪

নৈতিকতা অনুশীলনের সুফল

নৈতিকতা অনুশীলনের মাধ্যমে অনেক সুফল অর্জন করা যায়। নৈতিকতা অনুশীলনে মানবিক গুণাবলি বিকশিত হয়। নীতিবান ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ, দায়িত্বশীল, পরোপকারী, সেবাপরায়ণ, সহনশীল, নির্লোভ, সংযমী, ক্ষমাপরায়ণ, মৈত্রীপরায়ণ, সত্যবাদী এবং আত্মবিশ্বাসী হন। এসব নৈতিক গুণের অভাবেই সমাজে অন্যায় অশান্তি বিরাজ করে। সকল পেশার লোক নীতিবান হলে সমাজ থেকে অন্যায় ও অশান্তি দূর হবে। সমাজে সুখ, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা হবে। নীতিবান ব্যক্তি ব্যভিচার, অধিকারহীন অর্থ বিত্ত, নেশাদ্রব্য, সঙ্গী, মূর্খ সঙ্গী ইত্যাদি বর্জন করেন। তিনি সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। পরের মঙ্গল সাধনে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর দ্বারা পরিবার, সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়। তাই সকলে নীতিবান ব্যক্তিকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করে। সকলে তাঁর প্রশংসা করে। তিনি সর্বত্র পূজিত হন। তাঁর যশ-খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নীতিবানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় শীলবান বলা হয়। বুদ্ধ শীলবান ব্যক্তির অনেক প্রশংসা করেছেন। নৈতিকতা বা শীলপালনের সুফল অনেক। যেমন :

১. শীল পালনের ফলে শীলবান ব্যক্তি প্রভূত ধন সম্পদ অর্জন করেন;
২. তাঁর সুকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে;
৩. তিনি নিঃসঙ্কোচে ও নির্ভয়ে সর্বত্র উপস্থিত হতে পারেন;
৪. মৃত্যুকালে তাঁর চিত্ত ভ্রম না হয়ে সজ্ঞানে মৃত্যু হয় এবং
৫. তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গ ও নির্বাণ লাভ করেন।

তাই নৈতিকতার সুফল বিবেচনা করে সকলের তা অনুশীলন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

নৈতিকতা অনুশীলনকারী ব্যক্তির মানবিক গুণাবলি বর্ণনা কর।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. শীল মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন ....গঠনে সহায়তা করে।
২. শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হন। প্রভূত ....অধিকারী হন।
৩. গৌতম বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে .... জীবন যাপন করেছেন।
৪. মূর্খের সেবা না করা, ... ব্যক্তির সেবা করা এবং ....ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল।
৫. নৈতিকতা অনুশীলনে .... গুণাবলি বিকশিত হয়।

২. মিলকরণ

বাম	ডান
১. শীল শব্দের অর্থ	মূলমন্ত্র
২. শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র	জয় করবে
৩. মৈত্রী ভাবনা আমাদের	উত্তম মঙ্গল
৪. পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা	চরিত্র
৫. মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে	পূজিত হন

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শীল শব্দের অর্থ কী?

২. শীলবান ব্যক্তি কীরূপ হন?

৩. কয়েকটি নৈতিক কাজের উদাহরণ দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নৈতিকতা এবং শীল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত-ব্যাখ্যা কর।

২. বুদ্ধের চর্মরোগী সেবার কাহিনি বিধৃত কর।

৩. নৈতিকতা বিষয়ে গৌতম বুদ্ধের দশটি উপদেশ লেখ।

৪. নৈতিকতা অনুশীলনের সুফল লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধ কত বছর ধর্ম প্রচার করেন?

ক. ২৫ বছর খ. ৩৫ বছর

গ. ৪৫ বছর ঘ. ৫৫ বছর

২. নৈতিক কাজের উদাহরণ কোনটি?

ক. সত্য ভাষণ ও মৈত্রীভাব পোষণ খ. অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা

গ. কর্কশ বাক্য ভাষণ ঘ. মুর্খের সেবা করা

৩. বুদ্ধের মতে, "শীলবান ব্যক্তির যশ-খ্যাতি বাতাসের অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় দিকে প্রবাহিত হয়"– এ উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে –

i. ধর্মের গুণ

ii. শীল পালনের সুফল

iii. কুশলকর্মের সুফল

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

সৌরভ মারমা উপযুক্ত বয়সে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে বুঝলেন, ধর্মচর্চা শুধু নিজের সুখের সন্ধান এনে দেয় না বরং এটি সর্বজীবের প্রতি দয়াশীল হতে সাহায্য করে।

৪. সৌরভ মারমার ধর্মীয় শিক্ষাটি গৌতমবুদ্ধের কোন গুণের প্রতিফলন?

ক. জীবপ্রেম খ. সংকীর্ণতা

গ. নৈতিকতা ঘ. কল্যাণ

৫. উক্ত গুণের দ্বারা সৌরভ মারমা কীভাবে সর্বজীবের সুখ কামনা করবে?

i. মৈত্রীর মাধ্যমে

ii. চরিত্রের উৎকর্ষের মাধ্যমে

iii. অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বোধিনিকেতন বিহারটি এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। বিহারে যাওয়ার পথটি চলাচলের অযোগ্য ছিল। সেখানে কিছু সংখ্যক সন্ত্রাসী থাকায় পূণ্যার্থীরা লুটপাটের শিকার হতো। তাদের আধিপত্য এতো প্রবল ছিল যে রাস্তাটি সংস্কার করা কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক পর্যায়ে উক্ত বিহারের সভাপতি সুশীল চাকমা সাহস ও দৃঢ় মনোবল দ্বারা গ্রামের যুবকদের নিয়ে রাস্তাটি মেরামত করলেন।

ক. গৌতমবুদ্ধের পিতার নাম কী?

খ. নৈতিকতা অনুশীলনে কোনটি বিকশিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুশীল চাকমার ঘটনাটি বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের কোন ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে ? বর্ণনা কর।

ঘ. গ্রামবাসীর উন্নয়নে সুশীল চাকমার গৃহীত পদক্ষেপটি বৌদ্ধধর্মের নৈতিকতার দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা কর।

২। সুমন বড়ুয়া ছোটবেলা থেকে ধর্মকর্ম ও জ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি প্রায়ই বিহারের ভিক্ষু শ্রমণ, পিতা-মাতা ও পরিবার-পরিজনের সেবা করতেন। কিন্তু তিনি একসময়ে দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। সংক্রামক রোগের কারণে পরিবার-পরিজন তাঁকে ফেলে অন্যত্র চলে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয় পবন বড়ুয়া পর্যাপ্ত সেবাযত্নের মাধ্যমে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন।

ক. মহামানব গৌতমবুদ্ধ কখন জন্মগ্রহণ করেন?

খ. গৌতম কীভাবে বুদ্ধ নামে খ্যাত হলেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. পবন বড়ুয়ার সেবা ধর্মে কোন মহামানবের উপদেশ প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা কর।

ঘ. পবন বড়ুয়ার কর্মটি কীসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ—পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্দনা

বৌদ্ধধর্মে বন্দনার গুরুত্ব অপরিসীম। বন্দনার প্রকৃত উদ্দেশ্য শ্রদ্ধা নিবেদন করা, গুণীর গুণরাশির স্তুতি বা প্রশংসা করা। ত্রিরত্ন বন্দনায় বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন এবং সংঘরত্ন – এই তিনটি রত্নের স্তুতি করা হয়। ত্রিরত্নের গুণরাশি স্মরণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। ত্রিরত্ন বন্দনার বিভিন্ন গাথা আছে। কখনো ছোট গাথায় আবার কখনো বড় গাথায় ত্রিরত্ন বন্দনা করা হয়। এ অধ্যায়ে ছোট গাথায় যে ত্রিরত্ন বন্দনা করা হয় তা পাঠ করব।

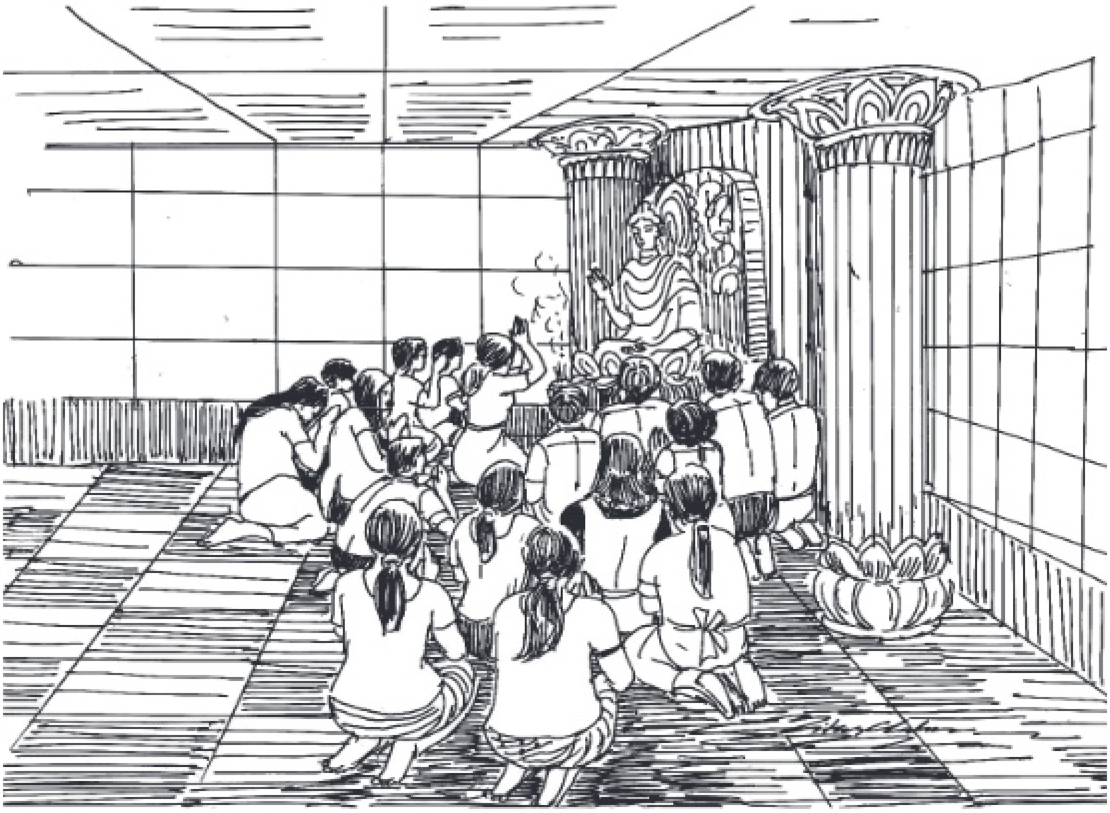

বন্দনারত বালক-বালিকা

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* ত্রিরত্ন সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।
* ত্রিরত্ন বন্দনা পালি ভাষায় আবৃত্তি করতে পারব।
* ত্রিরত্ন বন্দনার বাংলা বলতে পারব।

পাঠ : ১

ত্রিরত্ন বন্দনা ও তাৎপর্য

বৌদ্ধদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় কর্মের মধ্যে ত্রিরত্ন বন্দনা অন্যতম। বৌদ্ধদের প্রতিটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ত্রিরত্ন বন্দনা করা হয়। আমরা এখন ত্রিরত্ন কী সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করব। বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধ, ধর্ম এবং সংঘকে অমূল্যরত্ন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নিচে ত্রিরত্নের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো।

বুদ্ধরত্ন : ত্রিরত্নের মধ্যে প্রথম রত্ন হচ্ছে বুদ্ধরত্ন। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ মহাজ্ঞানী। বুদ্ধ জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাই বুদ্ধকে মহাজ্ঞানী বলা হয়। তিনি জন্ম-জন্মান্তরে দশ পারমী পূর্ণ করেছিলেন। শেষ জীবনে ছয় বছর কঠোর সাধনা করে বুদ্ধ হয়েছেন। শ্রেষ্ঠ বুদ্ধরত্নকে আমরা পবিত্র মনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করি। তাঁর মহাগুণের প্রশংসা করি। তাঁর মহাজ্ঞানের প্রশংসা করি। যে বন্দনার মাধ্যমে মহামানব বুদ্ধের মহাজ্ঞানের অনন্ত গুণরাশির স্মরণ ও স্তুতি করা হয় এবং তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় তাকে বুদ্ধ বন্দনা বলে।

ধর্মরত্ন : ত্রিরত্নের মধ্যে দ্বিতীয় রত্ন হচ্ছে 'ধর্ম'। 'ধর্ম' শব্দের অর্থ ধারণ করা বোঝায়। এখানে 'ধর্ম' বলতে সদাচার, নৈতিকতা এবং সততাকে বোঝায়। অর্থাৎ যা ধারণ করলে জীবন সুন্দর হয় তাই ধর্ম। বুদ্ধ প্রচারিত বাণী বা মতবাদকে বৌদ্ধধর্ম বলা হয়। যে বন্দনার মাধ্যমে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও স্তুতি করা হয় তাকে ধর্ম বন্দনা বলে।

সংঘরত্ন : ত্রিরত্নের মধ্যে 'সংঘ' হচ্ছে তৃতীয় রত্ন। 'সংঘ' শব্দের সাধারণ অর্থ বহুজনের সমষ্টি বা সমাবেশ। এখানে 'সংঘ' বলতে বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত মহান ভিক্ষুসংঘকে বোঝানো হয়েছে। ভিক্ষুসংঘ বুদ্ধের নিয়ম-শৃঙ্খলা, আদেশ মেনে লোভ-দ্বেষ-মোহবিহীন, সৎ, নৈতিক ও পবিত্র জীবনযাপন করে। তাঁরা বুদ্ধ শাসনে নিজেদের উৎসর্গ করেন। বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুরা শ্রদ্ধা ও দানের উত্তম পাত্র। যে বন্দনার মাধ্যমে বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু সংঘের স্তুতি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় তাকে সংঘ বন্দনা বলে।

অনুশীলনমূলক কাজ

ত্রিরত্ন কী?

ত্রিরত্ন বন্দনা কেন করা হয়?

পাঠ : ২

ত্রিরত্ন বন্দনার নিয়মাবলি

ত্রিরত্ন বন্দনা করার পূর্বে অবশ্যই আমাদের বেশকিছু নিয়ম পালন করতে হয়। নিয়মগুলো হলো : বন্দনা বিহারে এবং গৃহে বুদ্ধমূর্তির সামনে করা হয়। সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা বন্দনা করা হয়। বন্দনার পূর্বে হাত-মুখ ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়। বন্দনায় পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। পবিত্র মনে বুদ্ধমূর্তির

২০২৫

সামনে হাঁটু ভেঙে বসে প্রথমে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। তারপর ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হয়। তারপর অন্যান্য বন্দনা করা হয়। বন্দনা শেষ হলে ভিক্ষু এবং অন্য বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম করতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

ত্রিরত্ন বন্দনার পূর্বে করণীয় ব্যাখ্যা কর।

পাঠ : ৩

ত্রিরত্ন বন্দনা (পালি)

বুদ্ধং বন্দামি
ধম্মং বন্দামি
সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।
দুতিযম্মি বুদ্ধং বন্দামি
দুতিযম্পি ধম্মং বন্দামি
দুতিযম্পি সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।
ততিযম্পি বুদ্ধং বন্দামি
ততিযম্পি ধম্মং বন্দামি
ততিযম্পি সংঘং বন্দামি
অহং বন্দামি সব্বদা।

ত্রিরত্ন বন্দনা (বাংলা অনুবাদ) :

আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি
আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
আমি সংঘকে বন্দনা করছি
আমি সর্বদা বন্দনা করছি।
দ্বিতীয়বার আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি

দ্বিতীয়বার আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
দ্বিতীয়বার আমি সংঘকে বন্দনা করছি
সর্বদা আমি বন্দনা করছি।
তৃতীয়বার আমি বুদ্ধকে বন্দনা করছি
তৃতীয়বার আমি ধর্মকে বন্দনা করছি
তৃতীয়বার আমি সংঘকে বন্দনা করছি
আমি সর্বদা বন্দনা করছি।

বুদ্ধ বন্দনা

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে
মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা,
সম্বোধিমাগঞ্চি অনন্ত ঞাণো
লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

বাংলা অনুবাদ : যিনি অনন্ত জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ সম্যক সম্বুদ্ধ বোধিমূলে বসে সৈন্যসহ মারকে পরাজিত করে সম্বোধি লাভ করেছেন আমি সেই বুদ্ধকে প্রণাম জানাচ্ছি।

ধম্ম বন্দনা

অট্ঠঙ্গিকো অরিযপথো জনানং
মোক্খপ্পবেসাযুজুকো'ব মগ্গো,
ধম্মো অযং সন্তিকরো পণীতো
নীয্যা ণকো তং পণমামি ধম্মং।

বাংলা অনুবাদ : যে ধর্ম আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ (পথ) বিশিষ্ট, সকল লোকের মুক্তির জগতে প্রবেশের সোজা পথ, শান্তিকর, প্রণীত বা শ্রেষ্ঠ এবং যেই ধর্ম নির্বাণে নিয়ে যায়, সে ধর্মকে প্রণাম জানাচ্ছি।

সংঘ বন্দনা

সংঘো বিসুদ্ধো বর দক্খিণেয্যো
সন্তিন্দ্রিযো সবক্ষমলপ্পহীনো,
গুণেহি নেকেহি সমিদ্ধিপত্তো
অনাসবো তং পণমামি সংঘং।

বাংলা অনুবাদ : যে সংঘ বিশুদ্ধ, উত্তম দানের পাত্র, শান্তেন্দ্রিয়, সকল প্রকার পাপমল বিনাশকারী, অনেক গুণে গুণান্বিত সেই অনাসব সংঘকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি।

অনুশীলনমূলক কাজ

ত্রিরত্ন বন্দনাটি আবৃত্তি কর।

শব্দার্থ : ত্রিরত্ন - তিনটি রত্ন (বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন এবং সংঘরত্ন), ধম্ম - ধর্ম, সংঘ - সমষ্টি, বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বোঝায়, অহং - আমি, সব্বদা - সব সময়, যো - যিনি, মারং - মার, লোকুত্তমো - শ্রেষ্ঠ, বিজেত্বা - জয় করে, সম্বোধিমাগঞ্চি - সম্বোধি লাভ করেছেন, অট্ঠঙ্গিকো - আটটি মার্গ, উজু - সহজ ও সরল, বিসুদ্ধো - বিশুদ্ধ, মগ্গ - মার্গ, সন্তিন্দ্রিযো - শান্তেন্দ্রিয়, সন্তিকরো - শান্তিকর, গুণেহি –গুণের অধিকারী, নেকেহি - অনেক, অনাসবো - অনাসব বা অনাসক্ত।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বৌদ্ধদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় কর্মের মধ্যে .... বন্দনা অন্যতম।

২. বন্দনার পূর্বে .... ভালো করে ধুয়ে নিতে হয়।

৩. সংঘো ....বর দুক্খিনেয্যো।

৪. যা ধারণ করলে .... সুন্দর হয় তাই ধর্ম।

৫. তাঁরা বুদ্ধ ....নিজেদের উৎসর্গ করেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বন্দনা বলতে কী বুঝায়?

২. বুদ্ধরত্ন কী?

৩. সংঘরত্ন কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. ত্রিরত্ন বন্দনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২. তুমি কীভাবে ত্রিরত্ন বন্দনা করবে- তা বর্ণনা কর।

৩. বুদ্ধ ও সংঘ বন্দনার বাংলা অনুবাদ লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. **কোন বন্দনার মাধ্যমে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায়?**

ক. বুদ্ধ বন্দনা খ. ধর্ম বন্দনা

গ. সংঘ বন্দনা ঘ. ত্রিরত্ন বন্দনা

২. **বুদ্ধকে মহাজ্ঞানী বলার অন্যতম কারণ কোনটি?**

ক. দশ পারমী পূর্ণ করায় খ. মারকে পরাজিত করায়

গ. জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ায় ঘ. পবিত্র জীবন যাপন করায়

নিচের অনুচ্ছেদ পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

বিভাস চাকমা সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী। বিদ্যালয় থেকে ফেরার পথে প্রতিদিন দুপুরে বিহারের সামনে দাঁড়িয়ে সে বন্দনা করত। বন্দনা করার সময় সে হাতমুখ ধৌত কিংবা স্নান করা-এসব নিয়ম-নীতি অনুসরণ করত না। বিভাসের এ বন্দনা লক্ষ করে একদিন বিহারের ভিক্ষু তাকে বন্দনার নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে বন্দনা করার পরামর্শ দেন।

৩. **বিভাস চাকমার পালিত কর্মে কোন বন্দনার ইঙ্গিত করা হয়েছে?**

ক. বুদ্ধরত্ন খ. ধর্মরত্ন

গ. ত্রিরত্ন ঘ. পিতৃ-মাতৃ বন্দনা

৪. **উক্ত বন্দনার ফলে –**

i. পবিত্র জীবনযাপন করা যায়

ii. দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়

iii. নির্বাণ সুখ লাভ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। শ্রাবণী বড়ুয়া তাঁর মাতার কাছ থেকে প্রার্থনার নিয়ম-কানুন শিখে তা অনুসরণ করেন। তিনি গৃহে ও বিহারে গিয়ে প্রার্থনা করেন এবং মহাজ্ঞানীর গুণরাশি স্মরণ ও শ্রদ্ধা করেন। তা ছাড়া তিনি শ্রদ্ধাদানের উত্তম পাত্রে সঠিকভাবে পূজা ও অর্চনা করেন।

ক. 'বন্দনা' শব্দের অর্থ কী?

খ. কীভাবে বন্দনা করতে হয়?

গ. শ্রাবণী বড়ুয়া কোন রত্নের গুণটি অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শ্রাবণীর অনুসরণীয় নীতির দ্বারা ইহ ও পরজীবনে কী ফল লাভ করতে পারবে বলে মনে কর তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। পিম্পু বড়ুয়া বিহারাধ্যক্ষের নিকট পঞ্চশীল গ্রহণ করেন, শীল গ্রহণ শেষে বাড়িতে সন্ধ্যার সময়–

যো সন্নিসিন্নো বরবোধিমূলে

মারং সসেনং মহতিং বিজেত্বা,

সম্বোধিমাগঞ্চি অনন্ত ঞাণো

লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধং।

ইত্যাদি নিজের ভাষায় রপ্ত করলেন। পরবর্তীতে অন্য রত্নগুলোর তারতম্য মর্ম উপলব্ধি করে প্রতিদিন শ্রদ্ধাভরে প্রার্থনা করতেন।

ক. ত্রিরত্ন কী?

খ. বন্দনার অন্যতম উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে পিম্পু বড়ুয়ার সান্ধ্যকালীন প্রার্থনায় যে গুণটি প্রকাশ পায় তা বর্ণনা কর।

ঘ. পিম্পু বড়ুয়ার ধর্মচর্চা ব্যক্তি জীবনে কী প্রভাব ফেলবে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

শীল

'শীল' নৈতিক জীবন গঠনের দিক নির্দেশনা। শীল পালন বৌদ্ধদের অপরিহার্য নিত্যকর্ম। গৃহে কিংবা বিহারে যে কোনো আচার-অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শীল গ্রহণ করা হয়। কারণ, শীল সকল কুশলকর্মের উৎস। বৌদ্ধরা বিভিন্ন রকম শীল পালন করেন। যেমন : গৃহীরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল, শ্রমণরা দশশীল এবং ভিক্ষুগণ ২২৭টি শীল পালন করেন। এ অধ্যায়ে আমরা অষ্টশীল সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* অষ্টশীল বর্ণনা করতে পারব।
* অষ্টশীল পালনের প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করতে পারব।
* অষ্টশীল গ্রহণকারীর করণীয় বর্ণনা করতে পারব।
* বাংলা অর্থসহ অষ্টশীল বলতে পারব।
* অষ্টশীল অনুশীলনের মাধ্যমে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
* অষ্টশীল প্রার্থনার প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারব ।

পাঠ : ১

অষ্টশীল পরিচিতি

পূর্বে আমরা পঞ্চশীল সম্পর্কে জেনেছি। আজ অষ্টশীল সম্পর্কে জানব। অষ্টশীল পঞ্চশীলের উচ্চতর স্তর। প্রতিদিন পঞ্চশীল পালন করা যায়। অষ্টশীলও প্রতিদিন পালন করা যায়। তবে, গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীল পালন করে। বুদ্ধ ধর্মময় উন্নত জীবন গঠনের জন্য অষ্টশীলের প্রবর্তন করেছেন। অষ্টশীল পালনকারীকে উপবাসব্রত পালন করতে হয়। তাই অষ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। অষ্টশীল গ্রহণকারীকে উপোসথিক বলে। 'উপোসথ' শব্দটি উপবাস বা উপবাসক শব্দ হতে গৃহীত। কিন্তু বৌদ্ধমতে, উপোসথ অর্থ কেবল উপবাস করা নয়। উপোসথ গ্রহণকারীকে ধ্যান-সমাধি চর্চা করতে হয়। ধর্মালোচনা শ্রবণ করতে হয়। ধর্মীয় বিষয় অধ্যয়ন করতে হয়। কুশল ভাবনায় নিমগ্ন থাকতে হয়। লোভ-দ্বেষ-মোহ ও তৃষ্ণা মুক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। 'অষ্ট' শব্দের অর্থ আট। আটটি শীল পালন করতে হয় বলে একে অষ্টশীল বলা হয়।

পাঠ : ২

অষ্টশীল গ্রহণের পূর্বে করণীয়

অষ্টশীল গ্রহণের পূর্বে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করে পরিষ্কার পোশাক পরিধান করতে হয়। পূজা ও দান সামগ্রী নিয়ে বিহারে যেতে হয়। বুদ্ধবেদিতে শ্রদ্ধাচিত্তে পূজা ও দান সামগ্রী সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখে ভিক্ষুর সামনে বসতে হয়।

অষ্টশীল গ্রহণের নিয়মাবলি

বিহারে ভিক্ষুকে বন্দনা করে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়। ভিক্ষু অষ্টশীল প্রার্থনা অনুমোদন করে ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রদান করেন। ভিক্ষুর নির্দেশনা মতো অষ্টশীল গ্রহণ করতে হয়। নিজ বাড়িতেও অষ্টশীল গ্রহণ করা যায়। সে ক্ষেত্রে বুদ্ধাসনের সামনে বসে নিজে নিজে অষ্টশীল প্রার্থনাসহ অষ্টশীল গ্রহণ করতে হয়। অষ্টশীল প্রার্থনাটি নিম্নরূপ।

অনুশীলনমূলক কাজ

উপোসথ পালনকারীকে কী কী করতে হয়?

পাঠ : ৩

অষ্টশীল প্রার্থনা (পালি)

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং উপোসথসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে। দুতিযম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং উপোসথসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে।

ততিযম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ অট্ঠঙ্গসমন্নাগতং উপোসথসীলং ধম্মং যাচামি, অনুগ্গহং কত্বা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

বাংলা অনুবাদ : ভন্তে, অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত উপোসথ শীল-ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ভন্তে, অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত উপোসথ শীল-ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

তৃতীয়বার ভন্তে, অবকাশ পূর্বক সম্মতি প্রদান করুন, আমি ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সংযুক্ত উপোসথ শীল-ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে, অনুগ্রহ করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

ভিক্ষু : যমহং বদামি তং বদেথ (আমি যা বলছি তা বলুন)

শীল গ্রহণকারী : আম ভন্তে (হ্যাঁ প্রভু বলছি)

ভিক্ষু : নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স (আমি অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা করছি)।

শীল গ্রহণকারী : নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স (তিনবার বলবেন)।

তারপর ভিক্ষু ত্রিশরণ প্রদান করে বলবেন : সরণাগমনং সম্পুন্নং (শরণ গ্রহণ সম্পূর্ণ হলো)।

শীল গ্রহণকারী : আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে)

তারপর ভিক্ষু অষ্টশীল প্রদান করবেন। শীল গ্রহণকারী তা মুখে মুখে বলবেন।

অষ্টশীল প্রার্থনা শেষ হলে উপস্থিত ভিক্ষু বলবেন, তিসরণেন সদ্ধিং অট্ঠঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেথ (ত্রিশরণসহ অষ্টাঙ্গ সমন্বিত উপোসথ শীলধর্ম উত্তমরূপে সযত্নে পালন কর)।

অষ্টশীল গ্রহণকারী বলবেন, আম ভন্তে (হ্যাঁ ভন্তে)

এরপর ভিক্ষু অষ্টশীল পালনকারী কিংবা উপোসথধারীদের মঙ্গল কামনা করে সূত্র পাঠ করবেন। সূত্র পাঠ শেষ হলে তাঁরা তিনবার সাধুবাদ দিবেন। তারপর অষ্টশীল গ্রহণকারী ভিক্ষুকে বন্দনা করে আহার করতে যাবেন। দুপুর বারোটার মধ্যে আহার সম্পন্ন করতে হবে। তারপর পানীয় ছাড়া কিছুই গ্রহণ করা যাবে না। অষ্টশীলের প্রতিটি শীল সযত্নে পালন করতে হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

অষ্টশীল প্রার্থনাটি সমস্বরে আবৃত্তি কর।

পাঠ : ৪

অষ্টশীল

(পালি ও বাংলা)

অষ্টশীল : পালি

পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

সুরা-মেরেয-মজ্জ পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

বিকালভোজনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্সন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণমণ্ডন-বিভূসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

উচ্চসযনা-মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অষ্টশীল : বাংলা

আমি প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি অব্রহ্মচর্য থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি মিথ্যা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি সুরা জাতীয় বা কোনো নেশাদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি বিকাল ভোজন থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি নাচ-গান-বাদ্য উৎসব দর্শন, সুগন্ধিযুক্ত প্রসাধন দ্রব্য ধারণ মণ্ডন বিভূষণ থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

আমি উচ্চ শয্যা বা মহাশয্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

ভিক্ষু হতে অষ্টশীল গ্রহণ করছে

অনুশীলনমূলক কাজ

অষ্টশীল পালিতে বল (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৫

উপোসথ পালনকারীর করণীয়

সংসারে অবস্থান করে সব সময় অষ্টশীল পালন করা সম্ভব নয়। উপোসথ দিবসে অষ্টশীল গ্রহণকারীদের যথাসম্ভব বিহারে অবস্থান করে ধর্মশ্রবণ, ধর্মালোচনা, সূত্রপাঠ, ধ্যান-সাধনা, অধ্যয়ন প্রভৃতি করা উচিত। তবে একটা বিষয় বলা দরকার যে, সব সময় ভিক্ষু উপস্থিত নাও থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে অষ্টশীল

গ্রহণকারীগণ নিজেরা ধর্মালোচনা, সূত্রপাঠ, অধ্যয়ন এবং ধ্যান-সাধনায় মগ্ন থাকতে পারেন। শীলভঙ্গ হয় এমন স্থানে না যাওয়া উচিত।

নিচে অষ্টশীল পালনকারীদের কিছু করণীয় বিষয় তুলে ধরা হলো।

১. কারও অনিষ্ট কামনা করা কিংবা অনিষ্ট করা বা করানো থেকে বিরত থাকতে হবে।
২. কোনো প্রাণীকে পীড়া দেওয়া এবং পীড়াদানের কারণ হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
৩. কোনো প্রকার অন্যায় করা কিংবা অন্যায়ের কারণ হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
৪. লোভ-দ্বেষ-মোহ মুক্ত থাকতে হবে।
৫. মান-অভিমান ও ঈর্ষা থেকে মুক্ত থাকতে হবে।
৬. সর্ব প্রকার মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকতে হবে।
৭. প্রমাদমূলক বিনোদন থেকে বিরত থাকতে হবে।
৮. ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
৯. একাগ্রচিত্তে ধর্মদেশনা শুনতে হবে।
১০. কায়মনোবাক্যে সংযত আচরণ করতে হবে।
১১. সকলের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হতে হবে।
১২. ভাবনা অনুশীলন করতে হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

অষ্টশীল গ্রহণকারীর করণীয় ও অকরণীয় বিষয়গুলো একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন কর।

পাঠ : ৬

অনৈতিক কাজের ক্ষতিকর দিকসমূহ

অষ্টশীলের নির্দেশিত বিধি-বিধান মেনে চললে আদর্শ এবং নৈতিক জীবনযাপন করা যায়। অষ্টশীল পালন না করলে মানুষ অনৈতিক কাজের দিকে ধাবিত হয়। এই অনৈতিক কাজের কারণে মানুষ সীমাহীন দুঃখ ও নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। অনৈতিক কাজের কিছু ক্ষতিকর দিক নিচে তুলে ধরা হলো :

ক. প্রাণিহত্যা একটি অনৈতিক কাজ। বৌদ্ধমতে প্রাণিহত্যা করা অনুচিত। হত্যা প্রবণতা মনের মৈত্রীভাব নষ্ট করে। মানুষকে ক্রুদ্ধ ও প্রতিশোধপরায়ণ করে তোলে। ফলে নানা রকম সামাজিক অপরাধ সংঘটিত হয়।

খ. অদত্ত বস্তু গ্রহণ বা নিজের অধিকারে নেওয়া একটি অনৈতিক কাজ এবং সামাজিক অপরাধ। এর জন্য দণ্ডভোগ করতে হয়। পরকালেও শাস্তি পেতে হয়।

গ. অনৈতিক কামাচার একটি সামাজিক অপরাধ। ব্রহ্মচর্য পালনকারীকে সকল প্রকার কামাচার থেকে বিরত থাকতে হয়। অনৈতিক কামাচারে শারীরিক ও মানসিক জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। এ কারণে মৃত্যুও হতে পারে।

ঘ. মিথ্যাকথা বলা নৈতিকতার পরিপন্থি। মিথ্যাবাদীকে কেউ বিশ্বাস করে না। মিথ্যাবাদী সমাজে মর্যাদা পায় না। সর্বত্র নিন্দিত হয়।

ঙ. নেশাদ্রব্য গ্রহণ ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিষিদ্ধ। নেশা স্বাস্থ্য নষ্ট ও মানসিক বিকারগ্রস্ত করে। নেশায় আসক্তির ফলে ধন-সম্পদ নষ্ট হয়। চরিত্র ও মানবিক মূল্যবোধের অধঃপতন হয়। নেশা সেবনকারীরা নানারকম অপরাধে লিপ্ত হয়। এরা নানারকম ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

চ. দুপুর বারোটার পর খাবার গ্রহণ করাকে বিকাল ভোজন বলা হয়। খাবারের প্রতি আসক্তি ও অপরিমিত আহার দান, শীল, ধ্যান-সমাধি ইত্যাদি ধর্মচর্চা ব্যাহত করে। ফলে নির্বাণের পথে পরিচালিত হওয়া যায় না।

ছ. নাচ, গান, বাদ্য-বাজনা, সুগন্ধি-প্রসাধন লেপন ইত্যাদিতে অনুরক্তভাব মনের একাগ্রতা নষ্ট করে। ধর্মচর্চা ব্যাহত হয়। ফলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব হয় না।

জ. বিলাসবহুল শয্যায় শয়ন ও উপবেশন মানুষকে আরামপ্রিয় ও অলস করে তোলে। মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা নষ্ট হয় বলে অলস ব্যক্তি কখনোই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে পারে না।

পাঠ : ৭

অষ্টশীল পালনের সুফল

অষ্টশীল পালনের সুফল অনেক। অষ্টশীল পালনের সুফলসমূহ নিম্নরূপ :

অষ্টশীল পালনের ফলে

ক. আচার-আচরণ সংযত হয়।
খ. যশ-খ্যাতি ক্রমশ বৃদ্ধি পায়।
গ. ধন-সম্পদ সুরক্ষিত থাকে।
ঘ. সৎ কাজে উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।
ঙ. অভাবগ্রস্ত হয় না।
চ. প্রিয়ভাজন হওয়া যায়।
ছ. সংযম ও সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়।
জ. মন থেকে হিংসা বিদ্বেষভাব দূর হয়।
ঝ. নীরোগ ও দীর্ঘজীবি হয়।
ঞ. অশেষ পুণ্য অর্জিত হয়।
ট. নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

এখন আমরা উপোসথ পালনের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনি পড়ব। উপোসথ শীল পালনের সুফল বর্ণনা করতে গিয়ে বুদ্ধ তাঁর পূর্বজীবনের এ ঘটনাটি বলেন।

বোধিসত্ত্ব একবার বারানসিতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন রাজগৃহ নগরীতে এক সৎ ধনী ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হলেও খুব দয়াবান ছিলেন। পরের দুঃখ-কষ্ট তাঁকে খুবই ব্যথিত করত।

২০২৩

তিনি পরের দুঃখ-কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতেন। তা ছাড়া তাঁর পরিবারের সবাই শীল পালন করতেন। উপোসথ দিবসে উপোসথ পালন করতেন। এজন্য তাঁর পরিবার সকলের নিকট 'শুচি পরিবার' নামে পরিচিত ছিল।

বোধিসত্ত্ব তখন পরের কাজ করে জীবনধারণ করতেন। একদিন তিনি কাজের সন্ধানে বের হয়ে সেই ধনী লোকটির বাড়িতে উপস্থিত হন। গৃহকর্তাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, আমি কাজের আশায় আপনার কাছে এসেছি। তখন গৃহকর্তা বললেন, আমার ঘরের দাস-দাসীসহ সকলেই শীল পালন করে। উপোসথ শীল রক্ষা করে। তুমিও যদি শীল রক্ষা করো তবে কাজ পাবে।

বোধিসত্ত্বের অন্তরে সুপ্ত ছিল জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফল। তাঁর অন্তরে ছিল শীলের প্রভাব। তিনি কি এ ধরণের শর্ত গ্রহণ না করে পারেন? শীল পালনের নাম শুনে তিনি মনে আনন্দ লাভ করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, প্রভু! আমি তাই করব।

তারপর বোধিসত্ত্ব ঐ ধনী লোকের বাড়িতে অত্যন্ত সততার সাথে কাজ করতে থাকেন। তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল প্রভুর মঙ্গল সাধন করা।

প্রতিদিনের মতো একদিন তিনি সকালে উঠে কাজে চলে যান। সেদিন ছিল উপোসথ দিবস। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তা ভুলে গিয়েছিলেন। এদিকে গৃহকর্তা দাস-দাসীসহ সকলকে নিয়ে উপোসথ শীল গ্রহণ করেন। বিকালে তাঁরা নীরব স্থানে বসে শীলানুস্মৃতি ভাবনা করছিলেন। সন্ধ্যায় বোধিসত্ত্ব কাজ করে বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন কোথাও কেউ নেই। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। এদিকে সারাদিন কাজ করতে গিয়ে তিনি কোনো আহার গ্রহণ করতে পারেননি। পেটে ক্ষুধা। একজন দাসী তাঁকে দেখতে পেয়ে খাবার নিয়ে এলো। খেতে বসে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করলেন অন্যদিন কত লোক থাকে। আজ আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এর কারণ জানতে চাইলে দাসীটি বলল, আজ উপোসথ দিবস। সকলে উপোসথ পালন করছেন। দাসীর মুখে এ ধরনের কথা শুনে তাঁর পেটের ক্ষুধা উধাও হয়ে গেল। তখন তিনি ভাবলেন, আজ আমিও উপোসথব্রত পালন করব। এই বলে তিনি আহার না করে উঠে গেলেন।

তারপর গৃহকর্তার নিকট গিয়ে বোধিসত্ত্ব বললেন, 'প্রভু ! আমার ভুল হয়ে গেছে। আজ উপোসথ তা আমি জানতাম না। তাই সকালে উপোসথ গ্রহণ করতে পারিনি। আমি এখন অষ্টশীলসহ উপোসথশীল গ্রহণ করতে চাই। প্রভু, আমি তা পারব কি?' তখন গৃহকর্তা বললেন, অর্ধেক দিন পালন করলে ফলও অর্ধেক হবে। এ কথা শুনে বোধিসত্ত্ব অষ্টশীল গ্রহণ করে শীলানুস্মৃতি ভাবনা করতে থাকেন। সারাদিন পরিশ্রম করেছেন। তাই বেশিক্ষণ তিনি ভাবনা করতে পারেননি। ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তবু উপোসথ শীল পালনের সংকল্প করলেন।

রাত গভীর হলো। হঠাৎ করে তিনি পেটে বেদনা অনুভব করলেন। ক্রমে তাঁর বেদনা বাড়তে থাকে। সীমাহীন যন্ত্রণায় তিনি ছটফট করতে থাকেন। তা গৃহকর্তার কানে গেল। তিনি তাঁকে খাবার খেতে বললেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব কোনো খাবার গ্রহণ করলেন না। তিনি গৃহকর্তাকে বললেন, মৃত্যু হলেও আমি আহার গ্রহণ করব না।

বোধিসত্ত্ব আহার গ্রহণ না করে চলে যাচ্ছেন

ভোর বেলা বারানসিরাজ প্রাত-ভ্রমণে বের হলেন। ভ্রমণের একপর্যায়ে সেই ধনী ব্যক্তির বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে দেখে চিনতে পারলেন। এ সময় বোধিসত্ত্ব মৃতপ্রায়। এ সময় রাজাকে দেখতে পেয়ে তাঁর অন্তর আনন্দে ভরে গেল। তখন তিনি ভাবলেন, আমি যদি পরজন্মে রাজা হতে পারতাম ! এ ধরনের চিন্তা করতে করতে তিনি মারা গেলেন। শীলবান ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যেরূপ ইচ্ছা পোষণ করেন, মৃত্যুর পর সে ইচ্ছা পূরণ হয়। অশেষ পুণ্যফলে বোধিসত্ত্ব বারানসি রাজার পুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় উদয় কুমার। শীল পালনের ফলে বোধিসত্ত্ব রাজপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

অষ্টশীল পালনে বর্ণিত সুফল ছাড়া অনুরূপ আর কী কী সুফল পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৮

অষ্টশীল পালনের প্রয়োজনীয়তা

জগত দুঃখময়। তৃষ্ণাই দুঃখের মূল কারণ। নিয়মিত অষ্টশীল পালন তৃষ্ণা দূরীভূত করতে সহায়তা করে। বুদ্ধ দুঃখমুক্তির উপায় স্বরূপ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলো হলো : সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। অষ্টশীল পালনের মাধ্যমে দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা যায়। গৃহী জীবন সর্বদা জাগতিক চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। এখানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও নির্বাণ সম্পর্কে ভাবনার সুযোগ সীমিত। এক্ষেত্রে অষ্টশীল গ্রহণকারী অন্তত একবেলার জন্য হলেও সাংসারিক কর্মকাণ্ড থেকে মুক্ত হয়ে অনাগারিক জীবনের স্বাদ লাভ করতে পারেন। এভাবে তিনি ক্রমান্বয়ে নির্বাণের পথে নিজেকে পরিচালিত করতে পারেন। আমাদের চারপাশে অনেক অকুশল কর্মকাণ্ড ঘটতে দেখা যায়। বিশেষ করে হত্যা, চুরি, ব্যভিচার এবং নেশা সেবন বর্তমান সমাজে এক বিরাট সমস্যা। নিয়মিত অষ্টশীল পালনে চিত্ত সংযত হয়। এভাবে আমরা আত্মসংযমের মাধ্যমে অকুশলকর্ম থেকে বিরত থাকতে পারি। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপন করতে পারি। পারিবারিকভাবে অষ্টশীল পালনের অভ্যাস গড়ে তুললে সুখী পারিবারিক জীবন গঠন করা সম্ভব। এসব বিবেচনা করে বলা যায় অষ্টশীল পালনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

তুমি কি অষ্টশীল পালন প্রয়োজন মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথিতে .... পালন করে।

২. ভিক্ষুকে বন্দনা করে .... নিকট ত্রিশরণসহ অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়।

৩. দুপুর .... মধ্যে আহার সম্পন্ন করতে হবে।

৪. সকলের প্রতি .... পরায়ণ হতে হবে।

৫. নিয়মিত অষ্টশীল পালন ---------- দূরীভূত করতে সহায়তা করে।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. অষ্টশীল গ্রহণের পূর্বে	উপোসথিক বলে
২. তৃষ্ণাই দুঃখের	অভাবগ্রস্ত হয় না
৩. অষ্টশীল গ্রহণকারীকে	আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ
৪. দুঃখ নিরোধের উপায়	মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়
৫. অষ্টশীল পালনের ফলে	মূল কারণ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. গৃহীরা কখন অষ্টশীল পালন করেন?
২. উপোসথ শীল বলতে কী বুঝায়?
৩. অষ্টশীল পালনকারীর পাঁচটি করণীয় বিষয় লেখ।
৪. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসমূহের নাম লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. অষ্টশীল গ্রহণের নিয়মাবলি বর্ণনা কর।
২. অষ্টশীল গ্রহণকারীর করণীয় বিষয় সম্পর্কে লেখ।
৩. অষ্টশীল পালনের সুফলসমূহ বর্ণনা কর।
৪. বুদ্ধের পূর্বজীবনে উপোসথ শীল পালনের কাহিনি বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভিক্ষুগণ কয়টি শীল পালন করেন?

ক) ২২৫ খ) ২২৬
গ) ২২৭ ঘ) ২২৮

২। কোন শীলকে উপোসথ শীল বলা হয়?

ক) পঞ্চশীল খ) অষ্টশীল
গ) দশশীল ঘ) পাতিমোক্ষশীল

৩। **অষ্টশীল প্রার্থনা করা হয় –**

i. বুদ্ধের বন্দনা ও প্রার্থনা করে

ii. পূজা ও দানীয় সামগ্রী বুদ্ধবেদিতে রেখে

iii. ভিক্ষু বন্দনা করে ত্রিশরণসহ প্রার্থনা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

প্রদীপ বাবুর পরিবারের সবাই মিলে বিশেষ তিথিতে শীল পালনে রত ছিলেন। ঐ দিনই হঠাৎ ঢাকা থেকে এক অতিথি বেড়াতে আসেন। সবাই শীল পালন নিয়ে রত থাকার কারণে অতিথিকে ঠিকমতো আপ্যায়ন করতে পারেননি। অতিথি বিষয়টা বুঝতে পেরে বিহারে গিয়ে শীল গ্রহণ করলেন এবং ধ্যানাবস্থায় গভীর রাতে পেটের যন্ত্রণায় কাতর হলেও কোনোভাবেই শীলভঙ্গ করলেন না।

৪। **অনুচ্ছেদের ঘটনাটি কোন মানবের আচরণে পরিলক্ষিত হয়?**

ক) দাস-দাসীর খ) গৃহকর্তার

গ) বোধিসত্ত্বের ঘ) ভিক্ষুর

৫। **উক্ত শীল গ্রহণে অতিথি রত ছিলেন –**

i. শীলানুস্মৃতি ভাবনায়

ii. বিদর্শন ভাবনায়

iii. সমথ ভাবনায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পুষ্পিতা খীসা ভোরে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করেন। তিনি পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে বিহারে গিয়ে বুদ্ধবেদিতে পূজা ও দান সামগ্রী রেখে শীল গ্রহণ করেন। ভিক্ষুর উপদেশ মতো বুদ্ধের আসনের সামনে বসে প্রার্থনা করেন। তিনি দুপুরের খাবারের পর পানীয় ছাড়া কিছু আহার গ্রহণ করতেন না। এভাবে পুষ্পিতা খীসার লোভ, দ্বেষ, মোহ দূর হয় এবং মনে প্রশান্তি বিরাজ করে।

ক) গৃহীরা কোন শীল পালন করেন?

খ) শীল পালন বৌদ্ধদের অপরিহার্য নিত্যকর্ম কেন?

গ) পুষ্পিতা খীসা যে শীল পালন করেন, তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উক্ত শীল পালনের দ্বারা পুষ্পিতা খীসার পারিবারিক জীবনে কোন আচরণের প্রতিফলন ঘটবে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও।

২। রাজু ও সাজু ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাজুর পরিবারের সবাই ধর্মীয় কার্যাবলি পালনে সচেতন থাকেন। পক্ষান্তরে সাজুর পরিবার ধর্মের প্রতি তেমন আগ্রহী ছিল না। এতে সাজুর মনে অনুশোচনা বিরাজ করত। একপর্যায়ে সাজু একাকী সারাদিন অনাহারে থেকে ধর্মচর্চা পালন করে। অবশেষে ধর্মীয় স্মৃতি মনে নিয়ে সাজু মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং মৃত্যুর পর সে সদ্‌গতি প্রাপ্ত হয়।

ক) অদিন্নাদানা শব্দের অর্থ কী?

খ) শীল কীভাবে গ্রহণ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ) সাজুর আচরণে কোন কাহিনির মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) রাজু ও সাজু কর্মের দ্বারা কী ফল লাভ করবে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

চতুর্থ অধ্যায়
দান

'দান' একটি মহৎ গুণ। মানুষ যে সকল উত্তম ও কল্যাণকর কাজ করে, দান তার মধ্যে অন্যতম। বৌদ্ধধর্মে 'দান' অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। দান, শীল ও ভাবনা- এ তিন প্রকার কুশল কর্মের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত। পূর্ববর্তী শ্রেণিতে আমরা দান, দানের বৈশিষ্ট্য বা বিবেচ্য বিষয়, দানীয় বস্তু ও দানের সুফল সম্পর্কে জেনেছি। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মীয় দান অনুষ্ঠান, দান কাহিনি ও দানানুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* বৌদ্ধধর্মীয় বিভিন্ন দানানুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে পারব।
* বিভিন্ন দান কাহিনি বর্ণনা করতে পারব।
* দানানুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

দানানুষ্ঠান পরিচিতি

বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান পালন করেন। যেমন : সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান, কঠিন চীবরদান ইত্যাদি। এসব দান অনুষ্ঠানে মূলত ভিক্ষুসংঘকে দান করা হয়। অনুষ্ঠানে অনেক লোক সমবেত হয়ে দানকার্য সম্পাদন করে। লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয়, পুণ্য অর্জন এবং নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা দান করে। পরলোকগত জ্ঞাতিদের সদ্‌গতি কামনায়ও দান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখিত দানানুষ্ঠানের মধ্যে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান যেকোনো সময় করা যায়। এজন্যে নির্ধারিত কোনো দিন নেই। দাতা প্রয়োজন অনুসারে সাধ্যমতো যেকোনো সময়ে সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান করতে পারেন। কঠিন চীবরদান শুধুমাত্র প্রতিবছর বর্ষাবাস শেষে প্রবারণা পূর্ণিমার পরদিন হতে এক মাস পর্যন্ত প্রতিদিন বিভিন্ন বিহারে উদ্‌যাপিত হয়। এ অধ্যায়ে আমরা সংঘদান সম্পর্কে পাঠ করব।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধদের দানের উদ্দেশ্য কী?

পাঠ : ২

সংঘদান

বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে সংঘদান অন্যতম। ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করে যে দান প্রদান করা হয় তাকে সংঘদান বলা হয়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে, একজন ভিক্ষুকে দান করার চেয়ে সংঘকে দান করা খুবই ফলদায়ক।

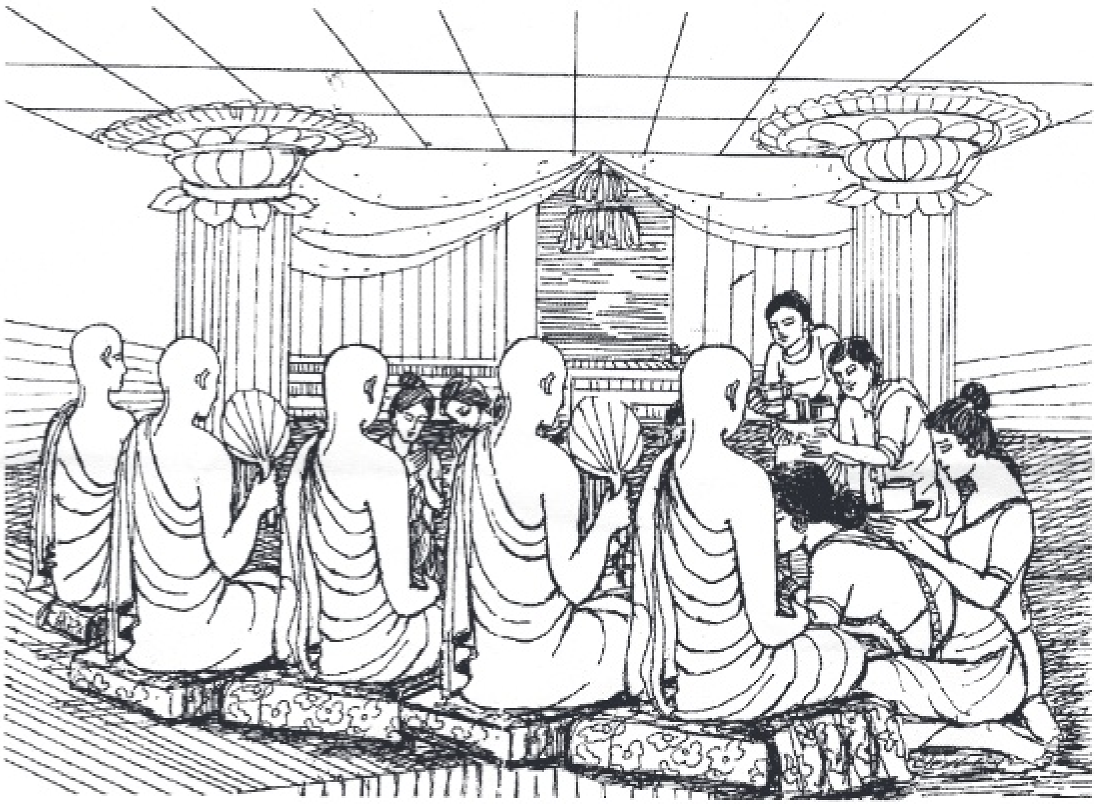

সংঘদান

'চুল্লবর্গ' নামক গ্রন্থে ভিক্ষুসংঘকে দান প্রদানের অন্যতম পুণ্যক্ষেত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। যেকোনো সময় এ দানানুষ্ঠান আয়োজন করা যায়। ভিক্ষু, উপাসক, উপাসিকা যে কেউ একক বা সমবেতভাবে বিহারে বা নিজ গৃহে সংঘদান অনুষ্ঠান আয়োজন করতে পারেন। সাধারণত উপাসক-উপাসিকাগণ নিজগৃহেই সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বৌদ্ধরা যেকোনো শুভ কাজ আরম্ভ করার আগে সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। যেমন : বিবাহ, নতুন ঘর তৈরি, ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু, বিদেশ গমন, নবজাতকের অন্নপ্রাশন, প্রব্রজ্যা গ্রহণ প্রভৃতি শুভ কর্মের পূর্বে সংঘদান করা যায়। তবে পরিবারের কেউ মৃত্যুবরণ করলে অবশ্যই সংঘদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হয়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে, সংঘদানের ফলে মৃত ব্যক্তি সদ্গতি প্রাপ্ত হন। সংঘদান করতে হলে কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর উপস্থিতি

প্রয়োজন হয়। সংঘদান অনুষ্ঠানের পূর্বে ভিক্ষুসংঘকে নিমন্ত্রণ করতে হয়। সংঘদানে ভিক্ষুর সংখ্যা যত বেশি হয় তত বেশি ভালো।

সংঘদানে সাধারণত ভিক্ষুসংঘের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ হলো : অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, সাবান, তেল, ছাতা, সুঁচ-সুতা ইত্যাদি। সাধারণত ভিক্ষুসংঘ আহার গ্রহণের পূর্বে এ দানকার্য সম্পাদন করা হয়। সংঘদানের সময় ভিক্ষুসংঘের আসনের সামনে দান সামগ্রী সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। ভিক্ষুসংঘ পরিপাটিভাবে আসনে উপবেশন করলে দান অনুষ্ঠানের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। দানকার্য পরিচালনা করার জন্য ভিক্ষুসংঘের মধ্য থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ একজন ভিক্ষুকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়। প্রথমে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করা হয়। তারপর উপস্থিত ভিক্ষুদের প্রধান বা তাঁর নির্দেশে অভিজ্ঞ একজন ভিক্ষু সংঘদান গাথা তিনবার আবৃত্তি করেন। গাথাটি নিম্নরূপ:

'ইমং ভিক্খং সপরিক্খারং ভিক্ষু সংঘস্স দেম, পূজেম'

বাংলা অনুবাদ : এই প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্য ভিক্ষু সংঘকে দান দিয়ে পূজা করছি।

উপস্থিত সকলে গাথাটি সমস্বরে তিনবার আবৃত্তি করেন। অতঃপর, ভিক্ষুসংঘ সমস্বরে করণীয় মৈত্রী সূত্র, মঙ্গল সূত্র প্রভৃতি পাঠ করেন। তারপর, "ইদং মে ঞাতীনং হোতু, সুখিতা হোন্তু ঞাতযো... নিববাণস্স পচ্চযো হোতু'তি (এ পুণ্য আমার জ্ঞাতিগণের মঙ্গলের হেতু হোক, জ্ঞাতিগণ সুখী হোক ...নির্বাণ লাভের হেতু হোক)' উৎসর্গ গাথাটি তিনবার আবৃত্তি করে সংঘদানের পুণ্যফল জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে দান করতে হয়। উৎসর্গ গাথাকে পুণ্যানুমোদন গাথাও বলা হয়। উৎসর্গ গাথা আবৃত্তিকালে দাতা পরিবারের একজন জল ঢেলে পুণ্যরাশি মৃত জ্ঞাতিসহ সকল প্রাণী ও দেবতাদের উদ্দেশ্যে দান করে। বুদ্ধ সংঘদানের ফল সম্পর্কে উচ্চ প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যুগে যুগে পৃথিবী, সাগর, মেরু প্রভৃতি ক্ষয় হয়ে যায়। কিন্তু শত সহস্র কল্পেও সংঘদানের ফলে অর্জিত পুণ্যরাশি শেষ হয় না।'

অনুশীলনমূলক কাজ

সংঘদান অনুষ্ঠানের দান সামগ্রীর একটি তালিকা তৈরি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৩

দান কাহিনি

কাহিনি : এক

বৌদ্ধধর্মে দানের বহু কাহিনি প্রচলিত আছে। সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের আগে তিনি আরও ৫৪৯ বার জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধ হতে গেলে দশ পারমী পূর্ণ করতে হয়। তারমধ্যে দান পারমীর স্থান প্রথম। জন্ম-জন্মান্তরে তিনি অসংখ্য দান করে দান পারমী পূর্ণ করেন। একবার বোধিসত্ত্ব শিবি রাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। দাতা হিসেবে তাঁর খুব সুখ্যাতি ছিল। দানশীলতা পরীক্ষা করার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র অন্ধ ব্রাহ্মণের বেশ

ধারণ করে এসে শিবি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ! আপনার দানশীলতার কীর্তি সর্বত্র প্রসারিত। আমি অন্ধ। আপনার দুটি চোখ আছে। আমাকে আপনার একটি চোখ দান করুন।' অন্ধের প্রতি করুণাবশত রাজা চোখ দান করার সিদ্ধান্ত নেন। চোখ দানের কথা শুনে রাজার সকল প্রিয়পাত্র, নগরবাসী এবং অন্তঃপুরবাসী সমবেত হয়ে রাজাকে চোখ দান করতে বারবার নিষেধ করতে থাকেন। সকলের নিষেধ ও বাধা সত্ত্বেও রাজা অন্ধ ব্রাহ্মণকে তাঁর চোখ দান করার সিদ্ধান্তে সংকল্পবদ্ধ থাকেন। তিনি রাজবৈদ্য সীবককে ডেকে একটি চোখ তোলার নির্দেশ দিলেন। সীবক রাজাকে বললেন, 'চোখ দান বড় কঠিন কাজ। মহারাজ ! পুনরায় বিবেচনা করুন।' রাজা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন এবং সীবককে ডান চোখ তোলার আদেশ দিলেন। সীবক চোখটি তুলে রাজার হাতে দিলেন। রাজা তা অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করলেন। অন্ধ ব্রাহ্মণ চোখটি নিজের অক্ষিকোটরে স্থাপন করলেন। তখন চোখটি নীল পদ্মের মতো শোভা পেতে লাগল। রাজা বাম চোখ দিয়ে ঐ দৃশ্য দেখে ভাবলেন, 'আহা ! আমার চোখ দান সার্থক হলো।' তিনি পরম প্রীতি লাভ করলেন এবং অপর চোখটিও ব্রাহ্মণকে দান করলেন। কিছুদিন প্রাসাদে অবস্থান করার পর তিনি ভাবলেন, যে অন্ধ তার রাজ্যের কী প্রয়োজন? অতঃপর তিনি অমাত্যদের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে শ্রামণ্যধর্ম পালনের জন্য উদ্যানে চলে গেলেন। একদিন উদ্যানে বসে তিনি নিজের দানের কথা ভাবতে লাগলেন। অমনি ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত হলো। দেবরাজ ইন্দ্র এর কারণ বুঝতে পেরে মহারাজকে বর দিলেন। তখন তিনি পুনরায় দৃষ্টি ফিরে পেলেন। তখন রাজা বললেন :

অগ্রে দান করে কর ভোজন
ভোগ কর, যথা শক্তি করে আগে দান।
পাইবে প্রশংসা হেথা, স্বর্গে পাবে স্থান।

কাহিনি : দুই

গৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তী নগরে সুদত্ত নামে একজন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কোনো অনাথ, ভিখারি তাঁর গৃহ থেকে খালি হাতে ফিরে যেতেন না। এজন্যে তিনি অনাথপিণ্ডিক নামে খ্যাত হন।

একসময় তিনি পাঁচশত শকট (পশু চালিত গাড়ি) নিয়ে রাজগৃহ নগরে এক শ্রেষ্ঠী-বন্ধুর কাছে বেড়াতে গেলেন। সেখানে তিনি জানতে পারলেন জগতে ভগবান বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন। এই সংবাদ শুনে তিনি বুদ্ধকে দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন। বুদ্ধের ধর্মবাণী শুনে অনাথপিণ্ডিক স্রোতাপত্তি ফল লাভ করেন। তিনি সশিষ্য বুদ্ধকে মহাদান দিলেন এবং শ্রাবস্তীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। রাজগৃহ হতে শ্রাবস্তী পঁয়তাল্লিশ যোজন দূরে অবস্থিত। অনাথপিণ্ডিক শ্রাবস্তীতে ফেরার পথে প্রত্যেক যোজন অন্তর একটি করে বিহার নির্মাণ করান। আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে জেতবন উদ্যান ক্রয় করেন। ঐ উদ্যানে আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করে জেতবন বিহার নির্মাণ করেন। ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে তিন মাসব্যাপী আপ্যায়ন ও সেবার জন্য আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করেন। প্রতিদিন তাঁর বাড়িতে পাঁচশত ভিক্ষুকে সেবা দানের ব্যবস্থা ছিল। এই সকল মহাদানের জন্য বুদ্ধ তাঁকে 'শ্রেষ্ঠ দায়ক' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

তিনি যখন দুরবস্থায় পতিত হয়ে ছিলেন তখনও দান বন্ধ করেন নি। বুদ্ধ একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হে গৃহপতি! তোমার দান কার্য চলছে কি?' তিনি উত্তরে বলেন যে, তিনি দান করছেন, তবে তা অতি নিকৃষ্ট দান। বুদ্ধ বললেন, চিত্ত উৎকৃষ্ট হলে দান কখনো নিকৃষ্ট হয় না। দাতার চিত্তের উৎকৃষ্টতা এবং গ্রহিতার উৎকর্ষতা সব দানকেই উৎকৃষ্ট করে। দানশীলতার কারণে অনাথপিণ্ডিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এখন ও মানুষ শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁর দানের কথা স্মরণ করে। এই কাহিনি পাঠ করে আমরা বুঝতে পারি, দানে যশ খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং দানের ক্ষেত্রে বিত্তের চেয়ে চিত্তের উদারতাই বেশি প্রয়োজন।

কাহিনি : তিন

একদা দাসী পূর্ণা প্রভুর গৃহে সারারাত গৃহকর্ম করার পর ভোরে খুব ক্লান্তি ও ক্ষুধা অনুভব করেছিল। তখন সে দু'খানা আধপোড়া রুটি নিয়ে কাছের পুকুর ঘাটে গিয়ে বসল। এমন সময় একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হাতে এগিয়ে আসছিলেন। ভিক্ষারত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে দেখে পূর্ণার চিত্ত শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়ে গেল। তখন তার মনে ভিক্ষুকে কিছু দান করার ইচ্ছা জাগ্রত হলো। কিন্তু সে ছিল দরিদ্র, হাতের কাছে ঐ দুটি রুটি ছাড়া কিছুই ছিল না। পূর্ণা ভাবলেন, এ পোড়া রুটি কি ভিক্ষু গ্রহণ করবেন? এভাবে দ্বিধাগ্রস্তভাবে তিনি ভিক্ষুর কাছে এগিয়ে গেলেন। ভিক্ষুকে শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা করে তার দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে বললেন, ভন্তে! আমার কাছে শুধু দু'খানা রুটি আছে। আমি এগুলো আপনাকে দান করতে চাই। ভন্তে ! আপনি কি গ্রহণ করবেন? ভন্তে পূর্ণার দানের আগ্রহ বুঝতে পেরে রুটি গ্রহণে সম্মতি প্রদান করে ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে দিলেন। পূর্ণা আনন্দপূর্ণ চিত্তে রুটি দু'খানা ভিক্ষুকে দান করলেন। এ দানের ফলে তিনি স্রোতাপত্তি ফল অর্জন করেন। এ কাহিনি পড়েও আমরা জানতে পারি দানের ক্ষেত্রে বিত্তের চেয়ে চিত্ত সম্পদ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের ক্ষেত্রে বিত্ত নয়, চিত্ত সম্পদই অধিক গুরুত্বপূর্ণ- আলোচনা কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

দানানুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব

বৌদ্ধধর্মে দানের সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। দান দেওয়া মানুষের একটি মহৎ গুণ। এই গুণটি বিকশিত করার ক্ষেত্রে দানানুষ্ঠান বিরাট ভূমিকা রাখে। দানানুষ্ঠানের মাধ্যমে দানের অভ্যাস গড়ে উঠে। অহংকার, কৃপণতা, লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি দূর হয়। চিত্তের উদারতা বাড়ে। পরোপকারী মনোভাব সৃষ্টি হয়। অন্যের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, মৈত্রী, প্রেম প্রভৃতি মানবিক গুণের বিকাশ ঘটে। দান, শীল এবং ভাবনার অনুশীলন মানুষকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়। দান পারমী পূর্ণ না করলে নির্বাণ পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাই দশ পারমীর মধ্যে দান পারমীকে প্রথমে স্থান দেওয়া হয়েছে। দানানুষ্ঠান দান ও পারমী পূরণপূর্বক মানুষকে নির্বাণ পথে পরিচালিত হতে সাহায্য করে।

দান কাহিনি পড়ে আমরা জেনেছি উদার চিত্তে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দান করলে তা উৎকৃষ্ট দান হিসেবে বিবেচিত হয়। সৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থ দান করলে অধিক ফল অর্জন হয়। বৌদ্ধধর্মে দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে শীলবান হতে হয়। দানানুষ্ঠান শীলবান ও নীতিপরায়ণ হতে সাহায্য করে।

দানানুষ্ঠানে আত্মীয় স্বজন, বন্ধু–বান্ধব, প্রতিবেশী অংশ গ্রহণ করে। ফলে পারস্পরিক যোগাযোগ ও ভাব বিনিময় হয়। এতে সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। পরস্পরের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, হিংসা-বিদ্বেষ দূর হয়। ফলে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। দান দ্বারা সমাজে অনেক মহৎ কাজ করা যায়। যেমন : শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অনাথালয় স্থাপন, রাস্তাঘাট, সেতু, জলাধার তৈরি ইত্যাদি। শরীরের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও রক্ত দান করা যায়। এ দানের ফলে অনেক মানুষ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পায়। ফলে বলা যায়, দানানুষ্ঠান নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্যে সকলের দানানুষ্ঠানের আয়োজন এবং দানানুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের দ্বারা তোমাদের এলাকায় কী কী ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর (দলীয় কাজ)।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. দান' শীল ও ভাবনা এই তিন প্রকার ....কর্মের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

২. সংঘদান করতে হলে কমপক্ষে .... ভিক্ষুর উপস্থিতির প্রয়োজন হয়।

৩. উৎসর্গ গাথাকে .... গাথাও বলা হয়।

৪. একবার .... শিবিরাজা রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

৫. দান দেওয়া মানুষের একটি মহৎ .... ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বৌদ্ধরা কেন দান করে?

২. বৌদ্ধরা কোন কোন ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান পালন করে?

৩. সংঘদানে কী কী দান করতে পার?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. কীভাবে সংঘদান করতে হয় বর্ণনা কর।

২. দাসী পূর্ণার স্রোতাপত্তিফল অর্জনের কাহিনি বর্ণনা কর।

৩. দান দ্বারা সমাজে অনেক মহৎ কাজ সাধিত হয়- ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। দশ পারমীর মধ্যে প্রথম পারমী কোনটি?

ক) দান খ) শীল

গ) ভাবনা ঘ) প্রজ্ঞা

২। দান দেওয়া হয় –

i. লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করার জন্য

ii. নির্বাণ লাভের জন্য

iii. অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i খ) ii

গ) i ও ii ঘ) ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রসেনজিৎ চৌধুরী নতুন বাড়িতে প্রবেশ উপলক্ষ্যে এক দানকর্মের আয়োজন করেন। প্রাজ্ঞ ভিক্ষু সংঘদানের বিভিন্ন দিক ও ফল নিয়ে আলোচনায় বলেন–এই দানকর্ম একটি উৎকৃষ্ট ও অধিকতর বেশি পূণ্য কর্ম। সকলের উচিত এরূপ দান দেওয়া।

৩। প্রসেনজিৎ চৌধুরীর দানকর্মটি কোন দানের অন্তর্ভুক্ত ?

ক) চীবর দান খ) সংঘদান

গ) অষ্টপরিষ্কার দান ঘ) মহাদান

৪। অনুচ্ছেদে বর্ণিত দানের ফলে প্রসেনজিৎ চৌধুরী লাভ করতে পারবেন –

ক) চিত্ত সুখ খ) কায় সুখ

গ) নির্বাণ সুখ ঘ) পারমী পূরণ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। চম্পা চাকমা ছেলের জন্ম দিন উপলক্ষ্যে বাড়িতে আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের নিমন্ত্রণ করলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি গান বাজনারও ব্যবস্থা করলেন। এতে তার মা অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল বিহার অধ্যক্ষের অনুমতিক্রমে ভিক্ষুসংঘকে উপযুক্ত দান দেবেন। তাই চম্পা মায়ের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য সংঘকে চীবর, ভিক্ষাপাত্রসহ নানা দ্রব্য ও বিহার উন্নয়নের জন্য নগদ অর্থ দান করলেন।

ক) কত প্রকার কুশল কর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত?

খ) দানের প্রধান উদ্দেশ্যটি ব্যাখ্যা কর।

গ) চম্পা যে দান করলেন তা কোন দানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ) চম্পা চাক্‌মার প্রদত্ত দানের গুরুত্ব পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। অনিল চাকমা একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। তার গ্রামে এক যুবকের একটি কিডনি নষ্ট হয়ে গেলে তিনি (অনিল চাকমা) উক্ত যুবকের চিকিৎসার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেন। পক্ষান্তরে সুনিল চাকমা ধনী হলেও তিনি ঐ যুবককে নিজের একটি কিডনি দান করেন। সুনিল চাকমার কিডনী দানের ফলে যুবকটি মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল।

ক) সংঘদানের জন্য কতজন ভিক্ষুর প্রয়োজন?

খ) ভিক্ষুসংঘকে দান দেওয়া হয় কেন?

গ) সুনিল চাকমার দানটি কোন দানের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে – ব্যাখ্যা কর।

ঘ) অনিল চাকমা ও সুনিল চাকমার দানের ফলাফল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২০১৫

পঞ্চম অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

'নিধিকুণ্ড সূত্র' ত্রিপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকপাঠ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। প্রকৃত সম্পদ বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গৌতম বুদ্ধ নিধিকুণ্ড সূত্রটি দেশনা করেন। অপ্রমাদ বর্গ ত্রিপিটকের ধর্মপদ গ্রন্থে পাওয়া যায়। অপ্রমাদ বর্গে কীভাবে জগতে অপ্রমত্ত বা অবিচল থেকে সৎকাজ করা যায় এবং চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা বর্ণিত আছে। নিধিকুণ্ড সূত্র এবং অপ্রমাদ বর্গের গাথাগুলো মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে আমরা নিধিকুণ্ড সূত্র এবং দ্বিতীয় অংশে অপ্রমাদ বর্গ পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

* নিধিকুণ্ড সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব।
* প্রকৃত নিধিসমূহ কী উল্লেখ করতে পারব।
* সূত্রটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
* অপ্রমাদের ব্যাখ্যা দিতে পারব।
* অপ্রমত্ত থাকার সুফল মূল্যায়ন করতে পারব।
* নিধিকুণ্ড সূত্র ও অপ্রমাদ বর্গের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারব।

পাঠ : ১

নিধিকুণ্ড সূত্রের পটভূমি

বুদ্ধের সময়ে শ্রাবস্তীতে এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। একদিন তিনি ভিক্ষুসংঘসহ বুদ্ধকে পিণ্ডদানে ব্যস্ত ছিলেন। সে সময় কোশল রাজ্যের রাজার অর্থের প্রয়োজন হয়। তিনি শ্রেষ্ঠীকে নিয়ে যাবার জন্য দূত প্রেরণ করেন। যখন শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের সেবায় ব্যস্ত ছিলেন তখন দূত এসে তাঁকে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করেন। তখন শ্রেষ্ঠী দূতকে বলেন, 'এখন যাও, আমি ধন সঞ্চয়ে ব্যস্ত আছি।' শ্রেষ্ঠী এখানে ধন বলতে পুণ্যসম্পদকে বুঝিয়েছেন। অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আহার সমাপ্ত করে পুণ্যসম্পদকে যথার্থ নিধি হিসেবে প্রদর্শন করতে নিধিকুণ্ড সূত্র দেশনা করেন। এ হলো নিধিকুণ্ড সূত্রের পটভূমি।

অনুশীলনমূলক কাজ
বুদ্ধ নিধিকুণ্ড সূত্র কেন দেশনা করেছিলেন? বর্ণনা কর।

পাঠ : ২
নিধিকুন্ড সূত্র (পালি ও বাংলা)

১। নিধিং নিধেতি পুরিসো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
অত্থে কিচ্চে সমুপ্পন্নে অত্থায় মে ভবিস্সতি।

বাংলা অনুবাদ : অর্থ কস্ট উপস্থিত হলে 'এই অর্থ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে' এরূপ ভেবে লোকে গভীর উদকস্পর্শী গর্তে ধন পুঁতে রাখে।

২। রাজতো বা দুরুত্তস্স চোরতো পীলিতস্স বা,
ইণস্স বা পমোক্খায় দুব্ভিক্খে আপদাসু বা
এতদত্থায় লোকস্মিং নিধি নাম নিধীযতি।

বাংলা অনুবাদ : রাজার দৌরাত্ম্য, চোরের উৎপীড়ন, ঋণ, দুর্ভিক্ষ ও আপদ থেকে মুক্তির জন্য লোকে ধন পুঁতে রাখে।

৩। তাব সুনিহিতো সন্তো গম্ভীরে ওদকন্তিকে,
ন সব্বো সব্বদা এব তস্স তং উপকপ্পতি।

বাংলা অনুবাদ : এভাবে গভীর উদকস্পর্শী গর্তে ভালোভাবে ধন পুঁতে রাখলেও তা সব সময় ধন সঞ্চয়িতার উপকারে আসে না।

৪। নিধি বা ঠানা চবতি সঞ্ঞাবা'স্স বিমুয্হতি,
নাগা বা অপনামেন্তি যক্খা বাপি হরন্তি তং,

বাংলা অনুবাদ : ধন স্থানচ্যুত হয়, এর স্মৃতি চিহ্ন বিস্মৃত হয়ে যেতে পারে। নাগরা স্থানান্তর করতে পারে, অথবা যক্ষরা হরণ করতে পারে।

৫। অপ্পিযা বাপি দাযাদা উদ্ধরন্তি অপস্সতো,
যদা পুঞ্ঞক্খযো হোতি সব্বমেতং বিনস্সতি।

বাংলা অনুবাদ : অপ্রিয় উত্তরাধিকারী (মালিকের) অজ্ঞাতসারে তুলে নিতে পারে, আবার (মালিকের) পুণ্যক্ষয় হলে সমস্ত ধন নষ্ট হয়ে যায়।

৬। যস্স দানেন সীলেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
নিধি সুনিহিতো হোতি ইত্থিযা পুরিসস্স বা

বাংলা অনুবাদ : স্ত্রীলোক বা পুরুষের দান, শীল, সংযম ও দমনের (নিয়ন্ত্রণ) দ্বারা যে পুণ্যরূপ ধন উত্তমরূপে নিহিত হয়।

৭। চেতিযম্হি চ সঙ্ঘে বা পুগ্গলে অতিথিসু বা,
মাতরি পিতরি বাপি অথো জেট্ঠম্হি ভাতরি

বাংলা অনুবাদ : যে ধন চৈত্য নির্মাণ, ভিক্ষুসংঘ, পুদগল, অতিথি, মা, বাবা অথবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবায় নিয়োজিত হয়।

৮। এসো নিধি সুনিহিতো অজেয্যো অনুগামিকো,
পহায গমনীযেসু এতং আদায গচ্ছতি।

বাংলা অনুবাদ : সেই ধনই প্রকৃত সুনিহিত, অজেয় ও অনুগামী হয়, এই ধন নিয়েই মানুষ পরলোকে গমন করে।

৯। অসাধারণমঞ্ঞেসং অচোরহরণো নিধি,
কযিরাথ ধীরো পুঞ্ঞানি যো নিধি আনুগামিকো।

বাংলা অনুবাদ : এই ধনে অন্যের অধিকার নেই, চোরও হরণ করতে পারে না। যে ধন মানুষের অনুগামী হয় পন্ডিত ব্যক্তির তা সঞ্চয় করা উচিত।

১০। এস দেবমনুস্সানং সববকামদদো নিধি,
যং যদেবাভিপত্থেন্তি সববমেতেন লব্ভতি।

বাংলা অনুবাদ : এই ধন দেবতা ও মানুষের সকল কামনা পূর্ণ করে এবং যা যা প্রার্থনা করা হয় এর দ্বারা সেসব লাভ করা যায়।

১১। সুবণ্ণতা সুস্সরতা সুসন্ঠানসুরূপতা
আধিপচ্চপরিবারো সববমেতেন লব্ভতি।

বাংলা অনুবাদ : সুন্দর বর্ণ, সুমিষ্ট স্বর, সুন্দর শরীর, সুরূপ , অধিপতি হওয়ার গুণ ও সুপরিবার - সবই এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১২। পদেসরজ্জং ইস্সরিযং চক্কবত্তিসুখম্পিযং,
দেবরজ্জম্পি দিবেবসু সববমেতেন লব্ভতি।

বাংলা অনুবাদ : প্রদেশের রাজত্ব, ঐশ্বর্য, রাজচক্রবর্তীর সুখ, দেবরাজের দিব্য সুখ সবই এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১৩। মানুসিকা চ সম্পত্তি দেবলোকে চ যা রতি,
যা চ নিববানসম্পত্তি সববমেতেন লব্ভতি।

বাংলা অনুবাদ : মনুষ্য লোকের সম্পত্তি, দেবলোকের আনন্দ ও পরম নির্বাণসম্পদ-সবই এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১৪। মিত্তসম্পদং আগম্মং যোনিসো বে পযুঞ্জতো,
বিজ্জাবিমুত্তিবসীভাবো সববমেতেন লব্ভতি।

বাংলা অনুবাদ : মিত্র সম্পদ লাভ করে যিনি সজ্ঞানে যোগসাধনা করেন, তাঁর বিদ্যা, বিমুক্তি, সম্বোধি প্রভৃতি সবকিছু এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১৫। পটিসম্ভিদা বিমোক্খা চ যা চ সাবকপারমী,
পচ্চেকবোধি বুদ্ধভূমি সববমেতেন লব্ভতি।

বাংলা অনুবাদ : প্রতিসম্ভিদা, বিমোক্ষ, শ্রাবকপারমী (বা অর্হত্ব), প্রত্যেক বুদ্ধত্ব, সম্যক সম্বোধি প্রভৃতি সবকিছু এর দ্বারা লাভ করা যায়।

১৬। এবং মহিদ্ধিযা এসা যদিদং পুঞ্ঞসম্পদা,
তস্মা ধীরা পসংসন্তি পণ্ডিতা কতপুঞ্ঞতন্তি।

বাংলা অনুবাদ : এই পুণ্যসম্পদগুলো এমন মহাঋদ্ধিসম্পন্ন যে এজন্য স্থিরবুদ্ধি পণ্ডিতেরা এই পুণ্যসম্পদের প্রশংসা করে থাকেন।

শব্দার্থ : নিধিং - ধন; নিধেতি-পুঁতে রাখা; পুরিসো-পুরুষ; গম্ভীরে-গভীরে; ওদকন্তিকে- জলসীমা থেকে দূরে মাটির নিচে; (ওদক অর্থ জল), অত্থে কিচ্চে-অর্থ কষ্টে; সমুপ্পন্নে-সমুৎপন্ন হলে; অত্থায় মে ভবিস্সতি - ভবিষ্যতে এ অর্থ আমার কাজে লাগবে; রাজতো বা দুরুত্তসস - রাজার দৌরাত্ম্য হলে; চোরতো পীলিতসস বা - চোরের উৎপীড়ন হলে; ইণসস বা পমোক্খায়-ঋণ উপস্থিত হলে; দুব্ভিক্খে আপদাসু বা - দুর্ভিক্ষ ও আপদে; এতদত্থায় লোকস্মিং - এজন্য লোকে; নিধি নাম নিধীয়তে - ধন পুঁতে রাখে; তাব সুনিহিতো সন্তো - এভাবে সুনিহিত রাখা সত্ত্বেও; সব্বো - সকল; সববদা- সর্বদা; তসস-তার; উপকপ্পতি -উপকারে; ঠানা-স্থান; চবতি-চ্যুত হওয়া; সঞ্ঞাবস্স - স্মৃতিচিহ্নের; বিমূয্হতি - বিস্মৃত হওয়া; নাগা বা অপনামেন্তি -নাগেরা অপসারণ করে; যক্খা - যক্ষরা; বাপি-অথবা; হরন্তি তং - তা হরণ করতে পারে; অপ্পিযা-অপ্রিয়; দাযাদা- উত্তরাধিকারী; উদ্ধরন্তি-উদ্ধার করা, উত্তোলন করা; অপস্সতো -অজ্ঞাতসারে; যদা পুঞ্ঞক্খযো - যখন পুণ্যক্ষয়; হোতি - হয়; সববমেতং - এসব কিছু; বিনস্সতি- বিনাশ হওয়া; যস্স - যেসব; দানেন - দানের দ্বারা; সীলেন - শীলের দ্বারা; সঞ্ঞমেন - সংযম দ্বারা; দমেন - নিয়ন্ত্রণ দ্বারা; ইত্থিযা - স্ত্রীগণ; পুরিসা - পুরুষগণ; চেতিযম্হি - চৈত্য; সঙ্ঘে - সংঘ; পুগগল - পুদগল; অতিথিসু - অতিথি; অথ - অতঃপর; জেট্ঠম্হি - বড়; ভাতরি - ভাই; অজেয্যো - অজেয়; অনুগামিকা - অনুগামী; পহায - ত্যাগ করে; গমনীযেসু - গমন করে; এতং আদায় - এগুলো লাভ করে; অসাধারণমঞ্ঞেসং- অন্যের অধিকার নেই। অচোরহরণো- চোরে হরণ করতে পারে না; কযিরাথ-করা উচিত; ধীরো-ধীর; পুঞ্ঞানি - পুণ্যসম্পদ; এস - এই; দেবমনুস্সানং - দেবতা ও মানুষ; সববকামদদো - সর্ব কামনা পূর্ণ করা; যদেবাভিপত্থেন্তি - যা যা প্রার্থনা করা হয়; লব্ভতি- লাভ করা যায়; সুবণ্ণতা - সুন্দর বর্ণ; সুস্সরতা - সুমিষ্ট স্বর; সুরূপতা -সুরূপ ; সুসন্ঠান - সুন্দর শরীর; অধিপচ্চ - আধিপত্য; পদেসরজ্জং - প্রদেশে রাজত্ব; ইস্সরিয়ং - ঐশ্বর্য; চক্কবত্তি - চক্রবর্তী; দেবরজ্জম্পি - দেবরাজত্ব ও; দিবেবসু - দিব্য সুখ; মানুসিকা - মনুষ্যলোক; রতি - আনন্দ, সুখ; মিত্তসম্পদং - মিত্রসম্পদ; আগম্ম - আগমন; যোনিসো -মনোযোগ; পযুঞ্জতো - যোগ-সাধন; বিজ্জা - বিদ্যা; বিমুত্তি - বিমুক্তি; বসীভাবো - বশ্যতা; পটিসম্ভিদা - প্রতিসম্ভিদা, সম্যকভাবে উপলব্ধি; বিমোক্খা - বিমোক্ষ; সাবক - শ্রাবক; পচ্চেক বোধি - প্রত্যেক বুদ্ধত্ব; বুদ্ধভূমি - সম্যক সম্বোধি; মহিদ্ধিযা- মহাঋদ্ধি; কতপুঞ্ঞতং পসংসন্তি - কৃত পুণ্যের প্রশংসা করেন।

পাঠ : ৩

নিধিকুণ্ড সূত্রের তাৎপর্য

'নিধি' অর্থ ধন; আর 'কুণ্ড' অর্থ নির্জন স্থান। অতএব, নিধিকুণ্ড শব্দের অর্থ হচ্ছে নির্জন বা গোপন স্থানে ধন সঞ্চয় করে রাখা । সাধারণত ধন বলতে টাকা পয়সা, অলংকার, জমি, গাড়ি, বাড়ি প্রভৃতি বোঝায়। মানুষ ভবিষ্যতের সুখের আশায় এসব ধন সঞ্চয় করে। রাজার দৌরাত্ম্য, চোরের উৎপীড়ন, ঋণ, দুর্ভিক্ষ ও আপদ হতে মুক্তির নিমিত্ত মানুষ এসব ধন প্রোথিত করে রাখে বা গোপন স্থানে সংরক্ষণ করে রাখে। কিন্তু এসব ধন চুরি, ছিনতাই, আগুন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি কারণে নষ্ট হতে পারে। অপ্রিয় উত্তরাধিকারীগণের হস্তগত হতে পারে। এসব ধন সব সময় অধিকারীর (মালিকের) উপকার সাধন করতে পারে না। পরলোকে গমন করে না। তা ছাড়া, এরূপ ধনের কারণে হিংসা-বিদ্বেষ-লোভ-মোহ সৃষ্টি হতে পারে। প্রাণহানি ঘটতে পারে। পারস্পরিক সুসম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। এসব ধন সুরক্ষিত নয়। তাই বুদ্ধ এগুলোকে প্রকৃত ধন হিসেবে আখ্যায়িত করেননি। নিধিকুণ্ড সূত্রে বুদ্ধ প্রকৃত ধন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করেন। দান, শীল, ভাবনা এবং আত্মসংযম দ্বারা অর্জিত পুণ্যসম্পদই প্রকৃত ধন। চৈত্য, সংঘ, শীলবান ব্যক্তি, অতিথি, মাতা-পিতা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবায় অর্জিত পুণ্যসম্পদই প্রকৃত ধন। এসব ধন স্বয়ং সুরক্ষিত। এই ধন-সম্পদ কেউ হরণ করতে পারে না, কখনো বিনষ্ট হয় না। প্রয়োজনে উপকারে আসে এবং সবখানে অনুগমন করে। অতএব পুণ্য সম্পদই প্রকৃত এবং সুরক্ষিত ধন।

নিধি বা সম্পদ চার প্রকার :

ক. স্থাবর নিধি : ভূমি, সোনা, হীরা ও মূল্যবান রত্নরাজি, অর্থ, বস্ত্র, পানীয়, অন্ন বা এরূপ বিনিময়যোগ্য বা হস্তান্তরযোগ্য সম্পদ।

খ. জঙ্গম নিধি : দাস-দাসী, হাতি, গরু, ঘোড়া, গাধা, ছাগল, ভেড়া, কুকুর ইত্যাদি পশু।

গ. অঙ্গ সম নিধি : কর্ম, শিল্প, বিদ্যা, শাস্ত্র জ্ঞান এরূপ যা কিছু শিখে অর্জন করতে হয় এবং শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।

ঘ. অনুগামী নিধি : দানময়, শীলময়, ভাবনাময়, ধর্ম শ্রবণময়, ধর্মদেশনাময় পুণ্য যা সবখানে সব সময় অনুগমন করে সুখ লাভের কারণ হয়।

নিধিকুণ্ড সূত্র পড়ে বোঝা যায়, ভোগসম্পদের চেয়ে পুণ্যসম্পদ অর্জন করাই শ্রেয়। সুতরাং নিধিকুণ্ড সূত্রের তাৎপর্য অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রকৃত নিধি বলতে কী বুঝায়?

শ্রেষ্ঠীর উক্তিটি মূল্যায়ন কর।

পাঠ : ৪

অপ্রমাদ বর্গের পটভূমি

অপ্রমাদ বর্গে ১২টি গাথা আছে। বুদ্ধ গাথাগুলো বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে ভাষণ করেছিলেন। ফলে ধারণা করা যায় যে, অপ্রমাদ বর্গের গাথাগুলোর ভিন্ন ভিন্ন পটভূমি রয়েছে। এখন অপ্রমাদ বর্গের গাথাগুলোর পটভূমি সম্পর্কে জানব।

জানা যায়, বুদ্ধ অপ্রমাদ বর্গের ১ নং গাথা থেকে ৩ নং গাথা ভাষণ করেছিলেন কৌশাম্বীর অন্তর্গত ঘোষিতারামে অবস্থানকালে। সে সময় মহারাজা উদয়নের প্রধান মহিষী ছিলেন শ্যামাবতী। তিনি ছিলেন বুদ্ধভক্ত। তিনি প্রতিদিন বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের জন্য ঘোষিতারামে যেতেন। রাজার অপর রানি ছিলেন মাগন্ধিয়া। কিন্তু তিনি ছিলেন বুদ্ধ বিদ্বেষী। তিনি রানি শ্যামাবতীর বুদ্ধভক্তি একবারেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই তিনি রাজাকে রানি শ্যামাবতীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা বিফল হলো। কোনো ক্ষতি করতে না পেরে অবশেষে রানি মাগন্ধিয়া রানি শ্যামাবতীর প্রাসাদে আগুন লাগালেন। পাঁচশ সহচরীসহ রানি শ্যামাবতী আগুনে পুড়ে মারা গেলেন। ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেয়ে গেলে রাজা উদয়ন রানি মাগন্ধিয়াকে প্রাণদণ্ডের বিধান দিলেন। এ কাহিনি শুনে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উপদেশচ্ছলে প্রথম তিনটি গাথা ভাষণ করেছিলেন।

কুম্ভঘোষক নামে রাজগৃহে এক ধনী গৃহস্থ ছিলেন। পিতৃ-মাতৃহীন কুম্ভঘোষক অনেক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কখনো বিলাসিতা করতেন না। তিনি সৎভাবে কঠিন পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এজন্য রাজা বিম্বিসার তাঁকে শ্রেষ্ঠী উপাধি দিয়ে পুরস্কৃত করেন এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে বিবাহ দেন। একদিন রাজা বিম্বিসার কন্যা এবং জামাতাকে বুদ্ধের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁদের সব কথা খুলে বলেন। বুদ্ধ তা শুনে পরিশ্রমী আর উদ্যোগী ব্যক্তিদের প্রশংসা করে ৪নং গাথাটি ভাষণ করেন।

রাজগৃহের অধিবাসী মহাপন্থক ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করার অল্প সময়ের মধ্যেই অর্হত্ব লাভ করেন। তখন তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল্লপন্থককে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা প্রদান করেন এবং ভাবলেন সহজে তাঁরও মুক্তি লাভ হবে। চুল্লপন্থক কিন্তু মেধাবী ছিলেন না। দীর্ঘ চার মাস চেষ্টা করেও তিনি একটি গাথা মুখস্থ করতে পারেন নি। ভাইয়ের বুদ্ধির জড়তায় ক্ষুব্ধ হয়ে মহাপন্থক তাঁকে ভিক্ষুসংঘ ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দিলেন। ভাইয়ের নির্দেশে তিনি খুব ভোরে যখন বিহার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছিলেন তখন বুদ্ধ তাঁকে দেখতে পেলেন। চলে যাবার কারণ শুনে বুদ্ধ তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিয়ে বললেন, সূর্য উঠলে সূর্যের দিকে তাকিয়ে কাপড়টি নাড়বে। তিনি তা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হাতের ঘাম লেগে কাপড়টি ময়লা হয়ে গেল। চোখের সামনে ক্ষণিকের মধ্যে কাপড়টির অবস্থার পরিবর্তন দেখে তিনি জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন। তারপর অপ্রমত্ত হয়ে সাধনায় অর্হত্বফল লাভ করেন। বুদ্ধ তাঁর প্রশংসা করে ৫ নং থেকে ৭ নং গাথা ভাষণ করেছিলেন।

বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থান করছিলেন তখন তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম মহাকশ্যপ থের পিপ্পলী গুহায় ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। সে সময় তাঁর মানসপটে বুদ্ধের এই বাণী, ফুটে উঠল – জীবগণের উৎপত্তি আর বিনাশ দুর্জ্ঞেয়। মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করার পর মাতা-পিতার অজ্ঞাতেই কত জীবের মৃত্যু ঘটছে তা একমাত্র সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি জানেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ ৮ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

বুদ্ধের উপদেশ শুনে দুই ভিক্ষু ধ্যান সাধনার জন্য বনে গেলেন। তাঁদের মধ্যে একজন প্রমাদ এবং আলস্যের কারণে ধ্যান সাধনায় বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলেন না। অন্যজন অপ্রমত্ত থেকে অবিচল নিষ্ঠার সঙ্গে ধ্যান সাধনা করতে লাগলেন এবং অর্হত্ব লাভ করলেন। সাধনা শেষ হলে উভয়ে বুদ্ধের কাছে ফিরে এসে যাঁর যেমন ফল লাভ হয়েছে তা বললেন। তাঁদের কথা শুনে বুদ্ধ ৯ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

বৈশালীর কূটাগারশালায় একদিন বুদ্ধ মহালি লিচ্ছবীকে দেবরাজ ইন্দ্রের পূর্ব জন্মকথা শোনাচ্ছিলেন। পূর্বের এক জন্মে ইন্দ্র তেত্রিশজন যুবক নিয়ে এক স্বেচ্ছাসেবক দল গড়েন। তাঁরা মাতা-পিতা ও গুরুজনের সেবা, নগরে ও গ্রামে আবর্জনা পরিষ্কার, সর্বসাধারণের জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ ইত্যাদি কল্যাণকর্মে রত থাকতেন। মৃত্যুর পর তাঁরা সকলে স্বর্গ লাভ করেন এবং ইন্দ্র দেবরাজ হন। এই কাহিনির সূত্র ধরে বুদ্ধ ১০ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

বুদ্ধ জেতবনে অবস্থানকালে এক ভিক্ষু তাঁর নিকট ধ্যান শিক্ষা করে বনে গিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে লাগলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও ফল লাভ না হওয়ায় তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরে যাচ্ছিলেন। পথে এক বিরাট দাবাগ্নি তাঁর গতিরোধ করল। তিনি দেখলেন ভীষণ আগুন তাঁর সমস্ত কিছুকে পুড়িয়ে ধ্বংস করতে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে। এই দৃশ্য তাঁর মনে নতুন উৎসাহ ও প্রেরণা এনে দিল। ঐ আগুনের মতোই তিনি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে জয় করে সাধন পথে এগিয়ে যাবার সংকল্প করলেন। তাঁর সংকল্পের কথা জানতে পেরে বুদ্ধ ১১ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

ভিক্ষু তিষ্য শ্রাবস্তীর কাছেই নিগম গ্রামে বাস করতেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর কোনো সংস্রব ছিল না, বললেই হয়। নিজের কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনের কাছে ভিক্ষা করে যা পেতেন তাতেই তাঁর প্রয়োজন মিটত। এর বেশি কিছুর আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। তাই অনাথপিণ্ডিকের মতো শ্রেষ্ঠীদের মহাদান বা কোশলরাজ প্রসেনজিতের আরও বড় দান- উৎসবে তিষ্যকে কখনো দেখা যায়নি । এ নিয়ে লোকে তাঁকে নিন্দা করত এবং বলত তিষ্য শুধু তাঁর স্বজনদেরই ভালোবাসেন। বুদ্ধ তিষ্যের এই অল্পে তুষ্টি আর লোভহীনতার কথা শুনে তাঁর অনেক প্রশংসা করে অপ্রমাদ বর্গের ১২ নং গাথাটি ভাষণ করেছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

অপ্রমাদ বর্গের ১নং থেকে ৩ নং গাথা বুদ্ধ কাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ করেছিলেন?

এবং কেন করেছিলেন বল।

৫ নং থেকে ৭ নং গাথার পটভূমি বর্ণনা কর।

পাঠ : ৫

অপ্রমাদ বর্গ (পালি ও বাংলা)

১. অপ্পমাদো অমতং পদং পমাদো মচ্চুনো পদং
অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি যে পমত্তা যথা মতা।

বাংলা অনুবাদ : অপ্রমাদ অমৃতের পথ, প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমরত্ব লাভ করেন, কিন্তু যারা প্রমত্ত তারা বেঁচে থেকেও মৃতবৎ।

২. এতং বিসেসতো ঞত্বা অপ্পমাদম্হি পণ্ডিতা,
অপ্পমাদে পমোদন্তি অরিযানং গোচরে রতা।

বাংলা অনুবাদ : এ সত্য বিশেষরূপে জেনে পণ্ডিতগণ অপ্রমত্ত হয়ে আর্যদের (বা শ্রেষ্ঠদের) পথ অনুসরণ করে থাকেন এবং অপ্রমাদে প্রমোদিত হন।

৩. তে ঝাযিনো সাততিকা নিচ্চং দলহ্ পরক্কমা,
ফুসন্তি ধীরা নিববানং যোগক্খেমং অনুত্তরং।

বাংলা অনুবাদ : যাঁরা ধ্যানপরায়ণ, সব সময় উদ্যোগী ও নিত্য দৃঢ় পরাক্রমশালী সেই ধীর ব্যক্তিগণ সর্বশ্রেষ্ঠ যোগক্ষেম নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন।

৪. উট্ঠানবতো সতিমতো সুচিকম্মস্স নিসম্মকারিনো,
সঞ্ঞতস্স চ ধম্ম জীবিনো অপ্পমত্তস্স যসোহভি বড্ঢতি।

বাংলা অনুবাদ : যিনি উৎসাহী, স্মৃতিমান ও সুবিবেচক, যিনি সংযত ইন্দ্রিয়, ধর্মপরায়ণ ও উদ্যমশীল তাঁর যশ ক্রমশই বাড়ে।

৫. উট্ঠানেন'প্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
দীপং কযিরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি।

বাংলা অনুবাদ : উদ্যোগ, অপ্রমাদ, সংযম এবং (ইন্দ্রিয়) দমন দ্বারা মেধাবী ব্যক্তি যে দ্বীপ রচনা করেন প্লাবণ তাকে ধ্বংস করতে পারে না।

৬. পমাদ মনুযুজন্তি বালা দুম্মেধিনো জনা,
অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং'ব রক্খতি।

বাংলা অনুবাদ : অজ্ঞ ও দুর্মতি লোকেরা প্রমাদযুক্ত (অনবধান, আলস্যপরায়ণ) হয়। কিন্তু যিনি মেধাবী তিনি অপ্রমাদকে (অবধান, তৎপরতা) শ্রেষ্ঠ ধনের মতো রক্ষা করেন।

৭. মা পমাদং অনুযুঞ্জেথ, মা কামরতি সন্থবং,
অপ্পমত্তোহি ঝায়ন্তো পাপ্পোতি বিপুলং সুখং।

বাংলা অনুবাদ : প্রমাদে অনুরক্ত হয়ো না, কামাসক্ত হয়ো না। অপ্রমত্তভাবে যিনি ধ্যান করেন তিনি বিপুল সুখ লাভ করেন।

৮. পমাদং অপ্পমাদেন যদানুদতি পণ্ডিতো,
পঞ্ঞা পাসাদ মারুয্হ অসোকো সোকিনিং পজং,

পব্বতট্ঠোব ভুম্মট্ঠো ধীরো বালে অবেক্খতি।

বাংলা অনুবাদ : যখন পন্ডিত ব্যক্তি অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে দূর করেন, তখন তিনি প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করেন, নিজে শোকহীন হয়ে শোকগ্রস্ত লোকদের অবলোকন করেন, যেমন পর্বত শিখরস্থ ধীর ব্যক্তি ভূমিতে স্থিত সব লোকদের দেখেন।

৯. অপ্পমত্তো পমত্তেসু সুত্তেসু বহু জাগরো,

অবলসসংব সীঘস্সো হিত্বা যাতি সুমেধসো।

বাংলা অনুবাদ : বেগবান ঘোড়া যেমন দুর্বল ঘোড়াকে পিছনে ফেলে যায়, মেধাবী ব্যক্তিও তেমনি প্রমত্তদের মধ্যে অপ্রমত্ত এবং নিদ্রিতদের মধ্যে জাগ্রত থেকে ধর্মপথে এগিয়ে চলেন।

১০. অপ্পমাদেন মঘবা দেবানং সেট্ঠতং গতো,

অপ্পমাদং পসংসন্তি পমাদো গরহিতো সদা।

বাংলা অনুবাদ: ইন্দ্র অপ্রমাদ অর্থাৎ কর্তব্যকর্মে অবিচল নিষ্ঠা দ্বারা দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। তাই পন্ডিতগণ অপ্রমাদের প্রশংসা করেন। প্রমাদ সব সময় গর্হিত বা নিন্দনীয়।

১১. অপ্পমাদরতো ভিক্খু পমাদে ভয দস্সি বা,

সঞ্ঞোজনং অনুং থূলং ডহং অগ্গীব গচ্ছতি।

বাংলা অনুবাদ : যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত বা প্রমাদে ভয়দর্শী, তিনি সূক্ষ্ম ও স্থূল ছোট বড় সমস্ত সংযোজনকে (বা বন্ধনকে) আগুনের মত দগ্ধ করতে করতে এগিয়ে যান।

১২. অপ্পমাদ রতো ভিক্খু পমাদে ভয দস্সি বা,

অভব্বো পরিহানায নিব্বানস্সেব সন্তিকে।

বাংলা অনুবাদ : যে ভিক্ষু অপ্রমাদে রত থেকে প্রমাদকে সযত্নে পরিহার করেন, তিনি ধর্মের পথ থেকে ভ্রষ্ট হন না। তিনি নির্বাণের কাছেই অবস্থান করেন।

শব্দার্থ : অপ্পমাদো - অপ্রমাদ; অমতপদং- অমৃতের পথ; পমাদো - প্রমাদ; মচ্চুনো পদং - মৃত্যুর পথ; যে পমত্তা - যারা প্রমত্ত; তে যথামতা - তারা মৃতের মতো; অপ্পমত্তা ন মীয়ন্তি - অপ্রমত্ত ব্যক্তিগণ মরেন না; অপ্পমাদম্হি - অপ্রমাদে; বিসেসতো ঞত্বা -এর বিশেষত্ব জেনে; পন্ডিতা অরিযানং গোচরে রতা - পন্ডিতগণ আর্যদের আচরিত ধর্মে রত থাকেন; অপ্পমাদে পমোদন্তি - অপ্রমাদে প্রমোদিত হন; দলহপরক্কমা - দৃঢ় পরাক্রম; তে ধীরা - সেই ধীর ব্যক্তিগণ; অনুত্তং - সর্বশ্রেষ্ঠ; যোগক্খেমং নিব্বানং- যোগক্ষেম নির্বাণ; ফুস্সনি - স্পর্শ করেন, লাভ করেন; উট্ঠানবতো-উত্থানশীল; সতিমতো- স্মৃতিমান; সুচিকম্মস্স- শুচিকর্মযুক্ত; নিস্সম্মকারিনো- বিশেষ বিবেচনা সহকারে কর্ম সম্পাদনকারী; সঞ্ঞতস্স - সংযত; ধম্মজীবিনো -ধর্মপরায়ণ; অপ্পমত্তস্স চ - এবং অপ্রমত্ত ব্যক্তির;

বসো ভিবড্ঢতি - যশ বর্ধিত হয়; উট্‌ঠানেন - উত্থান, জাগরণ দ্বারা; অপ্‌পামদেন - অপ্রমাদ দ্বারা; সঞ্‌ঞমেন - সংযম দ্বারা; দমনে চ - এবং দমন দ্বারা; মেধাবী - মেধাবী; দীপং কবিরাথ - দ্বীপ নির্মাণ করেন; যৎ - যাকে; ওঘো প্লাবন; ন অভিকীরতি- বিধ্বস্ত করতে পারে না; দুম্মেধিনো জনা - অজ্ঞ ও দুর্বুদ্ধি লোকেরা; পমাদং অনুযুঞ্‌জন্তি - প্রমাদে অনুরক্ত হয়; অপ্পমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্‌ঠংধ - আর জ্ঞানী অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠ ধনের ন্যায়; রক্‌খতি - রক্ষা করে; পমাদং মা অনুযঞ্‌জেথ - প্রমাদে অনুরক্ত হবে না; কামরতিসন্থবং মা - কামরতি সম্ভোগে আসক্ত হবে না; অপ্‌পমত্ত হি ঝায়ন্তো- অপ্রমত্তভাবে যিনি ধ্যান করেন; বিপুলং সুখং পপ্‌পোতি - তিনি বিপুল সুখ লাভ করেন; যদা পণ্ডিতো - যখন পণ্ডিত ব্যক্তি; অপ্পমাদেন পমাদং নুদতি - অপ্রমাদ দ্বারা প্রমাদকে দূর করেন; অসোকো - শোকহীন; পঞ্‌ঞাপাসাদমারুয্হ - প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে আরোহণ করে; ভুম্মটঠে - ভূমিস্থিত; সোকিনিং বালে পজং (শোকসন্তপ্ত মূর্খ প্রজাদের; পববতট্‌ঠো'ব - পর্বতে অবস্থিত; ধীরো ইব - ধীর ব্যক্তির ন্যায়; অবেক্‌খতি - অবলোকন করন; সুমেধসো - মেধাবী ব্যক্তি; পমত্তেসু অপ্পমত্তো - প্রমত্তদের মধ্যে অপ্রমত্ত থেকে; সুত্তেসু বহুজাগরো - সুপ্তদের মধ্যে সদাজাগ্রত থেকে; অবলস্‌সং হিত্বা - দুর্বল অশ্বকে অতিক্রমকারী; সীঘস সো ইব - দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায়; যাতি - যান বা অগ্রসর হন; মঘবা - ইন্দ্র; অপ্পমাদেন - অপ্রমাদ দ্বারা; দেবানং - দেবতাদের মধ্যে; সেট্‌ঠতং গতো - শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন; অপ্পমাদং পসংসন্তি - অপ্রমাদকে প্রশংসা করেন; পমাদো সদা গরহিতো - প্রমাদ সর্বদা নিন্দনীয় বা গর্হিত; অপ্পমাদরতো - অপ্রমাদপরায়ণ; পমাদে ভয়দস্‌সি বা - বা প্রমাদে ভয়দর্শী; ভিক্‌খু - ভিক্ষু; অগ্‌গি ইব - অগ্নির মত; অণুং থূলং সূক্ষ্ম ও স্থূল; সঞ্‌ঞোজনং - সংযোজন, বন্ধন; গচ্ছতি - অগ্রসর হন; পরিহানায অভব্বো - ধর্মপথ পরিহার না করে; নিববানস্‌সেব সন্তিকে - নির্বাণের নিকটবর্তী হন।

পাঠ : ৬

অপ্রমাদ বর্গের তাৎপর্য

'অপ্রমাদ' শব্দের অর্থ হচ্ছে উদ্যম, উৎসাহ, উত্থানশীলতা, পরাক্রম, জাগ্রতভাব, স্মৃতিমান, সংযমশীলতা ইত্যাদি। অপ্রমাদ বুদ্ধের সমস্ত শিক্ষার ভিত্তি ও মূলনীতি। নির্বাণ লাভের জন্য অপ্রমাদ অত্যাবশ্যক। 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' সূত্রে অপ্রমাদকে জ্ঞান মার্গ লাভের সোপান বলে অভিহিত করা হয়েছে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বর্ণিত বুদ্ধের অন্তিম উপদেশসমূহের সারকথাই হচ্ছে অপ্রমাদ। বুদ্ধ বলেছেন, 'যত প্রকার সবল প্রাণীর পদচিহ্ন আছে তার মধ্যে হাতির পদচিহ্ন সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এরূপ কুশল কর্মের মধ্যে অপ্রমাদই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।' অপ্রমাদ ব্যতীত স্মৃতির অনুশীলন সম্ভব নয়। অপ্রমাদ স্মৃতিকে জাগ্রত করে। যাঁরা স্মৃতিকে জাগ্রত রাখেন তাঁরা নির্বাণ লাভ করেন।

অপ্রমাদ বর্গে অপ্রমত্ত এবং প্রমত্ত ব্যক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। যিনি অবিচল থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সৎকাজ করেন তিনি অপ্রমত্ত ব্যক্তি। অপ্রমত্ত ব্যক্তি রাগ-দ্বেষ-মোহ দ্বারা বশীভূত হন না। তিনি সর্বদা জাগ্রত থাকেন। ধর্মাচরণে তৎপর থাকেন। কর্তব্যকর্মে অবিচল থাকেন এবং সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। তিনি সংযত, শান্ত, অচঞ্চল, ধীর এবং প্রজ্ঞাবান হন। তিনি জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করে নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। এজন্য তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী। অপরদিকে, প্রমত্ত ব্যক্তি অসংযত, অস্থির এবং আলস্যপরায়ণ হন। সে রাগ-দ্বেষ-মোহ দ্বারা বশীভূত হয়। সে হিংসা ও আক্রোশের বশে অন্যের ক্ষতি করে। প্রমাদ তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।

তার পক্ষে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সে নির্বাণ লাভ করতে পারেন না। প্রমত্ত ব্যক্তির অবর্ণ, অকীর্তি, দুর্নাম দৈনন্দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এজন্য প্রমত্ত ব্যক্তি জীবিত থেকেও মৃতবৎ। বুদ্ধগণ প্রমাদকে সর্বদা নিন্দা করেন। অপ্রমাদকে সর্বদা প্রশংসা করেন।

অপ্রমাদ বর্গের সঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে। কথিত আছে, নিগ্রোধ শ্রমণের মুখে অপ্রমাদ বর্গের গাথা শুনে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরামর্শে সম্রাট অশোক প্রতিদিন ষাট হাজার ভিক্ষুর নিত্য আহার ও পথ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ধর্মদূত প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, স্তম্ভ নির্মিত হয়েছিল। তিনি অনুশাসন আকারে বুদ্ধবাণী পর্বতগাত্রে এবং স্তম্ভে লিখে রাখতেন। সম্রাট অশোকের অনুশাসনের মূলকথাও ছিল অপ্রমাদ। এতে বোঝা যায়, অপ্রমাদ বর্গের গুরুত্ব অপরিসীম। অতএব সকলের অপ্রমাদপরায়ণ হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

'অপ্রমাদ' শব্দের অর্থ কী?

অপ্রমাদ ও প্রমাদের মধ্যে পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৭

'নিধিকুণ্ড সূত্র' এবং 'অপ্রমাদ বর্গের' তুলনামূলক আলোচনা

সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ থেকে বুদ্ধের উপদেশ ও নৈতিক জীবন গঠনের নির্দেশনা পাওয়া যায়। এই অধ্যায়ে আমরা ত্রিপিটকের অন্যতম অংশ সূত্রপিটকের 'খুদ্দকপাঠ' ও 'ধর্মপদ' গ্রন্থ হতে সংকলিত 'নিধিকুণ্ড সূত্র' এবং 'অপ্রমাদ বর্গ' পাঠ করেছি। এই সূত্র ও নীতিগাথা দুটি তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় উভয়ই আমাদের নৈতিক জীবন গঠনের নির্দেশনা দেয়। যেমন-খুদ্দকপাঠ গ্রন্থে বর্ণিত 'নিধিকুণ্ড সূত্র' প্রকৃত ধন-সম্পদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা দেয়। এতে কুশলকর্মের দ্বারা অর্জিত পুণ্যরাশিকে প্রকৃত সম্পদ বলা হয়েছে। প্রকৃত সম্পদ বা পুণ্যরাশি দান, শীল, ভাবনা, আত্মসংযম দ্বারা অর্জন করতে হয়। সৎ কাজের মাধ্যমে পুণ্যফল অর্জিত হয়। সৎকাজ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের জন্য সব সময়ই মনোযোগী ও অপ্রমত্ত হতে হয়।

ধর্মপদে বর্ণিত 'অপ্রমাদ বর্গে' বুদ্ধ অপ্রমত্ত হয়ে কুশলকর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছেন। ধীর–স্থির, প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই কুশলকর্ম সম্পাদন সম্ভব। তিনিই কুশলকর্ম সম্পাদন করে প্রকৃত নিধি বা সম্পদ অর্জন করতে পারেন।

'নিধিকুণ্ড সূত্র' পাঠ করে আমরা প্রকৃত সম্পদ কী তার ধারণা অর্জন করি। অপ্রমাদ বর্গ পাঠ করে ঐ প্রকৃত সম্পদ বা পুণ্যরাশি কীভাবে অর্জন করা যায় তা জানতে পারি। প্রমত্ত ব্যক্তি কুশলকাজ করতে পারেনা। ফলে পুণ্যফলও লাভ করতে পারে না।

নিধিকুণ্ড সূত্র ও অপ্রমাদ বর্গ পাঠ করে আমরা নৈতিক জীবনযাপন বলতে কী বোঝায় এবং নৈতিক জীবন গঠন কীভাবে করতে পারি তার দিক নির্দেশনা পাই। নিধিকুণ্ড সূত্রে বর্ণিত সকল কাজই নৈতিক জীবন গঠনের উপাদান আর অপ্রমাদ বর্গে ঐ কাজগুলি সম্পাদন করতে যেরূপ আচরণ অনুশীলন করতে হয় অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, লোভ ও মোহমুক্ত হয়ে সংযম চর্চা করতে বলা হয়েছে। এভাবেই অপ্রমত্ত হয়ে কুশলকাজ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

নিধিকুণ্ড সূত্র ও অপ্রমাদ বর্গের শিক্ষা জীবনে অনুসরণ করলে কুশলকর্ম সম্পাদনপূর্বক পুণ্যসম্পদ সঞ্চয় করা সম্ভব। এভাবেই বৌদ্ধধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য নির্বাণ পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. শ্রেষ্ঠী এখানে ধন বলতে ------------ বুঝিয়েছেন।

২. .... হলে সমস্ত ধন নষ্ট হয়ে যায়।

৩. পুণ্য সম্পদই প্রকৃত এবং ....ধন।

৪. নিধি বা সম্পদ ....প্রকার।

৫. অপ্রমাদ বর্গে ....টি গাথা আছে।

৬. মহা রাজা উদয়নের প্রধান মহিষী ছিলেন................ ।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. পুণ্য সম্পদই প্রকৃত	প্রশংসা করেন
২. নিধি অর্থ	শ্রেয়
৩. ভোগসম্পদের চেয়ে পুণ্যসম্পদ অর্জনই	ধন
৪. অপ্রমাদকে সর্বদা	দুর্জ্ঞেয়
৫. জীবগণের উৎপত্তি আর বিনাশ	সম্পদ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. নিধিকুন্ড সূত্রের শিক্ষা কী?
২. অনুগামী নিধি কী?
৩. ভিক্ষু তিষ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. নিধিকুন্ড সূত্র অনুযায়ী প্রকৃত ধন কী তা ব্যাখ্যা কর।
২. অপ্রমাদ বর্গের ৫ নং ও ৭ নং গাথার পটভূমি বর্ণনা কর।
৩. প্রমত্ত ব্যক্তির কী পরিণাম ভোগ করতে হয় ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিধিকুন্ড সূত্র ত্রিপিটকের কোন গ্রন্থে বর্ণিত?

ক. মজ্ঝিম নিকায় খ. সংযুক্ত নিকায়
গ. খুদ্দকপাঠ ঘ. অঙ্গুত্তর নিকায়

২. সূত্র পাঠ করার মাধ্যমে লাভ করা যায় –

i. পুণ্য সম্পদ
ii. ধন সম্পদ
iii. বিপদ থেকে পরিত্রাণ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

মধুপুর বিহারের ভিক্ষুরা প্রায়ই ধ্যান সাধনার জন্য গভীর বনে অবস্থান করতেন। তাদের মধ্যে অনেকেই তৃষ্ণার কারণে সাধনা পূর্ণ করতে পারেননি। কিন্তু শীলভদ্র ভিক্ষু শীল অনুশীলন ও মনের তীব্র ইচ্ছায় ধ্যান সাধনা দ্বারা ইন্দ্রিয়কে জয় করলেন।

৩. শীলভদ্র ভিক্ষুর ধ্যান সাধনায় সূত্র ও নীতিগাথার কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. প্রমত্ত ভাব খ. আলস্যভাব
গ. অপ্রমত্ত ভাব ঘ. নিষ্ঠাভাব

৪. উক্ত কর্মের প্রভাবে শীলভদ্র কী লাভ করবেন?

ক. স্রোতাপত্তি ফল খ. অনাগামীফল
গ. সকৃদাগামী ফল ঘ. অর্হত্ব ফল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ঘটনা-১ মিতা ও শিল্পী মুৎসুদ্দী দুই সহপাঠি। মিতা অত্যন্ত ধর্মাপরায়ণ ছিল। অপরদিকে শিল্পী মোটেও মিতার ধর্মপরায়ণতা সহ্য করতে পারত না। তাই মিতাকে সব সময় অত্যাচার নির্যাতন করত। এত সবের পরও সে শিল্পীকে কোনো কষ্ট দিত না। একদিন শিল্পী মিতার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাকে পুড়িয়ে মারল। এমন কাজের জন্য শিল্পীকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হলো।

ঘটনা-২ ফুলতলী গ্রামের নিঝুম অরণ্যে বিকাশ চাকমা ধর্মকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখতেন না। তাঁর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক ছিল। তাঁরা সাহায্য সহযোগিতা করে তাঁর প্রয়োজন মেটাত। তাঁর আচরণে এলাকাবাসী সন্তুষ্ট ছিল না।

ক. অপ্রমাদ বর্গে কতটি গাথার উল্লেখ আছে ?

খ. অপ্রমাদ বর্গের গাথাগুলোর মাধ্যমে কোন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা যায়, ব্যাখ্যা কর।

গ. ঘটনা-১ অপ্রমাদ বর্গের কোন গাথার ইঙ্গিত বহন করে।

ঘ. ঘটনা-২ অপ্রমাদ বর্গের ১২ নম্বর গাথার প্রতিচ্ছবি তুমি কি বক্তব্যটির সাথে একমত? যুক্তি দাও।

২. মনিকা চাকমা স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে তিনি বিহারে ভিক্ষুদের সেবায় নিয়োজিত হন। তিনি কোনো প্রকার শীল ভঙ্গ না করে পুণ্য সঞ্চয় করেন।

ক. নিধি কত প্রকার?

খ. অনুগামী নিধি কীভাবে লাভ করা যায়?

গ. মনিকা চাকমার সন্তানরা কীভাবে পুণ্য সঞ্চয় করতে সক্ষম হবে? নিধিকুণ্ড সূত্রের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মনিকা চাকমার ঘটনা নিধিকুণ্ড সূত্রের প্রতিফলন- এর যথার্থতা ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

জগৎ দুঃখময়। কঠোর তপস্যা কিংবা ভোগবিলাস দ্বারা দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। বুদ্ধ দুঃখ নিরোধের উপায় হিসেবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দেশনা করেছেন। এটিকে মধ্যম পথ বলা হয়। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করে থাকে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন দ্বারা তৃষ্ণা ক্ষয় করে নির্বাণ লাভ করা যায়। যিনি নির্বাণ লাভ করেন তিনি জন্মগ্রহণ করেন না। যিনি জন্মগ্রহণ করেন না তিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ ভোগ করেন না। তাই সকলের দুঃখ নিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। এ অধ্যায়ে আমরা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বর্ণনা করতে পারব।
* দুঃখ নিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
* আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের ধর্মীয় গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পরিচিতি

'মার্গ' শব্দের অর্থ পথ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে বোঝায় বুদ্ধ নির্দেশিত আটটি সম্যক বা সঠিক পথ। এই আটটি সম্যক পথ হলো :

(১) সম্যক দৃষ্টি

(২) সম্যক সংকল্প

(৩) সম্যক বাক্য

(৪) সম্যক কর্ম

(৫) সম্যক জীবিকা

(৬) সম্যক স্মৃতি

(৭) সম্যক ব্যায়াম

(৮) সম্যক সমাধি।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : শীল, চিত্ত, প্রজ্ঞা। সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা শীলের অন্তর্গত। নৈতিক জীবন গঠনের জন্য এগুলো অনুশীলন করতে হয়। সম্যক স্মৃতি, সম্যক ব্যায়াম ও সম্যক সমাধি চিত্তের অন্তর্গত। চিত্তের উৎকর্ষ ও একাগ্রতা সাধনের জন্য এগুলো অনুশীলন করতে হয়। সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প প্রজ্ঞার অন্তর্গত। প্রজ্ঞা বা পরম জ্ঞান অর্জনের জন্য সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্পের অনুশীলন করতে হয়। পরবর্তী পাঠে আমরা এই আটটি পথ সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

অনুশীলনমূলক কাজ

আটটি সম্যক পথের নাম লেখ।

পাঠ : ২

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ব্যাখ্যা

সম্যক দৃষ্টি : সম্যক দৃষ্টির অর্থ হলো সত্য বা অভ্রান্ত দৃষ্টি, যথার্থ জ্ঞান এবং চারি আর্য সত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধি। অবিদ্যার কারণে মানুষ জীব জগৎ সম্পর্কে মিথ্যা দৃষ্টি বা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে তাতে আবদ্ধ থাকে। সূর্যের আলো যেমন অন্ধকার দূর করে তেমনি সম্যক দৃষ্টি মিথ্যাদৃষ্টি দূর করে। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু সম্যক দৃষ্টি না থাকায় আমরা দুঃখ সত্যকে চিনতে পারিনা। মিথ্যাদৃষ্টি দিয়ে জগৎকে দেখে পরিণামে আরও দুঃখ ডেকে আনি। সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কুশলকর্ম নির্ণয় করতে পারেন। তিনি সর্বদা কুশলকর্ম সম্পাদন করেন এবং অকুশলকর্ম হতে বিরত থাকেন। তিনি জ্ঞানী। জগৎকে তিনি সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা তিনি বিভ্রান্ত হন না।

সম্যক সংকল্প : সম্যক সংকল্পের অর্থ হলো সঠিক বা উত্তম সংকল্প; সঠিক কাজ করার ইচ্ছা। সৎ জীবন যাপনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়াই সম্যক সংকল্প। এজন্য ভোগবিলাস, লোভ, দ্বেষ, মোহ প্রভৃতি বর্জনের সংকল্প করতে হয়। অপরদিকে, মৈত্রী, করুণা, পরোপকার প্রভৃতি কুশলকর্ম সম্পাদনের সংকল্প করতে হয়। এভাবে অকুশল বর্জন করে কুশলকর্ম সম্পাদনপূর্বক সত্যজ্ঞান অনুসারে জীবনযাপনের দৃঢ় ইচ্ছা বা সংকল্পই হচ্ছে সম্যক সংকল্প। পণ্ডিতগণ সর্বদা সম্যক সংকল্প গ্রহণ করে থাকেন।

সম্যক বাক্য : যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য বাক্যই হচ্ছে সম্যক বাক্য। মিথ্যা, কর্কশ, অসার, পরনিন্দা, সত্য গোপন, বৃথা বাক্য বর্জন করে সংযত, সুমিষ্ট, সুভাষিত সার বাক্যই সম্যক বাক্য। যে বাক্য অপরকে দুঃখ দেয় তা সর্বতোভাবে বর্জন করা উচিত। সত্য, শুভ, প্রীতিপদ ও অর্থপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করা উচিত। সম্যক বাক্য দ্বারা মধুর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

সম্যক কর্ম : সঠিক এবং কুশলকর্মই হলো সম্যক কর্ম। যে কর্ম নিজের ও অপরের মঙ্গল সাধন করে, ক্ষতি সাধন করে না তা-ই সম্যক কর্ম। প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, নেশাদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি

অকুশলকর্ম বর্জন করে নির্দোষ কর্ম সম্পাদন করাই সম্যক কর্ম। শিক্ষার্থীদের জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষা অর্জনই সম্যক কর্ম। শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে সুশিক্ষিত হয়ে সৎ কাজ করাই সম্যক কর্ম। সততার সঙ্গে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করাই সম্যক কর্ম।

সম্যক জীবিকা : নৈতিকভাবে জীবিকা নির্বাহ করাই হলো সম্যক জীবিকা। বুদ্ধ অস্ত্র, বিষ, প্রাণী, মাংস এবং নেশাদ্রব্য এ পঞ্চ বাণিজ্য পরিত্যাগ করে সৎ বাণিজ্য ও কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ ও প্রাণিকুলের জন্য মঙ্গল ও সেবামূলক যে কোনো কাজই সম্যক জীবিকা।

সম্যক ব্যায়াম : সৎ উদ্যম বা প্রচেষ্টাকে সম্যক ব্যায়াম বলা হয়। সম্যক ব্যায়াম চারভাবে অনুশীলন করতে হয়। যথা : ১. উৎপন্ন অসৎকর্ম বিনাশের জন্য প্রচেষ্টা ; ২. অনুৎপন্ন অসৎকর্ম উৎপন্ন না হওয়ার প্রচেষ্টা ; ৩. অনুৎপন্ন সৎকর্ম উৎপন্নের প্রচেষ্টা এবং ৪. উৎপন্ন সৎকর্ম সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। সম্যক উদ্যম বা সৎ ইচ্ছা না থাকলে জগতে কোনো কাজই সফল হয় না। সৎ উদ্যম ছাড়া কল্যাণকর কাজ সংঘটিত হতে পারে না। আমাদের চিত্ত সদা চঞ্চল ও সর্বত্র বিচরণশীল। অস্থির চিত্তকে সংযত রাখা এবং সঠিক পথে পরিচালিত করাই সম্যক ব্যায়াম।

সম্যক স্মৃতি : কুশলকর্মের চিন্তাই সম্যক স্মৃতি। দৈহিক ও মানসিক সকল অবস্থায় সচেতনভাবে পর্যবেক্ষণ করাই সম্যক স্মৃতি। সম্যক স্মৃতি কুশল চেতনাকে সর্বদা জাগ্রত রাখে। চিত্তকে নিয়ন্ত্রণ করে। কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য বুঝতে সহায়তা করে। অকুশলকর্ম বর্জন করে কুশলকর্ম করার চিন্তা করাই সম্যক স্মৃতি। স্মৃতিহীন মানুষ মাঝিবিহীন নৌকার মতো।

সম্যক সমাধি : চিত্তের একাগ্রতা সাধনই সম্যক সমাধি। চঞ্চল চিত্তকে সংযত করার প্রচেষ্টাই হচ্ছে সমাধি। চিত্ত সংযত না হলে কোনো কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই সকলের সমাধি চর্চা করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

সম্যক দৃষ্টি বলতে কী বুঝায়?

সম্যক জীবিকার বর্ণনা দাও।

পাঠ : ৩

নৈতিক জীবন গঠনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে নৈতিক জীবন গঠন এবং দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। লোভ-দ্বেষ-মোহ সকল প্রকার অকুশল এবং অনৈতিক কর্মের মূল ভিত্তি। ভ্রান্ত ধারণার কারণে মানুষের মধ্যে লোভ-দ্বেষ-মোহ উৎপন্ন হয়। ফলে কুশল-অকুশল কর্ম নির্ধারণ করতে না পেরে মানুষ অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হয়। সম্যক দৃষ্টি ভ্রান্ত ধারণা দূর করে অনৈতিক কর্ম সম্পাদন হতে বিরত রাখে এবং নৈতিক কর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করে। সম্যক সংকল্পের মাধ্যমে মানুষ সৎ জীবনযাপনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সম্যক বাক্য কর্কশ, মিথ্যা, পিশুন এবং অসার কথা বলা হতে যেমন বিরত রাখে, তেমনি সত্য, অর্থপূর্ণ এবং সুভাষিত

কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। সম্যক কর্ম সকল প্রকার অকুশলকর্ম হতে বিরত রাখে এবং কুশল কর্ম করতে উৎসাহিত করে। সম্যক জীবিকা অহিতকর জীবিকা পরিত্যাগ করে কুশলকর্ম অবলম্বনের দ্বারা সৎ জীবিকা নির্বাহ করতে প্রেরণা জোগায়। সম্যক ব্যায়াম উৎপন্ন অসৎকর্মের বিনাশ করে কুশলকর্ম উৎপাদন ও সম্পাদনে সচেষ্ট করে। অকুশল কর্ম অনুৎপাদন ও বর্জনের চেষ্টা করতে শিক্ষা দেয়। সম্যক স্মৃতি কুশল কর্ম সম্পাদনের চেতনাকে জাগ্রত রাখে। সম্যক সমাধি চিত্তকে সমাহিত ও সংযত করে কুশল ও নৈতিক কর্মে নিবিষ্ট রাখে। এ থেকে বোঝা যায় যে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের প্রতিটি মার্গ মানুষকে নৈতিক জীবন গঠনে সহায়তা করে। অতএব, নৈতিক জীবন গঠনে সকলেরই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নৈতিক জীবন গঠনে সঠিক দিক নির্দেশনা – যৌক্তিকতা নিরূপণ কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধর্মীয় গুরুত্ব

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বৌদ্ধধর্মের অন্যতম মূলতত্ত্ব। তথাগত বুদ্ধ জগতের দুঃখ মুক্তির উপায় হিসেবে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের উপদেশ দিয়েছেন। দুঃখ মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, কঠোর শারীরিক কষ্ট কিংবা ভোগবিলাসে নিমগ্ন থাকা কেনোটিই দুঃখ হতে মুক্তির উপায় হতে পারে না। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এই দুইটি চরম পন্থাকে বর্জন করে। তাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বৌদ্ধধর্মে মধ্যমপন্থা হিসেবে পরিচিত। বুদ্ধ মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেই অর্হত্ব ফল লাভ করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল হতে মুক্ত হন এবং পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ। তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। তৃষ্ণার কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে দুঃখ ভোগ করে। তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন বা নির্বাপিত অবস্থাই নির্বাণ। নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। ফলে তিনি জন্মজনিত দুঃখ ভোগ করেন না। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে নির্বাণ লাভের উপায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সঠিকভাবে অনুশীলন করলে বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য নির্বাণ লাভ সম্ভব। সংসার জীবনে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনকারী ব্যক্তি যাবতীয় অকুশল কর্ম সম্পাদন থেকে বিরত থেকে ধর্মপথে পরিচালিত হন। সংসার ত্যাগী বৌদ্ধভিক্ষু শ্রমণরা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে অর্হত্ব ফল লাভ করে নির্বাণে উপনীত হন। তাই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম এবং বৌদ্ধ মাত্রই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিতর্ক অনুষ্ঠান

বিষয় : 'শুধু সংসার ত্যাগী সাধকের পক্ষেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন সম্ভব'।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. 'মার্গ' শব্দের অর্থ............. ।

২. ....কারণে মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে।

৩. যিনি নির্বাণ লাভ করে তিনি .... করেন না।

৪. যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য বাক্যই হচ্ছে .... ।

৫. .... কর্মের চিন্তাই সম্যক স্মৃতি।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বলা হয়	সম্যক বাক্য
২. যথার্থ এবং গ্রহণযোগ্য বাক্যই হচ্ছে	তৃষ্ণা
৩. দুঃখের একমাত্র কারণ	মধ্যম পথ
৪. কুশল কর্মের চিন্তাই	আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ
৫. নির্বাণ লাভের উপায়	সম্যক স্মৃতি

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গকে মধ্যম পথ বলা হয় কেন?

২. সম্যক বাক্য কীভাবে বলা যায়?

৩. কয়েকটি কুশলকর্মের উদাহরণ দাও।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ বর্ণনা কর।

২. সম্যক জীবিকা ব্যাখ্যা কর।

৩. 'বুদ্ধ নির্দেশিত আটটি সঠিকপথ অনুসরণ করে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়'- ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মার্গ শব্দের অর্থ কী?

ক. লক্ষ্য খ. উদ্দেশ্য

গ. ধ্যান ঘ. পথ

২. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করার অন্যতম কারণ কোনটি ?

ক. ধন সম্পদ অর্জন খ. বিলাস জীবন যাপন

গ. পার্থিব সুখ লাভ ঘ. নৈতিক জীবন গঠন

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও–

কৌশিক বড়ুয়াকে ধীর ও মিতভাষী হওয়ার কারণে সহপাঠীদের কাছ থেকে প্রায়ই বিভিন্ন কটূক্তি শুনতে হতো। তারপরেও সহপাঠীদের প্রতি সে মৈত্রীভাব পোষণ করত। বিদ্যালয়ের সমাপনী পরীক্ষায় সে প্রথম স্থান লাভ করে এবং শৃঙ্খলার জন্য সে সেরা শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়।

৩. কৌশিকের আচরণে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কোন পথটিকে নির্দেশ করে?

ক. সম্যক দৃষ্টি খ. সম্যক সংকল্প

গ. সম্যক কর্ম ঘ. সম্যক স্মৃতি

৪. উক্ত কর্মের ফলে কৌশিক অর্জন করতে পারে –

i. জ্ঞান মার্গ

ii. কুশলকর্ম নির্ণয়

iii. ভ্রান্ত ধারণা নিরসন।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুমন ও রুমন দুই প্রতিবেশী। এদের মধ্যে পেশায় সুমন একজন ব্যবসায়ী এবং রুমন কৃষিকার্য পরিচালনা করে। সুমন কাজকর্মে মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং মানুষের সাথে প্রতারণা করে। এ ছাড়া নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করে। পক্ষান্তরে রুমন কাজে ফাঁকি দেয় না, সৎভাবে পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে। রুমনের আচরণে গ্রামের লোকজন তাকে খুব পছন্দ করে।

ক. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কত প্রকার?

খ. সম্যক সমাধি বলতে কী বুঝায়?

গ. সুমনের আচরণে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কোন অঙ্গ লঙ্ঘিত হয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রুমনের কর্মটি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক জীবিকার প্রতিফলন–তুমি কি বক্তব্যটির সঙ্গে একমত? মতামত দাও।

২. রাহুল ভাবুক প্রকৃতির এক যুবক। তিনি সব সময় জীবের প্রতি সদয় থাকতেন এবং মন্দ কাজ ত্যাগ করে ভালো কাজ করার চিন্তা করতেন। কিন্তু সংসারের দুঃখ-কষ্ট অনুধাবন করতে পেরে একপর্যায়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। কিছুদিন পর তিনি প্রচণ্ড জ্বরের কারণে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন। শেষে ধ্যান–সাধনার মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন।

ক. সম্যক কর্ম কী?

খ. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. কোন মার্গ অবলম্বনের মাধ্যমে রাহুল অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছেন? বর্ণনা কর।

ঘ. রাহুল প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণের মাধ্যমে কতটুকু সফল হয়েছিলেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

সপ্তম অধ্যায়

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিভিন্ন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের স্বতন্ত্র ইতিহাস ও পটভূমি রয়েছে। এসব আচার অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও দর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে এ অনুষ্ঠানগুলো পালন করা হয়। নানামুখী আয়োজনে কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান উৎসবের রূপ ধারণ করে। এসব আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হয়। ধর্মীয় মতবাদগুলো বুঝতে সহজ হয়। পারস্পরিক ভাব-বিনিময় হয়। সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠিত হয়। আত্মসংযম এবং বিনম্র হওয়া যায়। বর্ষাবাস, উপোসথ এবং কঠিন চীবরদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৌদ্ধদের ধর্মীয় সংস্কৃতির অনন্য উৎস। এসব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ভিক্ষু এবং গৃহী বৌদ্ধদের মধ্যে সম্পর্কের সেতুবন্ধন রচনা করে। এ অধ্যায়ে আমরা তিনটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* পটভূমিসহ বর্ষাবাসব্রত ব্যাখ্যা করতে পারব।
* বর্ষাবাসব্রতকালীন ভিক্ষু ও গৃহীদের করণীয় বিষয় বর্ণনা করতে পারব।
* উপোসথের প্রকারভেদ ও উপোসথ পালনের নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারব।
* কঠিন চীবরদানের সুফল উল্লেখপূর্বক কঠিন চীবরদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বর্ষাবাসব্রত

বর্ষাবাস বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আচার বা অনুষ্ঠান। ভগবান বুদ্ধ তাঁর সংঘ প্রতিষ্ঠার পর সুষ্ঠুভাবে সেই সংঘ পরিচালনার নিমিত্তে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন প্রবর্তন করেন। বর্ষাবাস বুদ্ধ প্রবর্তিত বিধি-বিধানেরই অংশ। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস ভিক্ষুরা বর্ষাবাসব্রত পালন করেন। এ সময় তাঁরা বিহারে অবস্থান করে ধর্মালোচনা, ধর্মশ্রবণ, ধর্ম-বিনয় ও ধ্যান-সমাধি চর্চা এবং অধ্যয়ন করে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করেন। বর্ষাকালে বিহারে বাস করে এই ব্রত বা অধিষ্ঠান পালন করা হয় বলে এটিকে বর্ষাবাসব্রত বলে। বর্ষাবাসব্রত পালনের মাধ্যমে ভিক্ষুদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করা হয়।

বর্ষাবাসব্রতের পটভূমি

ভিক্ষুসংঘ গঠন করার পর বুদ্ধ সর্বপ্রাণির কল্যাণের জন্য তাঁর ধর্মবাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে ভিক্ষুদের নির্দেশ দেন। বুদ্ধের নির্দেশে ভিক্ষুগণ পায়ে হেঁটে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে বিভিন্ন লোকালয়ে গিয়ে ধর্ম প্রচার ও দেশনা করতেন। কিন্তু বর্ষাকালে ভিক্ষুরা বিভিন্ন রকম অসুবিধা ভোগ করতেন। তাঁরা কর্দমাক্ত পথে যাতায়াতের সময় প্রচুর

কষ্ট ভোগ করতেন। পোকা-মাকড় এবং সাপের দংশনে অনেকের প্রাণ সংহার হতো। ঝড়–বৃষ্টিতে ভেজার কারণে নানারকম রোগ হতো। ভেজা কাপড় পরে থাকতে হতো। কারণ তখনো দায়ক-দায়িকাদের নিকট থেকে চীবর গ্রহণের নিয়ম প্রচলন হয়নি। ফলে ভিক্ষুসংঘ নানারকম জটিল রোগে আক্রান্ত হতেন। তা ছাড়া বর্ষাকালে ভিক্ষুদের যাতায়াতে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেক সবুজ তৃণ এবং ক্ষুদ্র প্রাণী ভিক্ষুদের পদদলিত হতো। বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবন বিহারে অবস্থানকালে এসব বিষয় জ্ঞাত হন। তখন তিনি বর্ষা ঋতুর তিন মাস অর্থাৎ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি থেকে আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত বিহারে বসবাস করে ধর্মালোচনা, ধর্ম শ্রবণ, ধ্যান-সমাধি এবং বিদ্যাচর্চা করে অতিবাহিত করার জন্য ভিক্ষুদের নির্দেশ দেন। তখন থেকে বর্ষাবাস উদ্‌যাপন শুরু হয়। বর্ষাবাসব্রতকালে ভিক্ষুসংঘ কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক পরিশুদ্ধিতা অর্জন করেন। তাই বর্ষাবাসব্রতকে আত্মশুদ্ধির অধিষ্ঠান বলা হয়।

বুদ্ধ বলেছেন, যে স্থানে উপযুক্ত দায়ক –দায়িকা থাকেন এবং যে স্থান ধ্যান-সাধনার অন্তরায় নয় সেখানে ভিক্ষুদের বর্ষাবাসব্রত পালন করা উচিত। বুদ্ধের সময়কালে প্রাচীন ভারতের উরুবেলা, রাজগৃহ, নালন্দা, পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী, সাকেত, পাবা প্রভৃতি বর্ষাবাসব্রতের জন্য উপযুক্ত স্থান ছিল।

বর্ষাবাসব্রতের বিধান

তিন মাস যে কোনো একটি বিহারে অবস্থান করে ভিক্ষুদের এই বর্ষাবাসব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়। তখন তাঁরা অধ্যয়ন, ধ্যান-সাধনা ও ধর্মচর্চা করে দিন অতিবাহিত করেন। কোনো জরুরি কাজে নিজ বিহার থেকে অন্য জায়গায় যেতে হলে সন্ধ্যার আগেই বর্ষাবাস উদ্‌যাপনকারী ভিক্ষুকে নিজ বিহারে ফিরে আসতে হয়। তবে কিছু কারণে বর্ষাবাসের সময় নিজ বিহার ছাড়াও অন্যত্র রাত্রি যাপন করা যায়। কারণগুলো হলো :

১. অসুস্থ ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, শ্রমণ এবং রুগ্‌ণ দায়ক–দায়িকা দেখার জন্য।

২. বুদ্ধশাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীকে উপদেশ দেবার জন্য।

৩. কোনো উপাসক বা উপাসিকা সংঘের উদ্দেশ্যে বিহার নির্মাণ করলে তাতে সহযোগিতা ও উৎসর্গ অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য।

৪. বর্ষাবাসব্রতধারী ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী, শ্রমণ বা শ্রমণী অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য।

৫. কোথাও মিথ্যাদৃষ্টি বা সন্দেহ উপস্থিত হলে বা কেউ মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে তা দূর করার জন্য।

৬. পরিবাস কর্ম, আহবান কর্ম, প্রব্রজ্যা দান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণের জন্য।

ওপরে বর্ণিত কারণে বর্ষাবাসব্রতের সময় বাইরে অবস্থান করা গেলেও এক সপ্তাহের মধ্যে বর্ষাবাস পালনকারী ভিক্ষুকে বিহারে ফিরে আসতে হয়। তবে বন্য জন্তু, সাপ, চোর-ডাকাতের উপদ্রব, বিহারের দায়ক–দায়িকারা বিবাদগ্রস্ত এবং তর্কপ্রিয় হলে, আগুন, পানি, বন্যা, ঝড় প্রভৃতি কারণে বর্ষাবাসের স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হলে বর্ষাবাসের স্থান পরিবর্তন করা যাবে। এতে ভিক্ষুদের বর্ষাবাসব্রত লঙ্ঘন হয় না।

বর্ষাবাসব্রতে ভিক্ষুদের করণীয়

বর্ষাবাস ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় একটি কর্ম। এ সময় ভিক্ষুদের অনেক করণীয় কর্ম থাকে। তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১। বর্ষাবাসব্রত পালনকালে ভিক্ষুদের শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধ্যান-সমাধি চর্চা, ধর্মালোচনা এবং ধর্ম শ্রবণ করে বিশুদ্ধ জীবনযাপন করতে হয়।

২। বর্ষাবাসব্রতকালে প্রতি পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে ভিক্ষুদের পাতিমোক্খ আবৃত্তি করতে হয়।

৩। বর্ষাবাসব্রতকালে ভিক্ষুগণকে ছোট-বড় ভেদাভেদ ভুলে নিজের দোষত্রুটি স্বীকার করতে হয়। এজন্য জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে কৃত দোষের জন্য তাঁরা পরস্পরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কনিষ্ঠ ভিক্ষু বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর কাছে এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষু কনিষ্ঠ ভিক্ষুর কাছে দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফলে অহংকার দূরীভূত হয়। পারস্পরিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

৪। বিহারাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হয়।

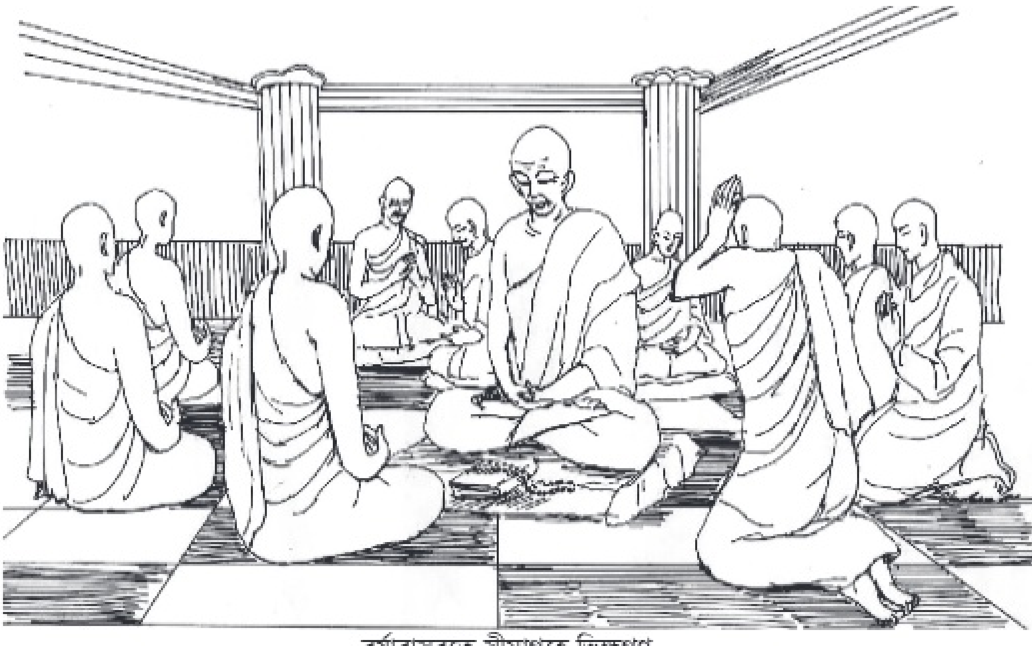

বর্ষাবাসব্রতে সীমাগৃহে ভিক্ষুগণ

বর্ষাবাসব্রতে গৃহীদের করণীয়

বর্ষাবাসব্রত ভিক্ষুদের পালনীয় কর্ম হলেও এ সময় গৃহীদেরও অনেক করণীয় রয়েছে। বর্ষাবাসব্রতধারী ভিক্ষুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করা গৃহীদের কর্তব্য। ভিক্ষুদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে

একত্রে চতুর্প্রত্যয় বলা হয়। বর্ষাবাসব্রতের সময় গৃহীরা ভিক্ষুদের চতুর্প্রত্যয় দান করেন। চতুর্প্রত্যয় হলোঃ অন্ন, বস্ত্র (চীবর), বাসস্থান ও চিকিৎসা। গৃহীরা নিজ নিজ গ্রামের বিহারে বর্ষাবাস উদ্‌যাপনের জন্য ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ জানান। ভিক্ষু সম্মতি জ্ঞাপন করলে নির্দিষ্ট তিথিতে বর্ষাবাসব্রত শুরু হয়।

বর্ষাবাসব্রতের সময় প্রতিটি পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে গৃহী বৌদ্ধরা বিহারে গিয়ে উপোসথ গ্রহণ করেন। ভিক্ষুদের কাছ থেকে ধর্মকথা শ্রবণ করেন। এ সময় ধর্মসভারও আয়োজন করা হয়। পণ্ডিত ভিক্ষু এবং পণ্ডিত ব্যক্তিরা ধর্মালোচনা করেন। গৃহীরা ধর্মসভায় যোগদান করে ধর্মালোচনা শ্রবণ করেন। ধ্যান-সমাধি চর্চা করেন। প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকার অভ্যাস গড়ে তোলেন। কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। এভাবে গৃহীরা বর্ষাবাসব্রতের সময় ধর্মসম্মত জীবনযাপন করে পরিশুদ্ধি লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বর্ষাবাসব্রত কালে ভিক্ষুগণ কী কী কারণে অন্যত্র রাত্রি যাপন করতে পারেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর (দলীয় কাজ)।

কী কী কারণে বর্ষাবাসব্রতের স্থান পরিবর্তন করা যায়?

বর্ষাবাসব্রতে গৃহীদের করণীয় বর্ণনা কর।

পাঠ : ২

উপোসথ

উপোসথ ভিক্ষু এবং গৃহী উভয়ের পালনীয় একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। উপোসথের ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। বৌদ্ধরা পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথিতে উপোসথ পালন করেন। ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন গঠনের জন্য বুদ্ধ উপোসথের প্রবর্তন করেছিলেন। উপোসথ পালনে ধর্মানুভূতি জাগ্রত হয়। কায়-মন-বাক্য এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযত হয়। তাই সকলের উপোসথ পালন করা উচিত।

উপোসথের পটভূমি

একসময় বুদ্ধ রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় অন্যান্য তীর্থিক সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং অষ্টমী তিথিতে সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা করতেন। জনসাধারণ তাঁদের কাছে ধর্ম শ্রবণের জন্য উপস্থিত হতেন। তাঁদের শ্রদ্ধা ও সৎকার করতেন। ফলে তীর্থিক পরিব্রাজকগণ জনগণকে তাঁদের পক্ষভুক্ত করে নিতেন। একদিন মগধরাজ বিম্বিসার নির্জনে ধ্যানাবিষ্ট থাকার সময় তাঁর মনে এরূপ চিন্তা উদিত হয় : 'এখন অন্যান্য তীর্থিক পরিব্রাজকগণ চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং অষ্টমী তিথিতে সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা করছেন। জনসাধারণ ধর্ম শ্রবণের নিমিত্ত তাঁদের নিকট উপস্থিত হচ্ছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা ও সৎকার করছেন। ভিক্ষুগণও চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং অষ্টমী তিথিতে সমবেত হলে ভালো হয়।' এভাবে তিনি ভিক্ষুদের ধর্ম-বিনয় পালনের সময় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার কথা ভাবলেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক বুদ্ধকে বিষয়টি উপস্থাপন করেন।

বুদ্ধ মগধরাজ বিম্বিসারের আবেদন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং তাঁকে ধর্মদেশনা করেন। ধর্মবাণী শ্রবণ করে রাজা বিম্বিসার মৈত্রীচিত্তে প্রাসাদে গমন করেন। তারপর ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘকে আহ্বান করে চতুর্দশী, পঞ্চদশী এবং অষ্টমী তিথিতে সমবেত হয়ে উপোসথ পালন, উপোসথে ধর্মালোচনা ও পাতিমোক্খ আবৃত্তির নির্দেশ দেন। তখন থেকে উপোসথের প্রচলন শুরু হয়। বুদ্ধ অত্যন্ত পরিমিত আহার করতেন। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তাঁর কখনো আতিশয্য ছিল না। তিনি ভিক্ষুসংঘকেও পরিমিত আহারের উপদেশ দিতেন। সূত্রপিটকের মজ্‌ঝিম নিকায়ের 'কীটাগিরি' সূত্রে দেখা যায় – বুদ্ধ তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'হে ভিক্ষুগণ ! আমি রাতের আহার ছেড়ে দিয়েছি। তাতে আমার শরীরের অসুখ ও জড়তা কমে গেছে। শরীরের কর্ম শক্তি বেড়েছে। চিত্তে প্রশান্তভাব এসেছে। হে ভিক্ষুগণ ! তোমরাও এভাবে চলবে। তোমরা যদি রাতের আহার ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের শরীরে রোগ সমস্যা কম হবে। শরীরের জড়তা কমে যাবে। সুস্থ থাকবে এবং তোমাদের চিত্তে স্থিরতা আসবে।'

সেই সময় থেকে ভিক্ষুদের মধ্যে এক বেলা আহার করার নিয়ম প্রবর্তন হয়। তা গ্রহণ করতে হয় মধ্যাহ্নের মধ্যে। দুপুর বারোটার আগে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এ নিয়ম নিয়ত পালন করেন। ভিক্ষুদের অনুসরণ করে গৃহীরাও উপোসথ তিথিতে এ নিয়ম অনুশীলন করেন। উপোসথ দিনে গৃহীরা দুপুর বারোটার মধ্যে আহার শেষ করেন এবং পরদিন সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না।

উপোসথ ও উপবাসের মধ্যে পার্থক্য

'উপোসথ' শব্দটি 'উপবাস' শব্দ থেকে উদ্ভূত। বৌদ্ধরা পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং অষ্টমী তিথির উপোসথে উপবাসব্রত পালন করেন। প্রতিদিন তিনবেলা আহার মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক অভ্যাস। মাঝে মাঝে উপবাস করে শরীরে খাদ্যদ্রব্যের উপযোগিতা অনুভব করা যায়। এ ছাড়া এর মাধ্যমে দরিদ্র অভুক্ত মানুষের কষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তাই অনেকের কাছে উপবাস উপোসথের প্রধান অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

উপোসথব্রতে বৌদ্ধরা উপবাস পালন করলেও বৌদ্ধধর্মে উপোসথ অর্থ কেবল উপবাস বা খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকা বোঝায় না। উপোসথের সাথে ধর্মানুশীলন, শীল পালন, ধ্যান-সমাধি চর্চা ও সংযত জীবনযাপনের বিষয়টিও ঘনিষ্টভাবে জড়িত। উপোসথ পালনকারীদের বিনয় বিধান অনুসারে কিছু নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে ব্রতী হতে হয়। কিন্তু কেবল উপবাসের ক্ষেত্রে এ বিধি পালনীয় নয়। যেমন, উপোসথ দিবসে বিহারে ভিক্ষুগণ পাতিমোক্খ আবৃত্তি, ধর্ম- দেশনা, ধর্মালোচনা এবং ধ্যান-সমাধি চর্চা করে দিন অতিবাহিত করেন। গৃহী বৌদ্ধরা উপোসথ দিবসে বিহারে গিয়ে নানারকম ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন। সাধারণত গৃহী বৌদ্ধরা পঞ্চশীল পালন করেন। কিন্তু উপোসথ দিবসে তাঁরা অষ্টশীল গ্রহণ করে উপবাস পালন করেন। যাঁরা উপোসথ পালন করেন তাঁদের উপোসথিক বলা হয়। উপোসথিকরা ধর্ম শ্রবণ ও ধ্যান-সমাধি চর্চা করেন। সংযত জীবনযাপন করেন। অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকেন। শ্রদ্ধাচিত্তে দান প্রদান করেন। অতএব বৌদ্ধদের কাছে উপোসথ শুধু উপবাস থাকা নয়। শীল পালনের ব্রত গ্রহণ করে

চিত্ত শুদ্ধ করাই আসল লক্ষ্য। চিত্তকে শুদ্ধ করতে পারলে তৃষ্ণাকে ক্ষয় করা সম্ভব। তৃষ্ণা ক্ষয় হলে লোভ-দ্বেষ-মোহের উচ্ছেদ হয়। এতে দুঃখমুক্তি সম্ভব হয়। দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করাই মূলত বৌদ্ধদের জীবনের পরম লক্ষ্য। তাই উপোসথ এবং সাধারণ উপবাসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষু গৃহীদের ধর্মোপদেশ দান করছেন

উপোসথ পালনের নিয়মাবলি

উপোসথ পালনকারী গৃহীদের অনেক নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। উপোসথ গ্রহণেচ্ছুক উপাসক-উপাসিকাগণ উপোসথ দিবসে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন। প্রাতঃকৃত্যসহ স্নানাদি শেষ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধানপূর্বক পূজা ও দানের উপকরণ নিয়ে পবিত্র মনে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের গুণরাশি স্মরণ করতে করতে সংযতভাবে বিহারে যাওয়া সমীচীন। বিহারে পৌছে পূজা ও বন্দনার কাজ সম্পাদনের পর ভিক্ষুর কাছ থেকে উপোসথ শীল গ্রহণ করবেন। কোনো কারণে বিহারে উপস্থিত হতে না পারলে গৃহে উপোসথ শীল গ্রহণ করা যায়। উপোসথ শীল গ্রহণের পর সুসংযতভাবে জপমালায়, ধর্মগ্রন্থে, ধর্মালোচনায় বা ধ্যানে চিত্তকে নিবিষ্ট রাখা কর্তব্য। লোভ, দ্বেষ, মোহ, বিলাসিতা প্রভৃতি ত্যাগ করে প্রতিটি মুহূর্ত ধর্ম ও কুশল চিন্তা করে অতিবাহিত করা উচিত। চলাফেরায়, অবলোকনে এবং ভাষণে সংযতভাব বজায় রাখতে হবে। প্রাণিহত্যা, চুরি বা অদত্ত বস্তু গ্রহণ, অব্রহ্মচর্য আচরণ, মিথ্যা ভাষণ, নেশাদ্রব্য গ্রহণ, বিকাল ভোজন, নৃত্য-গীত-বাদ্যে প্রমত্ততা দর্শন এবং অলঙ্কার ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার, উচ্চশয্যা ও মহাশয্যায় শয়ন প্রভৃতি হতে বিরত থাকতে হবে। সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীল আচরণ করতে হবে। অতঃপর উপোসথিকের এরূপ অধিষ্ঠান করা উচিত।

'আমি কারও অনিষ্ট কামনা করব না। কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেব না। কষ্ট প্রদানের কারণও হব না। নিজেও অনাচার, অত্যাচার করব না, এর কারণও হব না। পরের ধনে লোভ করব না। কারও লাভ-সৎকারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হব না, বরং সাধুবাদের সাথে তা অনুমোদন করব। কোনো প্রকার মিথ্যা বিষয়ের পরিকল্পনা করব না। গৃহকর্ম বিষয়ে আলোচনায় রত হব না। গৃহীজনোচিত আচার-আচরণ থেকে মুক্ত থাকব। শুধু ধর্মশ্রবণ, ধর্মালোচনা ও ধর্মচিন্তা করে দিন অতিবাহিত করব।'

উপোসথের প্রকারভেদ

অনুসরণ রীতি ও সময় অনুসারে উপোসথ পাঁচ প্রকার। যথা : ১. প্রতিজাগর উপোসথ, ২. গোপালক উপোসথ, ৩. নির্গ্রন্থ উপোসথ, ৪. আর্য উপোসথ এবং ৫. প্রতিহার্য উপোসথ।

১. **প্রতিজাগর উপোসথ :** সার্বক্ষণিক সজাগ থেকে অত্যন্ত , সচেতন ও যত্নের সঙ্গে অষ্টশীল পালন করার নাম প্রতিজাগর উপোসথ। উপোসথে উপোসথিককে রাতে ঘুমের সময় ছাড়া অন্য সময় প্রতিটি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করতে হয়। এরূপ শীল গ্রহণকারীগণ উপোসথের দিন ছাড়া অন্যান্য দিনেও উপোসথ পালন করেন।

২. **গোপালক উপোসথ :** যে উপোসথ গ্রহণকারী ধর্মচিন্তা বাদ দিয়ে খাদ্য, ভোজ্য, অভাব অনটন বিষয়ে চিন্তা করে তাকে গোপালক উপোসথ গ্রহণকারী বলে। গরু পরিচর্যাকারী রাখাল যেমন পরের গরু নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকে, তেমনি এরূপ উপোসথ গ্রহণকারীগণও করণীয় কর্ম না করে অসার ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে আলাপ করে সময় নষ্ট করে। এটি অত্যন্ত নিম্নস্তরের উপোসথ।

৩. **নির্গ্রন্থ উপোসথ :** নির্গ্রন্থ অর্থ গ্রন্থহীন অর্থ্যাৎ নগ্ন। গৌতম বুদ্ধের সময় একরকম নগ্ন সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁরা যে উপোসথ গ্রহণ করতেন তাঁর নাম নির্গ্রন্থ উপোসথ। তাঁরা স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করতেন। প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকলেও নিজেদের প্রয়োজনে তাঁরা প্রাণিহত্যা করতেন। এতে কোনো পাপ হয় না বলে তাঁরা অভিমত পোষণ করতেন। এরূপ আসক্তচিত্তে উপোসথ পালনকে নির্গ্রন্থ উপোসথ বলা হয়।

৪. **আর্য উপোসথ :** আর্য শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ। এই উপোসথই শ্রেষ্ঠ উপোসথ। বুদ্ধ এই মহান উপোসথ ব্রতই প্রবর্তন করেছিলেন। বুদ্ধের শ্রাবকগণ এই উপোসথ পালন করতেন। আর্য উপোসথ গ্রহণকারীগণ উপোসথ গ্রহণ করে জাগতিক সুখ ভোগের চিন্তা ত্যাগ করেন। তাঁরা বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি ও মৈত্রী ভাবনায় রত থেকে উপোসথব্রত পালন করেন। সকলের আর্য উপোসথ গ্রহণ ও পালন করা উচিত। অর্থাৎ অকৃত্রিমভাবে সশ্রদ্ধচিত্তে সকল নিয়ম অনুসরণ করে উপোসথ পালনই আর্য উপোসথ।

৫. **প্রতিহার্য উপোসথ :** বছরের কিছু সময় নির্দিষ্ট করে নিয়মিত উপোসথ পালনকে প্রতিহার্য উপোসথ বলে। এরূপ উপোসথ বিভিন্ন রকম হয়। ১. আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস প্রতিদিন উপোসথ পালন করাকে বলে উৎকৃষ্ট প্রতিহার্য উপোসথ। ২. আশ্বিনী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত কিংবা ৩. আশ্বিনী পূর্ণিমা থেকে পরবর্তী পনের দিনব্যাপী প্রতিদিন উপোসথ পালন

করাকে হীন প্রতিহার্য উপোসথ বলে। এই তিন উপোসথের যেকোনো এক রকম উপোসথ পালন করা খুব পুণ্যের। এগুলোকে প্রতিহার্য উপোসথ বলে।

গৃহীরা উপোসথ গ্রহণ করে বিহারে বসে ধ্যান-সমাধি চর্চা করছেন।

উপোসথ পালনের সুফল

ত্রিপিটকের বহু স্থানে উপোসথব্রত পালনের সুফল বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে, চন্দ্র-সূর্যের কিরণ পৃথিবীর অন্ধকার দূরীভূত করে। এজন্য চন্দ্র-সূর্যকে প্রাণী জগতের জীবন বলা হয়। কিন্তু উপোসথ শীলের গুণের সঙ্গে তুলনা করলে চন্দ্র-সূর্যের গুণ অতি সামান্য। পৃথিবী ও সাগরের সমস্ত সম্পদ, হীরা ও মণিরত্ন অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীলের তুলনায় তুচ্ছ। এমনকি দেবতাদের ঐশ্বর্যও এর কাছে নগণ্য। স্বর্গীয় আনন্দ উৎকৃষ্টতর হলেও ক্ষণস্থায়ী কিন্তু উপোসথ শীলের দ্বারা অর্জিত আনন্দ অবিনশ্বর ও চির শান্তিদায়ক। উপোসথ শীলের অনাবিল শান্তিময়ী দীপ্তি চন্দ্র, সূর্য, হীরা-মণি-মুক্তার উজ্জ্বল প্রভা, দেবতার দিব্যজ্যোতি সবকিছুকেই পরাভূত করে। ফুলের সুগন্ধ বাতাসের অনুকূলে প্রবাহিত হলেও উপোসথ শীলের গুণ সৌরভ বাতাসের অনুকূল-প্রতিকূল এবং চতুর্দিকে প্রবাহিত হয়।

একসময় তাবতিংস স্বর্গের রাজা দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'হে দেবতাগণ! তোমরা যদি আমার মতো ইন্দ্র হতে ইচ্ছা কর তাহলে পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যায় আট অঙ্গের উপোসথ শীল পালন কর।

আর এর চেয়েও যারা পুণ্যকামী তারা প্রতিজাগর, প্রতিহার্য উপোসথ পালন কর। এভাবে তোমরা নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত কর।'

দেবরাজ ইন্দ্র আরও বলেছেন; 'যে গৃহী নিজের স্ত্রী-পুত্রের ভরণপোষণ করেন, যিনি পুণ্যবান ও শীলবান এবং ত্রিরত্নের উপাসক, তাঁকে আমি নমস্কার করি, আমরা জানি দেবতারা উচ্চ মার্গের সত্তা হলেও সম্পূর্ণ মুক্ত নন। তাঁদের মধ্যে রাগ, দ্বেষ ও মোহ আছে। তবে তাঁরা দিব্য চোখে মানুষের পুণ্য ও অপুণ্য দেখতে পান। মানুষের মধ্যে যারা সৎভাবে জীবনযাপন করেন, বড়দের ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন, মাতাপিতার উপযুক্ত ভরণপোষণ করেন, উপযুক্ত সময়ে উপোসথ পালন করেন তাঁদের উন্নতিতে দেবতারা প্রশংসা করেন। স্বয়ং ইন্দ্র তাঁদের শ্রদ্ধা করেন।'

মহাকারুণিক বুদ্ধ প্রবর্তিত মহামূল্যবান আট অঙ্গের উপোসথ শীল মহাফলদায়ী। তাই উপোসথ শীল আমাদের সঠিকভাবে পালন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃহী উপোসথিকের করণীয়সমূহ চিহ্নিত কর।

উপোসথের প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

পাঠ : ৩

কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান

দান অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে কঠিন চীবর দান অন্যতম। প্রতিটি বৌদ্ধ দেশে এ দান কার্য যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে সম্পাদিত হয়। বিধিবদ্ধ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেও আয়োজনের ব্যাপকতায় এটি উৎসবের আকার ধারণ করে। তাই কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানকে দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসব বলা হয়। বাংলাদেশের বৌদ্ধরা প্রতিবছর ভক্তি, শ্রদ্ধা ও নির্মল আনন্দে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে।

কঠিন চীবর দানের পটভূমি

একসময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে বাস করছিলেন। সে সময় পাঠেয়বাসী ত্রিশজন ভিক্ষু বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ করার মনস্থ করেন। তাঁরা সবাই ছিলেন ধুতাঙ্গধারী। ধুতাঙ্গ হলো কঠিন কৃচ্ছ সাধন। বর্ষাবাসব্রত গ্রহণের আগে বুদ্ধকে দর্শন করার জন্য তাঁদের মনে বাসনা জাগ্রত হয়। মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য তাঁরা পাঠেয় থেকে শ্রাবস্তী অভিমুখে যাত্রা করেন। অনেক দূর গিয়ে তাঁরা বুঝতে পারলেন, বর্ষাবাসের আগে শ্রাবস্তী পৌঁছার সম্ভাবনা নেই। তাই মাঝপথে সাকেত নামক স্থানে তাঁরা বর্ষাবাসব্রত আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁরা যথারীতি তিন মাস বর্ষাবাসব্রত সম্পন্ন করেন। তথাগতের সাক্ষাৎ লাভের জন্য তাঁরা খুব উদগ্রীব ছিলেন। তাই প্রবারণার পরদিনই তাঁরা শ্রাবস্তীতে পৌঁছালেন। বর্ষা ঋতুর বৃষ্টির ধারা তখনও শেষ হয়নি। ভেজা চীবর গায়ে ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে পৌঁছলেন। বন্দনা জ্ঞাপন করে বুদ্ধের পাশে সকলেই আসন গ্রহণ করেন। বুদ্ধ তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা উত্তরে বলেন, 'আমরা বর্ষাবাস আসন্ন দেখে সাকেত নগরে অবস্থান করেছিলাম। অথচ সাকেত থেকে শ্রাবস্তীর দূরত্ব মাত্র ছয় যোজন। তবুও আপনার দর্শনলাভে বঞ্চিত হয়েছি। খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে বর্ষাবাসব্রত

আরম্ভ করেছিলাম। বর্ষাবাসব্রতের তিন মাস শেষ হলো। প্রবারণা সম্পন্ন করে ভেজা কাপড়ে কর্দমাক্ত পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছি। খুব ক্লান্তবোধ করছি কিন্তু আপনার সান্নিধ্য পেয়ে এখন আনন্দবোধ করছি। তখন বুদ্ধ এ প্রসঙ্গে ভিক্ষুদের আহ্বান করে ধর্ম-দেশনা করেন। অতঃপর তিনি ভিক্ষুদের নির্দেশ দিলেন, 'ভিক্ষুগণ ! এখন থেকে তোমরা কঠিন চীবরে আবৃত হবে। বর্ষাবাসব্রত সমাপ্তকারী ভিক্ষুদের জন্য এটা পরম পুণ্যের কাজ।' তখন থেকে ভিক্ষুদের মধ্যে কঠিন চীবর পরিধান প্রথার সূচনা হয়।

কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলি

এখন আমরা কঠিন চীবর দানের নিয়মাবলি জানব। অন্যান্য দান বছরের যেকোনো সময় করা যায়। কিন্তু কঠিন চীবর দান বছরে একবার মাত্র করা হয়। তাও আবার একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। আশ্বিনী পূর্ণিমার পরদিন থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার পূর্বদিন পর্যন্ত এই দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। একটি বিহারে একবার মাত্র কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠান করা যায়। যে বিহারে ভিক্ষু বর্ষাবাসব্রত পালন করেন না সে বিহারে কঠিন চীবর দান উদযাপিত হয় না।

'কঠিন' ও 'চীবর' এই দুটি শব্দের পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। এখানে চীবর হলো ভিক্ষুদের পরিধেয় কাপড়। ভিক্ষুসংঘ 'কম্মবাচা' পাঠের মাধ্যমে ধর্মীয় রীতিতে চীবরকে কঠিন চীবরে পরিণত করেন। নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করে চীবরকে পরিশুদ্ধ করতে হয় বলে একে কঠিন চীবর বলা হয়। সেজন্য উপাসক-উপাসিকারা চীবর দান করলেও তা কঠিনে পরিণত হয় না। কম্মবাচা পাঠ শেষে কঠিন চীবর বিহারাধ্যক্ষ ভিক্ষুকে প্রদান করা হয়। কঠিন চীবর লাভকারী ভিক্ষুকে কমপক্ষে ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্যন্ত কঠিন চীবর নিজের পাশে রাখতে হয়। কোথাও গেলে কঠিন চীবর সঙ্গে নিতে হয়। কঠিন চীবর লাভকারী ভিক্ষু পাঁচটি পাপ থেকে রক্ষা পায় এবং পাঁচটি পুণ্যফল লাভ করেন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। অন্যান্য দানে এরূপ দেখা যায় না। অন্যান্য দান হতে কঠিন চীবর দানের পদ্ধতিও ভিন্ন।

কঠিন চীবর দানের পদ্ধতি

যে দিন কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেদিনের সূর্য উদয় থেকে পরদিন সূর্যোদয়ের পূর্ব সময় পর্যন্ত কঠিন চীবরদান দেওয়া যায়। এ সময়ের মধ্যে কাপড় বোনা, সেলাই, রং প্রভৃতি কাজ একই দিনে করতে পারলে ভালো। এ নিয়মে তৈরিকৃত চীবর দান করলে অধিকতর কায়িক, বাচনিক এবং মানসিক পুণ্য লাভ হয়। বাজার থেকে ক্রয় করা কাপড় সেলাই করেও দান দেওয়ার বিধান রয়েছে। তবে এরূপ দানের পূর্বে শীলানুস্মৃতি ও মৈত্রী ভাবনায় রত থাকা ভালো। কমপক্ষে পাঁচজন ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এ দানকার্য সম্পন্ন করতে হয়।

কঠিন চীবরদান উপলক্ষে সর্বত্র বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নানা কর্মসূচিতে এ দানানুষ্ঠান উৎসবে রূপ নেয়। তবে এ অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সংযম চর্চা অপরিহার্য। প্রথমে ত্রিশরণ গ্রহণ করে পঞ্চশীল নিতে হয়। তারপর ধর্ম দেশনা হয়। পরে নিচের পালি উৎসর্গ গাথাটি উচ্চারণ করে উপস্থিত ভিক্ষুসংঘকে চীবর দান করতে হয়।

ইমং কঠিন চীবরং ভিক্‌খুসঙ্ঘস্‌স দেম, কঠিন অত্থরিতুং।

দুতিযম্পি ইমং কঠিন চীবরং ভিক্‌খুসঙ্ঘস্‌স দেম, কঠিনং অত্থরিতুং।

ততিযম্পি ইমং কঠিন চীবরং ভিক্‌খুসঙ্ঘস্‌স দেম, কঠিন অত্থরিতুং।

বাংলা অনুবাদ

কঠিনরূপে (নিয়ম–নীতির ধারায়) অর্থপূর্ণ পরিধেয় করার জন্য এ কঠিন চীবরখানি ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

দ্বিতীয়বারও কঠিনরূপে অর্থপূর্ণ পরিধেয় করার জন্য এ কঠিন চীবরখানি ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

তৃতীয়বারও কঠিনরূপে অর্থপূর্ণ পরিধেয় করার জন্য এ কঠিন চীবরখানি ভিক্ষুসংঘকে দান করছি।

বৌদ্ধধর্মীয় সকল বিষয়ে এভাবে একই কথা তিনবার উচ্চারণের বিধান রয়েছে। এতে মনের সংশয় দূর হয়। করণীয় বিষয়ে একাগ্রতা বাড়ে। অর্থাৎ দান কাজে শ্রদ্ধা ভক্তি ও মনঃসংযোগ সুদৃঢ় করার জন্য এক কথাকে তিনবার উচ্চারণ করতে হয়। উৎসর্গ গাথা পাঠ করার পর ভিক্ষুসংঘের হাতে কঠিন চীবরখানি তুলে দিতে হয়।

ভিক্ষুসংঘ আবার সে চীবর বিনয়সম্মত ও অর্থপূর্ণ করার জন্য সীমাঘরে নিয়ে যান। সেখানে ত্রিপিটক থেকে 'কম্মবাচা' পাঠ করে সংঘের অনুমোদনক্রমে বিহারস্থ উপযুক্ত ভিক্ষুকে দেওয়া হয়। তিনি কঠিন চীবরের পঞ্চফল লাভ করেন। তবে বিনয়ের নিয়ম অনুসারে বিহারের অন্যান্য ভিক্ষুকেও কঠিন চীবর অনুমোদন করতে হয়।

উপাসক-উপাসিকাগণ কঠিন চীবর দান করছেন

আনুষ্ঠানিকতা

শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে কঠিন চীবর দান উদ্‌যাপন করা হয়। উৎসবের পূর্বদিন বিহারকে অপূর্বরূপে সাজানো হয়। তোরণসজ্জিত করা হয়। প্রত্যেক গৃহে অতিথি আত্মীয়–স্বজনের সমাগম হয়। বিভিন্ন বিহার হতে ভিক্ষুসংঘের আগমন হয়। পুরো এলাকায় উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়। এসময় বিহারের বাইরে নানা দ্রব্যের পসরা সাজিয়ে মেলা বসে। এ মেলাতে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করে।

অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মর্যাদার সাথে জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বৌদ্ধ নরনারী ও শিশু–কিশোর যুবক সকলে নানারঙের পোশাক পরিধান করে নানারকম দানীয় দ্রব্য নিয়ে বিহারে আসে। এতে দূর-দূরান্ত থেকেও অনেক ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকা যোগদান করেন। এ উপলক্ষে ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘক্ষণ ধর্মালোচনা চলে। শেষে ধর্মীয় কীর্তন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে বিহার প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে।

কঠিন চীবর দানের সুফল

ভগবান বুদ্ধ পাঁচশ অর্হৎ শিষ্যের উদ্দেশে কঠিন চীবর দানের সুফল বর্ণনা করেছিলেন। স্থান ছিল হিমালয়ের অনবতপ্ত হ্রদ। সেখানে তিনি শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে উপবেশন করেন। মনে হয়েছিল যেন দেবসভা। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর তাঁর আসন দেবলোকের সৌন্দর্যকে হার মানায়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে নাগিত স্থবির কঠিন চীবর দান করে জন্মজন্মান্তরে যে দানফল ভোগ করেছিলেন তা বর্ণনা করেন। নাগিত স্থবির কঠিন চীবর দানের সুফল সম্পর্কে বলেন-

১. ত্রিশ কল্প পূর্বে শিখী বুদ্ধের সময় আমি মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তখন আমি ভিক্ষুসংঘকে কঠিন চীবর দান করি। সেই দানের ফলে এযাবৎ আমি কোনো দুর্গতি ভোগ করিনি।

২. আমি আঠার কল্পকাল দেবলোকে দিব্যসুখ ভোগ করেছি। চৌত্রিশবার দেবরাজ ইন্দ্র হয়েছি।

৩. সহস্রবার দেবরাজ্যে ব্রহ্ম হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। ব্রহ্মলোক হতে চ্যুত হলে মনুষ্যলোকে উচ্চবংশে মহা-ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেছি।

৪. রাজচক্রবর্তী-সুখ ভোগ করেছি। যেখানে জন্মেছি সেখানেই সম্পদ লাভ করেছি। কোনোদিন অভাব-অনটন ভোগ করিনি।

নাগিত স্থবিরের পর বুদ্ধ কঠিন চীবর দানের সুফল বর্ণনা করেন, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. কোনো দাতা অন্যান্য দানীয় বস্তু একশত বছর দান করলেও তার ফল একখানি কঠিন চীবর দানের ষোল ভাগের একভাগও হয় না।

২. কোনো দাতা শতবর্ষ পর্যন্ত পাত্র-চীবরাদি ভিক্ষুদের ব্যবহার্য অষ্টপরিষ্কার দান করে, তার ফলও কঠিন চীবর দানের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগ হয় না।

৩. কোনো দায়ক সুমেরু পর্বততুল্য স্তূপ করে ভিক্ষুসংঘকে ত্রিচীবর দান করলেও তার ফল কঠিন চীবর দানের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগ হয় না।

৪. কোনো দাতা স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত চুরাশি হাজার বিহার ভিক্ষুসংঘকে দান করলেও তার ফল কঠিন চীবর দানের দ্বারা অর্জিত পুণ্যের ষোল ভাগের একভাগ হয় না।

৫. সর্বজ্ঞবুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যগণ সকলেই কঠিন চীবর দানের ফলেই অমৃতপদ লাভ করেছেন।

৬. কঠিন চীবর দানের ফলে সকল প্রকার ধনসম্পদ, সুকৃতি এবং স্বর্গ লাভ হয়।

কঠিন চীবর দানের ফল জন্ম-জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। তাই শ্রদ্ধাচিত্তে জীবনে একবার হলেও কঠিন চীবর দান করা সকলের উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কঠিন চীবর দানের পটভূমি বর্ণনা কর।

কঠিন চীবর দানের বুদ্ধ বর্ণিত পাঁচটি সুফল লেখ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বর্ষাবাস বুদ্ধ প্রবর্তিত .... অংশ ।

২. অনুসরণ রীতি ও সময় অনুসারে .... পাঁচ প্রকার।

৩. ভিক্ষুদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোকে একত্রে ....বলা হয়।

৪. কঠিন চীবর লাভকারী ভিক্ষু ....পাপ থেকে রক্ষা পায়।

৫. কঠিন চীবর দানের ফলে সকল প্রকার .... সুকৃতি এবং ....লাভ হয়।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. বর্ষাবাস বৌদ্ধদের একটি গুরুত্বপূর্ণ	পঞ্চশীল পালন করেন
২. বর্ষাবাসব্রতকে ভিক্ষুদের আত্মশুদ্ধির	তৃষ্ণার ক্ষয় হয়
৩. গৃহী বৌদ্ধরা	শ্রেষ্ঠ
৪. চিত্তকে শুদ্ধ করতে পারলে	ধর্মীয় অনুষ্ঠান
৫. আর্য শব্দের অর্থ	অধিষ্ঠান বলে

২০১৯

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বর্ষাবাসব্রত কোথায়, কত মাস পালন করতে হয়?

২. কোন কোন তিথিতে ভিক্ষুসংঘ পাতিমোক্খ আবৃত্তি করেন?

৩. 'উপোসথ' বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বর্ষাবাসব্রত কখন, কেন পালন করা হয় লেখ।

২. কী উদ্দেশ্যে বুদ্ধ বর্ষাবাসব্রত পালনের বিধান দিয়েছিলেন বর্ণনা কর।

৩. বর্ষাবাসব্রতে ভিক্ষু ও গৃহীদের করণীয় ব্যাখ্যা কর।

৪. উপবাস ও উপোসথের পার্থক্যসমূহ চিহ্নিত কর।

৫. কঠিন চীবর দান কখন, কোথায় ও কীভাবে করা হয় তা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. উপোসথ কারা পালন করতে পারেন?

ক. ভিক্ষু খ. গৃহী

গ. সন্ন্যাসী ঘ. ভিক্ষু ও গৃহী

২. ভগবান বুদ্ধ কতজন ভিক্ষুকে কঠিন চীবর দানের ফল বর্ণনা করেন?

ক. ৩০০ খ. ৪০০

গ. ৫০০ ঘ. ৬০০

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও –

সমীর বড়ুয়া আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কার্তিকী পূর্ণিমা পর্যন্ত শীল পালন করেন। বিহারে অনুষ্ঠিতব্য দানোৎসবে তিনি চীবর দান করার সুযোগ পান।

৩. সমীর বড়ুয়া কোন অনুষ্ঠানে চীবর দান করলেন?

ক. সংঘদান খ. অষ্টপরিস্কার দান

গ. কঠিন চীবর দান ঘ. পুগ্গলিক দান।

৪. উক্ত দানের ফলে সমীর বড়ুয়া লাভ করতে পারে—

ক. স্বর্গসুখ খ. ধনী পরিবারে জন্ম

গ. রাজচক্রবর্তী সুখ ঘ. দিব্যসুখ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বোধিমিত্র ভিক্ষু বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন এলাকায় সফর শুরু করেন। একপর্যায়ে বর্ষাবাদল শুরু হলে, তিনি ধর্মপাল বিহারে গিয়ে পৌছালেন। সেখানে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করে ধর্মীয় আলোচনা, ধ্যান-সাধনা ও বিদ্যাচর্চা করে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। কয়েকদিন যাওয়ার পর পাশের গ্রামের একটি বিহারের তাঁর গুরু ভন্তে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে সেবাযত্ন করার জন্য বোধিমিত্র ভিক্ষু ধর্মপাল বিহার ত্যাগ করলেন এবং ভন্তেকে নিয়ে হাসপাতালে গেলেন। চার দিন পর গুরু ভন্তে সুস্থ হয়ে উঠলে তিনি আবার ধর্মপাল বিহারে ফিরে এসে ধ্যান-সাধনায় নিয়োজিত হলেন। কিন্তু এভাবে বোধিমিত্র ভিক্ষুর বিহার ত্যাগ করাকে অনেকে পছন্দ করলেন না।

ক. কয় মাস ধরে বর্ষাবাস পালন করা হয়?

খ. ভিক্ষুরা বর্ষাবাস পালন করেন কেন?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাটি বৌদ্ধধর্মের কোন আচার অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বোধিমিত্র ভিক্ষুর বিহার ত্যাগ করে হাসপাতালে রাতযাপন ঘটনাটি বর্ষাবাস ব্রত বিধানের লঙ্ঘন'- বক্তব্যটির যথাযর্থতা বিশ্লেষণ কর।

২. সুমনা ও প্রীতি চাকমা দুই বোন। বর্ষাবাসব্রতকালীন সময়ে তারা বিহারে গিয়ে উপোসথ গ্রহণ করে। সুমনা চাকমা ঐ সময়ে ভিক্ষুকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দান করে এবং সারাদিন বুদ্ধ, ধর্ম, শীলানুস্মৃতি ও মৈত্রী ভাবনায় রত থাকে। অপরদিকে প্রীতি চাকমা উপোসথ গ্রহণ করলেও সুমনা চাকমার মতো ধ্যানচর্চা করে না। সে ধর্ম চিন্তা বাদ দিয়ে ভোগবিলাস ও পরিবারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে চিন্তা করে।

ক. ভিক্ষুদের জ্যেষ্ঠতা কীভাবে নির্ধারণ করা হয়?

খ. বৌদ্ধধর্মে উপোসথের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. সুমনা চাকমার আচরণটি উপোসথের সাথে সংগতিপূর্ণ–উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।

ঘ. প্রীতি চাকমার আচরণটি গোপালক উপোসথের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ–তুমি কি তার সঙ্গে একমত? মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

চরিতমালা

পৃথিবীতে অনেক জ্ঞানী ও গুণী মানুষের জন্ম হয়েছে। মানুষের কল্যাণে তাঁরা অনেক মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন। কর্মগুণে তাঁরা পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। তাঁদের জীবনী পাঠ করে মানুষ নৈতিক জীবনযাপন এবং কুশল ও মহৎ কর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এরূপ অনেক ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রেষ্ঠী এবং উপাসক-উপাসিকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা কর্মগুণে বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। ভিক্ষুদের থের বা স্থবিরও বলা হয়। ভিক্ষুণীদের থেরী বলা হয়। এ অধ্যায়ে আমরা কয়েকজন বৌদ্ধ থের-থেরী এবং বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবন চরিত পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* থের–থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবন কাহিনি বর্ণনা করতে পারব।
* থের–থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবন কাহিনির ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

মহাকশ্যপ থের

মহাকশ্যপ ছিলেন বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক। বহু জন্মের পুণ্যফলে একসময়ে তিনি ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে গৌতম বুদ্ধের সময়ে মগধ রাজ্যের অন্তর্গত মহাতীর্থ নামক এক ব্রাহ্মণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল কপিল ব্রাহ্মণ। তাঁর গৃহী নাম ছিল পিপ্‌পলী মানব। ক্রমে পিপ্‌পলী মানব বড় হন। বড় হয়ে বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল ভদ্রা কপিলানি। তিনি ছিলেন মদ্দরাজ্যের সাগল নগরে কোশীয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণের কন্যা। তিনি খুবই সুন্দরী ছিলেন। জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনের প্রভাবে তাঁদের উভয়ের বিয়ে হয়। তাঁরা খুব ধার্মিক ছিলেন। সংসারধর্ম পালন করলেও তাঁরা ব্রহ্মচর্য জীবনযাপন করতেন। ব্রহ্মলোক থেকে যাঁরা পৃথিবীতে জন্ম নেন সংসারধর্মে তাঁদের আসক্তি থাকে না। পিপ্‌পলী মানব ও ভদ্রা কপিলানিরও তাই হলো। পিতার মৃত্যুর পর পিপ্‌পলী মানব ও ভদ্রা কপিলানি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু ধন-সম্পদের প্রতি তাঁদের কোনো আকর্ষণ ছিল না। পিপ্‌পলী মানব গৃহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি সংকল্পের কথা স্ত্রী ভদ্রা কপিলানিকে জানান। স্বামীর সংকল্পের কথা শুনে ভদ্রা কপিলানিও গৃহত্যাগের সংকল্প করেন। সমস্ত সম্পত্তি দান করে তাঁরা গৃহত্যাগের প্রস্তুতি নেন। তখন স্বামী বললেন, আমাদের একসঙ্গে গৃহত্যাগ করা উচিত হবে না। লোকে ভাববে, গৃহত্যাগ করা সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে বাস করছে। এ রকম ভাবলে লোকের পাপ হবে। তখন কপিলানি বললেন, আপনার কথাই সত্য। আমরা একপথে যাব না। আপনি ডান দিকে যান, আমি বাম দিকে যাব। এই বলে তিনি স্বামীকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করেন এবং বাম দিকে যাত্রা করেন। পিপ্‌পলী মানব ডান দিকে যাত্রা করেন। ঠিক সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে ভূমিকম্প এবং আকাশে ভয়ানক শব্দ হয়।

গৌতম বুদ্ধ তখন বেণুবনের মূলগন্ধ কুটিরে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধ দিব্যজ্ঞানে বুঝতে পারলেন, পরম ব্রহ্মচর্যধারী স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ও কঠিন ত্যাগের প্রকাশ এবং গুণপ্রভাবই হঠাৎ ভূমিকম্প ও ভয়ানক শব্দ হওয়ার কারণ। তিনি আরও জানতে পারলেন তাঁরা উভয়েই বুদ্ধের উদ্দেশ্যে সংসার ত্যাগ করেছেন। তখন বুদ্ধ কাউকে কিছু না বলে কুটিরের বাইরে এলেন। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে রাজগৃহ ও নালন্দার মধ্যবর্তী এক বিরাট বটবৃক্ষমূলে এসে পদ্মাসনে বসলেন। তখন বটবৃক্ষের চারদিক দিব্যজ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠল। পিপ্‌পলী মানব পথ চলতে চলতে সেখানে উপস্থিত হন। দূর থেকে বুদ্ধকে দেখেই ভক্তিতে তাঁর চিত্ত আপ্লুত হয়ে ওঠে। তিনি বুদ্ধের সামনে গিয়ে বন্দনা করে বললেন : ভন্তে ভগবান, আপনিই আমার শাস্তা, আমি আপনারই শিষ্য।

বুদ্ধ তখন পিপ্‌পলী মানবের গুণের প্রশংসা করলেন। তারপর তাঁকে ত্রিশরণ গ্রহণ দ্বারা উপসম্পদা প্রদান করেন। ভিক্ষু হওয়ার পর তাঁর নাম রাখা হয় মহাকশ্যপ। দীক্ষার পর মহাকশ্যপকে সঙ্গে করে বুদ্ধ বেণুবনের পথে যাত্রা করেন। কিছুদূর আসার পর বুদ্ধ এক বৃক্ষের নিচে বসতে ইচ্ছা করলেন। মহাকশ্যপ তাড়াতাড়ি নিজের সঙ্ঘাটি চীবর চার ভাঁজ করে বুদ্ধকে বসতে দিলেন। বুদ্ধ বললেন : কশ্যপ, তোমার সঙ্ঘাটি চীবরখানা অতি মৃদু। মহাকশ্যপ ভাবলেন, শাস্তা যখন চীবরখানা মৃদু বলছেন, তাহলে তা পরিধান করতে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না। এই কথা ভেবে কশ্যপ বললেন ; ভন্তে, ভগবান, এই সঙ্ঘাটি চীবর আপনি পরিধান করুন। বুদ্ধ সেটা গ্রহণ করেন এবং বিনিময়ে তাঁকে "বুদ্ধের নিজের পরনের" কাপড় প্রদান করেন। এভাবে তাঁদের মধ্যে চীবর বিনিময় হয়। কশ্যপের চীবর বুদ্ধ এবং বুদ্ধের চীবর কশ্যপ পরিধান করলেন।

দীক্ষা গ্রহণের আট দিন পর মহাকশ্যপ অর্হত্ব ফল লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের ডেকে মহাকশ্যপের অশেষ গুণের প্রশংসা করলেন। বুদ্ধের ধর্ম–দর্শনে তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তাঁর অশেষ গুণরাশির কথা বিবেচনা করে ভিক্ষুগণ তাঁকে অগ্রমহাশ্রাবক পদে অধিষ্ঠিত করেন। অন্যদিকে ভদ্রা কপিলানিও মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর ধর্মবাণী সংগ্রহের জন্য এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা প্রথম মহাসঙ্গীতি নামে অভিহিত। মহাকশ্যপ থের সেই সঙ্গীতিতে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হন। ধর্মবাণী সংগ্রহের জন্য তিনি পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করেন। তিনি সভাপতির আসন অলংকৃত করে উপালিকে বিনয় এবং আনন্দকে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁরা যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। তাঁদের ব্যাখ্যাকৃত ধর্ম-বিনয় উপস্থিত ভিক্ষুসংঘ অনুমোদন করেন। এভাবে মহাকশ্যপ থের'র সভাপতিত্বে প্রথম মহাসঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংগৃহীত হয়।

মহাকশ্যপ বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের অন্যতম ছিলেন। তিনি মহাজ্ঞানী এবং শীলবান ভিক্ষু ছিলেন। মহাপরিনির্বাণের পর মল্লরা বুদ্ধের দেহ শশ্মানে দাহ করতে অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা একে একে ব্যর্থ হয়ে যায়। শেষে মহাকশ্যপ থের বুদ্ধের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বন্দনা করেন। তারপর বুদ্ধের চিতায় আপনা আপনি আগুন জ্বলে ওঠে। অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি ভিক্ষুদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। কয়েকটি উপদেশ নিচে তুলে ধরা হলো।

১। ভিক্ষুগণ বহুপরিষদ পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করবে না। কারণ পরিষদ পরিচালনায় চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়। বহুজনের সঙ্গ একাগ্রতা নষ্ট করে। ফলে সমাধি দুর্লভ হয়। নানাজনের নানা রুচি পূর্ণ করা দুঃখকর। এ কারণে পরিষদ পরিচালনায় বহুবিধ দোষ জ্ঞান চক্ষে দেখে তা হতে বিরত থাকবে।

২। প্রব্রজিতরা কখনো পৌরহিত্বে আত্মনিয়োগ করবে না। কারণ পৌরহিত্ব কাজে চিত্ত বিকারগ্রস্ত হয়। ভিক্ষুগণ রস ও তৃষ্ণায় অনুরক্ত হয়। ফলে মার্গফল লাভ হতে বঞ্চিত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ বহুকাজে যোগদান করবে না। পাপীমিত্র বর্জন করবে। বস্তুগত লাভ বৃদ্ধির চেষ্টা করবে না। রসতৃষ্ণায় অভিভূত ভিক্ষু শীলবিশুদ্ধি পরিত্যাগ করে থাকে।

৪। যাঁদের লজ্জা-ভয় সর্বদা বিদ্যমান থাকে তাঁদের ব্রহ্মচর্য গুণ শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাঁরা পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

কার সভাপতিত্বে এবং কীভাবে বুদ্ধের ধর্মবাণী সংগৃহীত হয়েছিল?

মহাকশ্যপ থের'র কয়েকটি উপদেশ লেখ।

পাঠ : ২

উৎপলবর্ণা

ঋদ্ধি শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্যান-সাধনার প্রভাবে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন। গৌতম বুদ্ধের শিষ্য ও শিষ্যাদের মধ্যে অনেকে ঋদ্ধিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেরী উৎপলবর্ণা ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তবে এই ঋদ্ধিশক্তি তিনি এক জন্মে লাভ করেননি। এজন্য তাঁকে বহু জন্মে সাধনা করতে হয়েছিল। জানা যায়, পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় তিনি হংসবতী নগরের এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তিনি ধর্মপরায়ণা ছিলেন। বড় হয়ে তিনি প্রায়ই পদুমুত্তর বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতে বিহারে যেতেন। একদিন বিহারে গিয়ে দেখেন পদুমুত্তর বুদ্ধ একজন ভিক্ষুণীকে শ্রেষ্ঠ ঋদ্ধিমতীর স্থান দিয়েছেন। এটি দেখে তাঁর মনের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ ঋদ্ধিমতী হওয়ার ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি এক সপ্তাহব্যাপী পদুমুত্তর বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের ভক্তি সহকারে মহাপূজা দান করেন। পূজা শেষে তিনি পদুমুত্তর বুদ্ধকে বন্দনা করে শ্রেষ্ঠ ঋদ্ধিমতী হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। পদুমুত্তর বুদ্ধ তাঁর ইচ্ছা পূরণ হওয়ার জন্য আশীর্বাদ করেন।

অতঃপর বহু জন্মের পুণ্য সঞ্চয় করে গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় উৎপলবর্ণা। উৎপল শব্দের অর্থ নীল পদ্ম। তাঁর গায়ের রং ছিল নীল পদ্মের মতো। তাই এরূপ নামকরণ করা হয়েছিল। শুধু রূপেই নয় গুণেও তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। আস্তে আস্তে উৎপলবর্ণা বড় হলেন। তাঁর রূপ ও গুণের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর রূপে–গুণে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে রাজা, মহারাজা ও শ্রেষ্ঠীগণ তাঁর পিতার নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। শ্রেষ্ঠী বুঝতে পারলেন মহাবিপদ সন্নিকটে। এক রাজার সঙ্গে মেয়েকে বিয়ে দিলে অন্য রাজা অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হবেন। এতে শত্রুতা বাড়বে। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে। অনেক মানুষের মৃত্যু হবে। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য তিনি উপায় খুঁজতে থাকেন। অবশেষে উপায় স্বরূপ তিনি কন্যাকে বললেন,

মা, তুমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারবে কি? তাঁর ছিল অতীত জন্মের সঞ্চিত পুণ্যরাশি। খুশি হয়ে উৎপলবর্ণা পিতাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সম্মতি প্রদান করেন। পিতাও খুশি হয়ে উৎপলবর্ণাকে ভিক্ষুণীদের কাছে নিয়ে গেলেন। ভিক্ষুণীরা তাঁকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের অল্প দিনের মধ্যেই উৎপলবর্ণার ওপর উপোসথ কক্ষের কিছু কাজের ভার অর্পিত হলো। দায়িত্ব হিসেবে তিনি উপোসথ গৃহের বিভিন্ন কর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি ধ্যানসাধনায় আত্ম নিয়োগ করেন। সাধনার বলে তিনি প্রথমে পূর্বজন্মের স্মৃতি, পরচিত্ত জ্ঞান, দিব্যচক্ষু, দিব্যশ্রুতি জ্ঞান ও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করলেন। পরিশেষে অর্হত্বফল লাভ করলেন।

বুদ্ধ জেতবনে সংঘ সম্মেলনে কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ উৎপলবর্ণাকে ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠার আসন দান করেন। অর্হত্ব ফল লাভ করে উৎপলবর্ণা সাধনা ও সিদ্ধির পরম সুখ চিন্তা করে কতগুলো গাথা আবৃত্তি করেন। গাথাগুলোর মধ্যে কয়েকটির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো।

১। পূর্বজন্মের স্মৃতি আমার অধিকারে। পরচিত্ত জ্ঞান আমি অর্জন করেছি। দিব্যচক্ষু ও দিব্যশ্রুতি আমার অধিকারে।

২। আমি ঋদ্ধিপ্রাপ্ত। আমি আসবমুক্ত। আমি ষড় অভিজ্ঞতায় পারদর্শিনী। বুদ্ধ শাসনে যুক্ত হওয়ায় আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে।

৩। চিত্ত আমার বশীভূত। আমি ঋদ্ধিপাদে প্রতিষ্ঠিত। ষড় অভিজ্ঞায় পারদর্শীনী। কাম, তৃষ্ণা ও স্কন্ধসমূহ শূলের ন্যায় বিদ্ধ করে। ভোগের আনন্দ আমার কাছে তুচ্ছ। অজ্ঞানের অন্ধকার বিদূরিত করে আমি সর্ববিধ ভোগতৃষ্ণার বিনাশ সাধন করেছি।

অনুশীলনমূলক কাজ

উৎপলবর্ণা প্রব্রজ্যা গ্রহণ না করলে কী সমস্যা সৃষ্টি হতে পারত লেখ।

পাঠ : ৩

আম্রপালি

আম্রপালির জন্ম হয়েছিল বৈশালীর রাজোদ্যানের একটি বড় আম গাছের নিচে। উদ্যান রক্ষক তাঁকে লালন পালন করেন। আম গাছের তলায় জন্ম বলে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল আম্রপালি। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আম্রপালি অপূর্ব সুন্দরী হয়ে ওঠে। তাঁর রূপ সৌন্দর্যে আশ-পাশের রাজ্যের রাজপুত্রগণ মুগ্ধ ছিলেন। সকল রাজপুত্র যেভাবেই হোক তাঁকে বিয়ে করার সংকল্প করেন। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁকে বিয়ে করা রাজপুত্রদের মধ্যে মর্যাদার বিষয় হয়ে দেখা দিল। ফলে রাজপুত্রদের মধ্যে কলহের সূত্রপাত হলো। ক্রমে এই কলহ যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করল। অবশেষে কলহের অবসান ঘটানোর জন্য আম্রপালি কাউকেও বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি রাজনর্তকির জীবন বেছে নিলেন। ফলে সকল রাজপুত্রের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হলো।

আম্রপালি ক্রমে রাজ–রাজাদের কাছ থেকে অনেক অর্থ–বিত্ত ও ভূ-সম্পত্তি লাভ করলেন। মধ্য বয়সে একদিন বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে তিনি অনিত্যতা উপলব্ধি করলেন। বুঝতে পারলেন দেহ, রূপ , যৌবন সবই নশ্বর

এবং ক্ষণস্থায়ী। অতঃপর ধর্মদেশনা শোনার জন্য সশিষ্য বুদ্ধকে তিনি নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আম্রপালির গৃহে উপস্থিত হন। আম্রপালি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের শ্রদ্ধাসহকারে খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। বুদ্ধ আম্রপালির মধ্যে বিমুক্তির লক্ষণ দেখে তাঁকে ধর্মদেশনা করেন। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে আম্রপালি নিজের উদ্যানে বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের দান করেন। এ সময় তিনি বুদ্ধের ধর্মনীতি অনুশীলনে ব্রতী হয়ে ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষিত হন। দীক্ষিত হয়ে তিনি ধ্যান-সাধনায় মনোনিবেশ করেন। অনিত্যতাকে ধ্যানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে তিনি ধ্যান সমাধির অনুশীলন শুরু করেন। ক্রমে তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন। ফলে তিনি অতীত জীবনের ঘটনাবলি দেখতে পেতেন।

অর্ন্তদৃষ্টি লাভ করে একদিন তিনি নিজের অতীত জীবনের ঘটনা অবলোকন করছিলেন। তিনি দেখলেন যে, জন্ম–জন্মান্তরে বিভিন্ন ভালো কাজের মাধ্যমে সঞ্চিত পুণ্যরাশির ফলে তিনি শিখী বুদ্ধের সময় জন্মগ্রহণ করে ভিক্ষুণী সংঘে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তখন একদিন অন্যান্য ভিক্ষুণীদের সাথে তিনি চৈত্য পূজায় যোগদান করেন। পূজা শেষে চৈত্য প্রদক্ষিণের সময় তাঁর সামনে ছিলেন একজন বয়োজ্যেষ্ঠ অর্হৎ ভিক্ষুণী। সেই ভিক্ষুণী হঠাৎ চৈত্যের অঙ্গনে থুথু ফেলেন। এটি দেখে আম্রপালি বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুণীকে লক্ষ করে কটূক্তি করেন। এই কটূক্তি জনিত পাপের ফলে গৌতম বুদ্ধের সময় তাঁকে ঘরের বাইরে গাছের নিচে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে এবং তিনি সংসার জীবনযাপন করতে পারেন নি।

তিনি সর্ব বস্তুর অনিত্যতাকে ধ্যানের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে ধ্যানে রত হন। অর্হত্ব ফল লাভ করে তিনি জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল ছিন্ন করেন এবং সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করেন। মুক্তির নির্মল আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তিনি অনেকগুলো গাথা ভাষণ করেন। নিচে তাঁর ভাষিত গাথার সারমর্ম তুলে ধরা হলো :

'একসময় আমার এই দেহ অপূর্ব সুন্দর ও লাবণ্যময় ছিল। জরাগ্রস্ত হয়ে তা এখন প্রলেপ খসে পড়া ঘরের মতো জীর্ণ হয়ে পড়েছে। মূলত এ দেহ দুঃখের আলয়।'

আম্রপালির জীবন পাঠে আমরা দেখতে পাই, কর্মের প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই ভোগ করতে হয়। কর্মের ফল ভোগ থেকে কেউ রেহাই পায় না। ভালো কাজের সুফল যেমন আছে তেমনি খারাপ কাজের শাস্তিও রয়েছে। তাই মানুষকে সব সময় ক্রোধ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কাউকে কটু কথা বলা উচিত নয়। কর্মের পরিণাম চিন্তা করে সকলের অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

দেহ, রূপ, যৌবন সবই নশ্বর এবং ক্ষণস্থায়ী – এ উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর।

পাঠ : ৪

শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক

বুদ্ধের জীবিতকালে ভিক্ষু ছাড়াও অনেক গৃহী বুদ্ধের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনাথপিণ্ডিক ছিলেন অগ্রগণ্য। সে সময়ে শ্রাবস্তীতে সুমন নামে এক শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। সুদত্ত নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুদত্ত উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার বিশাল ধনসম্পদের অধিকারী হন। এরকম ধনবানদের শ্রেষ্ঠী বলা হয়। সুদত্ত শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। গরিব ও দুঃখীদের তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। কোনো অসহায় মানুষ তাঁর বাড়ি থেকে শূন্য হাতে ফিরে যেত না। বিশেষত তিনি অনাথদের

২০২৫

পিন্ড দান করতেন। পিন্ড হলো আহার বা খাদ্যদ্রব্য। অনাথদের অকাতরে পিন্ড দান করতেন বলেই সকলের কাছে তিনি 'অনাথপিন্ডিক' নামে পরিচিত হন।

এক সময় বুদ্ধ রাজগৃহের জেতবনে অবস্থান করছিলেন। সে সময় অনাথপিন্ডিক ব্যবসার কাজে রাজগৃহে আসেন। সেখানে এক শ্রেষ্ঠী বন্ধুর বাড়িতে তিনি অতিথি হন। আগেও অনাথপিন্ডিক কয়েকবার বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলেন। তখন তিনি অনেক আদর যত্ন লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁকে আগের মতো সমাদর করতে কেউ এগিয়ে এলো না। তাঁর বন্ধুও ছিলেন খুব ব্যস্ত। তিনি বন্ধুর নিকট ব্যস্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বন্ধু তাঁকে বললেন, আমি বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছি। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ আমার বাড়িতে আসবেন। তাঁকে সেবা-যত্ন ও আপ্যায়ন করার জন্য আমরা সবাই ব্যস্ত।

বুদ্ধের আগমনের কথা শুনেই অনাথপিন্ডিকের মন আনন্দে ভরে উঠল। তিনি আর কিছুই বললেন না। সে রাতে ভালো করে ঘুমাতেও পারলেন না। খুব ভোরে উঠে তিনি জেতবনে বুদ্ধের কাছে গেলেন। বুদ্ধ তখন চংক্রমণ করছিলেন। শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে বন্দনা করে এক পাশে বসলেন। বুদ্ধ তাঁর মনের অবস্থা জেনে তাঁকে ধর্মদেশনা করলেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অনাথপিন্ডিক সেখানেই স্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। স্রোতাপত্তি হল নির্বাণ লাভের প্রথম ধাপ। মনের একাগ্রতা সাধনের মাধ্যমে এটি অর্জিত হয়। ফেরার সময় অনাথপিন্ডিক বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস যাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। বুদ্ধ তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

অনাথপিন্ডিক শ্রাবস্তীতে ফিরে গিয়ে 'কী করলে বুদ্ধ খুশি হবেন' এ বিষয়ে ভাবতে লাগলেন। শ্রাবস্তীতে রাজকুমার জেত-এর মনোরম একটি উদ্যান ছিল। তাঁকে অনেক অনুরোধ করে আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেই উদ্যান ক্রয় করলেন। সেখানে নির্মাণ করলেন মনোরম মহাবিহার। এই বিহারের মাঝখানে বুদ্ধের জন্য নির্মিত হয় 'মূলগন্ধকুটি বিহার'। এর চারদিকে নির্মিত হয় আটজন স্থবিরের জন্য পৃথক ভবন। এ ছাড়া সেখানে নির্মিত হল চংক্রমণশালা, ভিক্ষুদের জন্য আশ্রম, দিঘি প্রভৃতি। রাজগৃহ থেকে শ্রাবস্তীর দূরত্ব প্রায় নব্বই মাইল। তিনি বুদ্ধের যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতি দুই মাইল অন্তর মোট পঁয়তাল্লিশটি বিশ্রামাগার নির্মাণ করালেন। এসব নির্মাণে খরচ হয় আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা।

তিন মাস ধরে চলে বিহারে দান অনুষ্ঠানের উৎসব। এ অনুষ্ঠানেও খরচ হয় আরও আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা। রাজকুমার জেত-এর নাম অনুসারে এই জায়গার নাম রাখা হয় জেতবন। বিহারের নাম রাখা হয় 'অনাথপিন্ডিকের' আরাম। অনাথপিন্ডিক অত্যন্ত বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। প্রতিদিন তিনবেলা তিনি সেই বিহারে যেতেন। বুদ্ধকে পূজা বন্দনা করতেন। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতেন। অনাথপিন্ডিকের বাড়িতে প্রতিদিন পাঁচশত ভিক্ষুর জন্য খাদ্য প্রস্তুত থাকত। বুদ্ধ উনিশবার অনাথপিন্ডিকের আরামে বর্ষাবাস যাপন করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে অনাথপিন্ডিকের অবদান শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণযোগ্য।

দান কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ অনাথপিন্ডিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এখন ও বিশ্ব বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করে। তাঁর প্রশংসা করে। তাঁর দান কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে দান ও সেবায় ব্রতী হতে চেষ্টা করে।

অনাথপিন্ডিকের জীবনী পাঠে বোঝা যায় যে, দান মানুষকে মহৎ করে। দানের মাধ্যমে পুণ্য, যশ-খ্যাতি, শ্রদ্ধা ও প্রশংসা লাভ হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

তোমার এলাকায় ধনী ব্যক্তিদের দানে নির্মিত প্রতিষ্ঠান বা মঙ্গলজনক কর্মসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২০২৪

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. মহাকশ্যপ ছিলেন বুদ্ধের প্রথম .... ।

২. গৌতম বুদ্ধ তখন বেণুবনের ----------- অবস্থান করছিলেন।

৩. দীক্ষা গ্রহণের......... দিন পর মহাকশ্যপ থের অর্হত্ব ফল লাভ করেন।

৪. থেরী উৎপলবর্ণা ভিক্ষুণীদের মধ্যে ঋদ্ধিশক্তিতে........... ছিলেন।

৫. তাঁর গায়ের রং ছিল ---------- মতো।

৬. ভালো কাজের ....যেমন আছে তেমনি খারাপ কাজের ....ও রয়েছে।

৭. দান কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ------------ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. মহাকশ্যপ বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্যদের	অকুশল কর্ম বর্জন করতে হবে
২. প্রাচীনকালে ধনবানদের বলা হয়	অন্যতম ছিলেন
৩. থের-থেরীর মধ্যে ঋদ্ধিশক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন	জেতবন
৪. কর্মের পরিণাম চিন্তা করে সকলকে	উৎপলবর্ণা
৫. জেত এর নাম অনুসারে স্থানটির নাম রাখা হয়	শ্রেষ্ঠী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. পিপ্‌পলী মানবের গৃহত্যাগের মূহূর্তে কেন পৃথিবীতে ভূমিকম্প হয়েছিল?

২. আম্রপালি নামকরণের কারণ কী?

৩. অনাথপিন্ডিক কোথায় বিহার নির্মাণ করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. থের মহাকশ্যপে'র ত্যাগের কাহিনিটি বর্ণনা কর।

২. উৎপলবর্ণা কীভাবে ঋদ্ধিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠার আসন লাভ করেছিলেন লেখ।

৩. আম্রপালির জীবনী হতে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে আমরা যে শিক্ষা পাই তা বর্ণনা কর।

৪. সুদত্ত শ্রেষ্ঠী কেন 'অনাথপিন্ডিক' নামে পরিচিত হলেন তার বর্ণনা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবকের নাম কী?

ক. সারিপুত্র　　খ. সিবলী বুদ্ধ

গ. অনাথপিণ্ডিক　　ঘ. মহাকশ্যপ

২. ‘পিন্ড’ শব্দের অর্থ কী?

ক. বিশেষ পাত্র　　খ. রাতের খাবার

গ. আহার বা খাদ্যদ্রব্য।　　ঘ. সুঁচ-সুতা

৩. কপিল ব্রাহ্মণ ও ভদ্রা কপিলানি সংসার জীবন ত্যাগ করেছিলেন কেন?

ক. অতীতকালে ব্রহ্মলোকে ছিলেন বলে

খ. উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ছিল বলে

গ. সামাজিক বাধা ছিল বলে

ঘ. আত্মীয়-স্বজনের কুপ্ররোচনায়

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বস্তির এক সাধারণ পরিবেশে সূচনার জন্ম। বড় হয়ে অপূর্ব সুন্দরী হওয়ার কারণে তিনি অনেক ধনীর দুলালের নজরে পড়েন। তাদের কুদৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিনি ভিক্ষুর ধর্মদেশনা শ্রবণ করে প্রব্রজ্যায় দীক্ষিত হন এবং ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেন।

৪. সূচনার মানসিক পরিবর্তনে উৎপলবর্ণার লক্ষণীয় দিক হলো–

i. অনিত্যতা
ii. বিমুক্তি
iii. নশ্বর

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i　　খ. ii

গ. i ও ii　　ঘ. ii ও iii

৫. উক্ত ধ্যান-সাধনার ফলে সূচনা কী অর্জন করতে পারেন?

ক. সমাধি　　খ. অন্তর্দৃষ্টি

গ. বহিঃদৃষ্টি　　ঘ. স্রোতাপত্তি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সুচিত্রা ও অর্পণা দুই বোন। রূপে ও গুণে দুজনে অপরূপা। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে সুচিত্রা বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনতে বিহারে যেতেন এবং শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুণী হওয়ার ইচ্ছা করতেন। পড়াশোনা শেষে তাদের পিতা সুচিত্রাকে বিয়ে দেওয়ার কথা বললে সে অনীহা প্রকাশ করে। কিন্তু সুচিত্রার রূপ ও গুণের কথা শুনে অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসে। এ অবস্থায় বিয়ে হলে এলাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কলহ ও রক্তপাত ঘটবে বিধায় পিতা মেয়ের সম্মতিতে 'সুচিত্রাকে' প্রব্রজ্যা গ্রহণ করান। অন্যদিকে অর্পণাকে বিয়ে করা নিয়ে উক্ত এলাকায় যুবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। অর্পণা বিয়েতে রাজি না হয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। একসময় বিহারে ধর্মচর্চায় অনুপ্রাণিত হলে, তাঁর মনে হয় দেহ, রূপ ও যৌবন সবই ক্ষণস্থায়ী ও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে।

ক. বুদ্ধের প্রথম মহাশ্রাবক কে ছিলেন?

খ. প্রথম মহাসঙ্গীতি কেন অনুষ্ঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সুচিত্রার ঘটনাটি কোন থেরীর জীবনের সঙ্গে মিল রয়েছে? বর্ণনা কর।

ঘ. 'দেহ, রূপ, যৌবন' সবই ক্ষণস্থায়ী ও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে'–অর্পণার এই উক্তিটির সঙ্গে আম্রপালির জীবন কাহিনি কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? বিশ্লেষণ কর।

২. বিধান ও নীলিমা উভয়ে ধার্মিক ছিলেন এবং তাঁদের গুণকীর্তন গ্রামের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। একসময় দুজনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তাদের সংসার জীবনের চেয়ে ব্রহ্মচর্যার প্রতি বেশি আগ্রহ ছিল। একসময় তারা এক ধর্মীয় পথ প্রদর্শকের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে গিয়ে তাঁদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রলয়ংকরী বিকট শব্দে পৃথিবী কেঁপে উঠল। এভাবে তাদের ধর্মযাত্রা সফল হয়।

ক. 'ঋদ্ধি' শব্দের অর্থ কী?

খ. ভিক্ষুগণ মহাকশ্যপকে অগ্রমহাশ্রাবক পদে অধিষ্ঠিত করেন কেন?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি কোন থের – থেরীর জীবনে সংঘটিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিধান ও নীলিমা ইহ ও পরজন্মে কী লাভ করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

নবম অধ্যায়

জাতক

জাতক সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের একটি অনন্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের বিভিন্ন কাহিনি ও ঘটনা বর্ণিত আছে। জাতকের কাহিনিগুলো নৈতিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। জাতকগুলোতে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই জাতককে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উৎস বা আধার হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনায় জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। এশিয়া মহাদেশের সাহিত্যের বিকাশ সাধনেও জাতকের অসীম প্রভাব রয়েছে। এ অধ্যায়ে আমরা জাতকের উৎপত্তি, গঠনশৈলী এবং কয়েকটি জাতক পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* জাতকের উৎপত্তি এবং জাতকের গঠনশৈলী ব্যাখ্যা করতে পারব।
* জাতকের বিভিন্ন কাহিনি বর্ণনা করতে পারব।
* জাতক পাঠ করে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

জাতকের উৎপত্তি ও গঠনশৈলী

বৌদ্ধধর্ম অনুসারে এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না। বোধিসত্ত্ব নানারূপে নানাকূলে জন্মগ্রহণ করে দান, শীল, পারমী ইত্যাদি পালনপূর্বক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করেছিলেন। প্রত্যেকটি জন্মে তিনি হিতকর কর্ম সম্পাদন করেন এবং নিজেকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব পাঁচশ' পঞ্চাশতম জন্মে বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন।

বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি অতীত জন্মসমূহের ঘটনাবলি দেখার সহায়ক জ্ঞানচক্ষু লাভ করেন। তিনি পূর্বজন্মের সব ঘটনা চোখের সামনে দেখতে পেতেন। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি এই অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তিনি শিষ্যদের ধর্মদেশনা করার সময় কথা প্রসঙ্গে তাঁর অতীত জীবনের বিভিন্ন কাহিনি ও ঘটনাবলি বলতেন। শিষ্যরা মনোযোগ সহকারে কাহিনিগুলো শুনতেন এবং স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। পরবর্তীকালে সঙ্গীতির মাধ্যমে এগুলো সংকলিত হয়। এই কাহিনিগুলোই জাতক নামে পরিচিত।

সাধারণ অর্থে 'জাতক' শব্দের অর্থ 'যে জন্মগ্রহণ করেছে'। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে জাতক শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে গৌতম বুদ্ধের অতীত জীবনের কাহিনিগুলো জাতক নামে অভিহিত। জাতকের সব কাহিনিই উপদেশমূলক। মানুষকে কুশলকর্ম সম্পাদনে উদ্বুদ্ধ করাই জাতকের উদ্দেশ্য। অতএব বলা যায়, গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বকালীন জন্মকাহিনি থেকে মানুষকে নৈতিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে জাতকের উৎপত্তি হয়।

জাতকের গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রত্যেকটি জাতক প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত : ক. প্রত্যুৎপন্নবস্তু, খ. অতীত বস্তু বা মূল আখ্যান এবং গ. সমবধান।

প্রত্যুৎপন্নবস্তু : জাতকের প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু। একে বর্তমান কথাও বলা হয়। এই অংশে বুদ্ধ কার উদ্দেশ্যে, কী উপলক্ষে কাহিনিটি বলেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে। এই অংশটিকে জাতকের উপক্রমনিকা বা ভূমিকাও বলা হয়।

অতীতবস্তু : জাতকের দ্বিতীয় অংশ হলো অতীতবস্তু । এই অংশে ভগবান বুদ্ধের অতীত জন্মবৃত্তান্ত এবং সে সময়কার বিভিন্ন ঘটনাবলি বর্ণিত আছে। এই অংশটিই প্রকৃত জাতক কাহিনি। তাই একে মূল আখ্যায়িকাও বলা হয়।

সমবধান : জাতকের তৃতীয় অংশের নাম সমবধান। জাতক কাহিনিতে বর্ণিত পাত্র এবং গৌতম বুদ্ধ যে অভিন্ন তা প্রদর্শন করাই এই অংশের উদ্দেশ্য। এই অংশকে সমাধানও বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতক শব্দের অর্থ কী?

জাতক বলতে কী বুঝায়?

পাঠ : ২

জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

গৌতম বুদ্ধ জাতকের কাহিনির মাধ্যমে ধর্মের গভীর মর্মবাণী সাবলীল ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এজন্য জাতক শুধুমাত্র কাহিনি নয়, এগুলো ভগবান বুদ্ধের উপদেশও। প্রতিটি জাতকে তিনি একেকটি নৈতিক শিক্ষণীয় বিষয় তুলে ধরেছেন। তাই জাতক পাঠ করে নৈতিক শিক্ষা লাভ করা যায়।

জাতক প্রাচীন ইতিহাসের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। জাতকে বুদ্ধের সমকালীন সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্ম-দর্শন, পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। তাই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার জন্য জাতক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

বৌদ্ধরা কর্মফল বিশ্বাস করে। জাতকে কর্মফল সম্পর্কে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। জাতক পাঠ করে সৎ ও অসৎ কর্মের পরিণতি সম্পর্কে জানা যায়। ফলে মানুষ অসৎ কর্ম বর্জন এবং সৎ কর্ম করতে উৎসাহী হয়। জাতক পাঠে কুসংস্কার দূর হয়। নক্ষত্র জাতকে কুসংস্কারের ফলে গ্রামবাসীরা দুরবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। জাতকে কুশলকর্মের দ্বারা কুশল ফল এবং অকুশলকর্মের দ্বারা অকুশল ফল লাভের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। 'কালকর্ণী জাতক' থেকে আমরা বিপদের দিনে বন্ধুকে কীভাবে সাহায্য করতে হয় তা শিক্ষা লাভ করতে পারি। বোধিসত্ত্বের অবর্তমানে তার বাল্যবন্ধু কালকর্ণী ডাকাতদলের হাত থেকে বোধিসত্ত্বের সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করেছিলেন।

জাতকের কাহিনিগুলোতে সদাচরণ, জীবে দয়া, সংযম, দানের মহিমা, নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে হিতোপদেশ রয়েছে। এগুলো বুদ্ধের জন্ম-জন্মান্তরের পারমী পূরণের কথা। এসব গুণাবলি নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে সহায়ক। বন্ধু–বান্ধব কেউ বিপথগামী হলে তাকে জাতকের শিক্ষার মাধ্যমে সৎপথে ফিরিয়ে আনা যায়। তাই সুস্থ পারিবারিক ও সমাজজীবন গঠন এবং ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য জাতকের গল্পগুলো পড়া উচিত।

এখানে কয়েকটি জাতকের কাহিনি বর্ণনা করা হলো।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতক পাঠ করে কী শিক্ষা লাভ করতে পারি?

পাঠ : ৩

বানরেন্দ্র জাতক

বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার বানররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণ বয়সে তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তির অধিকারী। তিনি একাকী এক নদীর তীরে বিচরণ করতেন। নদীর অপর পারে ছিল একটি আম-কাঁঠালের দ্বীপ। বোধিসত্ত্ব যে নদীর তীরে থাকতেন সে নদীর মাঝখানে একটি শৈল পর্বত ছিল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন নদী তীর থেকে এক লাফে সেই পর্বতের ওপর এবং সেখান থেকে এক লাফে দ্বীপে গিয়ে পড়তেন। সেই দ্বীপে তিনি পেটভরে আম-কাঁঠাল খেয়ে সন্ধ্যার সময় ঠিক একই ভাবে নদী পার হয়ে ফিরে আসতেন।

ঐ নদীতে বাস করত সস্ত্রীক এক কুমির। বোধিসত্ত্বকে প্রতিদিন নদী পারাপার হতে দেখে কুমিরের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তাঁর হৃৎপিন্ড খাওয়ার সাধ হলো। সে তার সাধের কথা কুমিরকে জানাল। স্ত্রীর সাধ পূরণের উদ্দেশ্যে কুমির সন্ধ্যার সময় বোধিসত্ত্বকে ধরার জন্য পর্বতের ওপর উঠে বসে থাকল।

বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ফেরার আগে নদীর জল কতদূর বাড়ল, শৈল কতদুর জেগে থাকল তা মনোযোগ সহকারে দেখে নিতেন। সেদিন সারাদিন বিচরণপূর্বক সন্ধ্যাকালে পর্বতের দিকে তাকিয়ে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি লক্ষ করলেন, নদীর জল বাড়েওনি কমেওনি, অথচ পর্বতের উপরিভাগ উঁচু হয়ে আছে। তাঁর মনে সন্দেহ হলো। নিশ্চয় তাঁকে ধরার জন্য কুমির পর্বতের ওপর উঠে বসে আছে। তিনি বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে চিৎকার করে পর্বতকে ডাকতে থাকলেন, 'ওহে পর্বত'। কোনো উত্তর না পেয়ে আবার ডাকলেন। এতেও কোনো সাড়া না পেয়ে তিনি বললেন, 'ভাই পর্বত ! আজ কোনো উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

কুমির ভাবল, এই পর্বত নিশ্চয় প্রতিদিন বানরের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকে। আজ আমি পর্বতের পরিবর্তে সাড়া দিই। তখন সে উত্তরে বলল, 'কে, বানরেন্দ্র নাকি?'
বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কে?' সে উত্তর দিল, আমি কুমির।
–তুমি পর্বতের ওপর বসে আছ কেন?

-আমার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর তোমার কলিজা খাওয়ার সাধ হয়েছে। তাই তোমাকে ধরতে বসে আছি।

-কুমির ভাই, আমি তোমাকে ধরা দিচ্ছি। তুমি হাঁ কর, আমি তোমার মুখের ভিতর লাফিয়ে পড়ছি। তখন তুমি আমায় ধরতে পারবে।

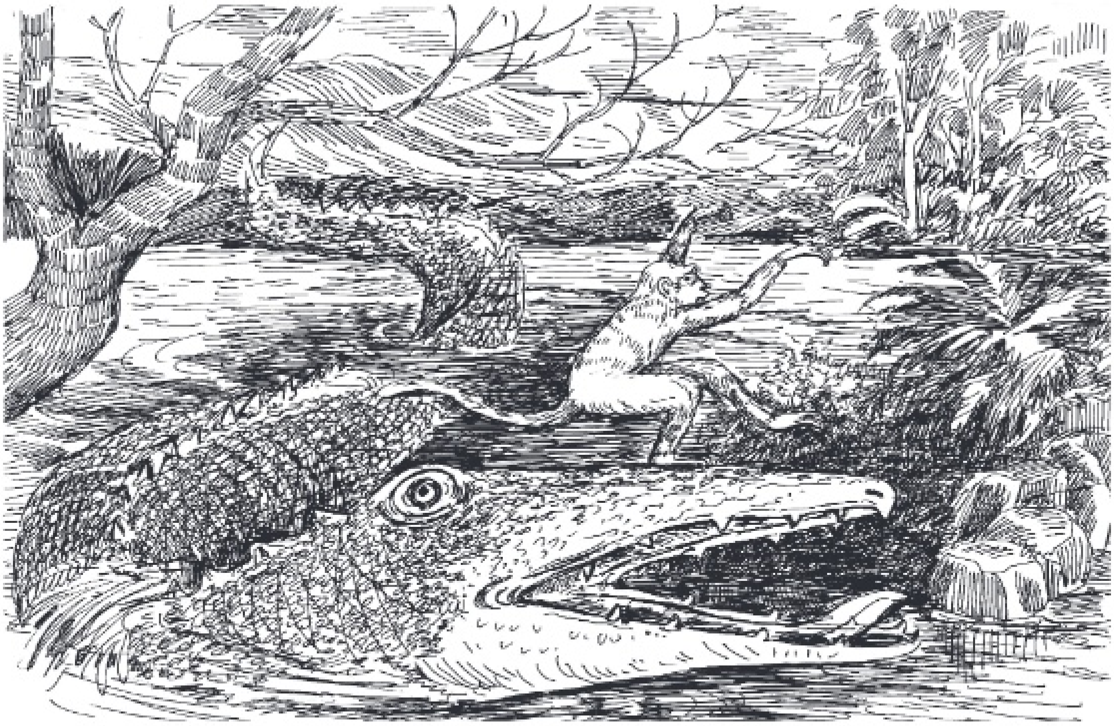

কুমির ও বানর

কুমির যখন মুখ হাঁ করে তখন তার দুচোখ দিয়ে কিছুই দেখতে পায় না। বোধিসত্ত্ব যে কৌশলে নিজের জীবন রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলেন কুমির তা বুঝতে পারেনি। সে বোধিসত্ত্বের কথামতো মুখ হাঁ করে চোখ বন্ধ করে রইলো। এই অবস্থায় বোধিসত্ত্ব এক লাফে তার মাথার ওপর এবং আরেক লাফে খুব দ্রুতগতিতে নদীর ওপারে পৌছে গেলেন। কুমির এই কান্ড দেখে অবাক হয়ে বানরের উদ্দেশ্যে বললো, 'বানরেন্দ্র, চারটি গুণ থাকলে সব শত্রু জয় করা যায়। সে চারটি গুণ হলো - সত্য, ধৈর্য, ত্যাগ আর বিচক্ষণতা। তোমার মধ্যে এই চারটি গুণই আছে। তোমাকে নমস্কার।'

এভাবে বানররূপী বোধিসত্ত্বের প্রশংসা করে কুমির চলে গেল।

উপদেশ : ধৈর্য ও বুদ্ধি দিয়ে বিপদের মোকাবিলা করতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বানর কেমন করে এপার থেকে ওপারে যেত?

বানর কীভাবে কুমিরের হাত থেকে রক্ষা পেল?

বুদ্ধি দিয়ে তোমরা কোনো বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে থাকলে তা বর্ণনা কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

দেবধর্ম জাতক

পুরাকালে বারানসি রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব রাজকুমাররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হলো মহিংসাস কুমার। তাঁর জন্মের দুই-তিন বছর পর এক ছোট ভাই জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর নাম হলো চন্দ্রকুমার। চন্দ্রকুমার একটু বড় হলে রানি পরলোক গমন করেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত তখন পুনর্বার বিবাহ করেন। কিছুদিন পর ছোট রানির এক ছেলে হলো। সেই ছেলের নাম হলো সূর্যকুমার। রাজা তখন খুব খুশি হয়ে রানিকে বর চাইতে বললেন। রানি তখন কোনো বর নিলেন না। তিনি বললেন, মহারাজ, এখন থাক, পরে আমি এই বর চেয়ে নেব।

সূর্যকুমার বড় হলো। রানি তখন রাজাকে বললেন, 'সূর্যকুমারের জন্মের সময় আপনি আমাকে একটি বর দিতে চেয়েছিলেন। এখন সেই বর আমাকে দিন। আমার ছেলেকে রাজা করে নিন। ব্রহ্মদত্ত বললেন, আমার বড় দুই ছেলে আগুনের মতো তেজস্বী। আমি তাদের রেখে ছোট কুমারকে রাজা করতে পারি না। রানি রাজার কথায় শান্ত হলেন না। তিনি দিনরাত রাজাকে এই নিয়ে বিরক্ত করতে লাগলেন। রাজাও এতে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি আশঙ্কা করলেন, রানির চক্রান্তে বড় দুই কুমারের ক্ষতি হতে পারে।

এই ভেবে রাজা বড় দুই কুমারকে ডেকে বললেন, ছেলেরা আমার, তোমাদের ছোট ভাইয়ের জন্মের সময় ছোট রানিকে আমি একটি বর চাইতে বলেছিলাম। বর স্বরূপ এখন তিনি সূর্যকুমারকে রাজা করতে চান। কিন্তু সে রাজা হোক আমি তা চাই না। আমি আশঙ্কা করছি এজন্য ছোট রানি তোমাদের ক্ষতি করতে পারে। তোমরা এখন বনে গিয়ে আশ্রয় নাও। আমার মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী বড় ছেলে রাজত্ব পাবে। তখন তোমরা সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিও। এই বলে তিনি বড় দুই ছেলেকে বিদায় দিলেন।

দুই কুমার পিতার আদেশে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রাসাদের বাইরে তখন সূর্যকুমার খেলছিল। দুই ভাইয়ের মুখ থেকে বনে যাওয়ার কথা শুনে সেও ভাইদের সঙ্গে চলল। চলতে চলতে তিন ভাই হিমালয় পর্বতে পৌঁছল। সেখানে বোধিসত্ত্ব এক গাছের তলায় বসে সূর্যকুমারকে বললেন, ওই সরোবরে গিয়ে স্নান করে এসো। জল খেয়ে এসো। আসার সময় পদ্মপাতায় করে আমাদের জন্য জল নিয়ে এসো।

সেই সরোবরে এক জলরাক্ষস বাস করত। জলরাক্ষস সরোবরটি পেয়েছিল এক কুবেরের কাছ থেকে। সরোবরটি দেওয়ার সময় কুবের তাকে বলেছিলেন, দেবধর্ম জ্ঞানহীন কোনো লোক যদি এই সরোবরে নামে একমাত্র তাকেই তুমি খেতে পারবে। কিন্তু জলে না নামলে তাকে তুমি খেতে পারবে না। সূর্যকুমার এসব কিছুই জানত না। সে জলে নামতেই জলরাক্ষস তাকে ধরে বলল, দেবধর্ম কাকে বলে জান? সূর্যকুমার বলল,

জানি, লোকে সূর্য ও চাঁদকে দেবতা বলে। রাক্ষস বলল, মিথ্যে কথা। তুমি দেবধর্ম কী জানো না- এই কথা বলে সে সূর্যকুমারকে টেনে নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখল।

তিন রাজকুমার বনের দিকে যাচ্ছে

সূর্যকুমার ফিরে আসতে দেরি করছে দেখে বোধিসত্ত্ব চন্দ্রকুমারকে ছোট ভাইয়ের খোঁজে পাঠালেন। জলরাক্ষস চন্দ্রকুমারকেও প্রশ্ন করল, দেবধর্ম কী? চন্দ্রকুমার যে উত্তর দিল, জলরাক্ষস তাতে সন্তুষ্ট হতে পারল না। তাই চন্দ্রকুমারকেও নিজের ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখল।

চন্দ্রকুমার ফিরে আসছে না দেখে বোধিসত্ত্ব বুঝলেন দুই ভাই কোনো বিপদে পড়েছে। তাঁর সন্দেহ হলো নিশ্চয় ওই সরোবরে কোনো জলরাক্ষস আছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীর, ধনুক ও তরবারি নিয়ে সরোবরের কূলে রাক্ষসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাক্ষস দেখল, বোধিসত্ত্ব জলে নামছেন না। তখন সে বনবাসী মানুষ সেজে বোধিসত্ত্বের সামনে এসে বলল, 'ভাই, আপনি ক্লান্ত। সামনে চমৎকার সরোবর। ওখানে নেমে স্নান করুন। জলপান করুন। তাতে আপনার ক্লান্তি কেটে যাবে।'

বোধিসত্ত্ব জলরাক্ষসকে চিনতে পারলেন। জলরাক্ষসও উপায় না দেখে বোধিসত্ত্বের কাছে সব কথা স্বীকার করল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, দেবধর্ম কী তা আমি জানি। তুমি আমার কাছ থেকে তা কী জানতে চাও?

রাক্ষস বলল, হ্যাঁ চাই।

তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'এখন আমি খুব ক্লান্ত। আগে ক্লান্তি দূর করি। তারপর বলব।' তখন রাক্ষস তাঁকে স্নান করতে দিল। খাদ্য ও পানীয় দিল। বসার জন্য বিচিত্র আসন সাজিয়ে তাতে বসতে দিল। বোধিসত্ত্ব সেই আসনে বসলেন। রাক্ষস তাঁর পায়ের কাছে বসল। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, 'শান্ত, সত্যপরায়ণ ও নির্মল অন্তরে যিনি ধর্মকাজ করেন তিনি দেবধর্ম পরায়ণ। মনে পাপ জাগলে যিনি নিজে লজ্জা পান তিনি দেবধর্ম পরায়ণ।'

এই ব্যাখ্যা শুনে রাক্ষস সন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনি পণ্ডিত। আমি আপনার কথায় সন্তুষ্ট হলাম। আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনার একজন ভাইকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। বলুন, কাকে আনব? বোধিসত্ত্ব বললেন, আমার ছোট ভাইকে।

রাক্ষস বলল, আপনি দেবধর্ম জানেন। অথচ সেই অনুসারে কাজ করছেন না। মেজ ভাইয়ের বদলে ছোট ভাইকে চাইছেন কেন?

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, আমি দেবধর্ম জানি এবং সেই অনুসারে কাজও করি। সবচেয়ে ছোট ভাইটি আমার সৎ ভাই। ওর জন্য আমরা বনবাসী হয়েছি। আমার বিমাতা ওকে রাজা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পিতা তাতে রাজি হননি। আমাদের ছোট ভাইটিও সব শুনে আমাদের সঙ্গে বনবাসী হয়েছে। আমাদের ফেলে সে একদিনও রাজপুরীতে ফেরার কথা ভাবেনি। এখন ফিরে গিয়ে আমি যদি বলি তাকে রাক্ষস খেয়েছে তা কেউ বিশ্বাস করবে না। এজন্য আমি তাকে চাইছি।

রাক্ষস খুশি হয়ে দুই ভাইকে ফিরিয়ে দিল। তখন বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে বললেন, তুমি অতীত জন্মে পাপ করেছিলে বলে রাক্ষস হয়েছ। এতেও তোমার শিক্ষা হয়নি। এ জন্মেও তুমি পাপ করছ। এর ফলে তুমি মৃত্যুর পর নরকে থাকবে। কষ্ট পাবে। সুতরাং এখন থেকে সৎকর্ম কর, সৎপথে চলে এসো। তাহলে তুমি মুক্তি পাবে।

এভাবে জলরাক্ষসকে সৎ পথে এনে বোধিসত্ত্ব বনে বাস করতে লাগলেন। তারপর একদিন পিতার মৃত্যুর খবর পেয়ে রাজ্যে ফিরে গেলেন। তিনি বারানসির রাজা হলেন। চন্দ্রকুমারকে করলেন উপরাজ। সূর্যকুমারকে দিলেন সেনাপতির পদ। রাক্ষসের জন্য সুন্দর ঘর ও সুখের ব্যবস্থা করলেন। এভাবে রাজধর্ম পালন করে তিনি পরলোক গমন করলেন। পুণ্যবলে মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গ লাভ করলেন।

উপদেশ : ধর্মপথে চললে জয় অনিবার্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজা কেন রানিকে বর দিতে চেয়েছিলেন?

বোধিসত্ত্ব রাক্ষসকে সৎপথে আনার জন্য কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৫

পদ্ম জাতক

পুরাকালে বারানসিরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠীপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন নগরের অভ্যন্তরে একটি সরোবরে পদ্ম ফুটত। এক ব্যক্তি ঐ সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ করত। তার নাকটি কাটা ছিল।

একদিন বারানসিতে একটা উৎসবের সংবাদ প্রচারিত হলো। বোধিসত্ত্বসহ তিনজন শ্রেষ্ঠীপুত্র পদ্মের মালা গলায় দিয়ে ঐ উৎসবে যাবেন বলে মনস্থির করলেন। তাঁরা পদ্মের লোভে সরোবরে গিয়ে হাজির হলেন।

পদ্মরক্ষক তখন সরোবর থেকে পদ্ম তুলছিল। তাঁরা তিনজনে পদ্মরক্ষকের প্রশংসা শুরু করলেন।

প্রথম শ্রেষ্ঠীপুত্র বললেন, 'চুল, দাড়ি যতবার কাটা হয় দুদিন পরে তা আবার আগের মতো বৃদ্ধি পায়। ভাই পদ্মরক্ষক! তোমার খণ্ডিত নাকটিও চুল, দাড়ির মতো বৃদ্ধি পেতে পেতে একসময় পূর্নাঙ্গ হয়ে যাবে। দয়া করে আমাকে কয়েকটি পদ্ম দাও না ভাই'। একথা শুনে পদ্মরক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো। সে তাঁকে কোনো পদ্ম দিল না।

দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র বললেন, "শরৎকালে ক্ষেতে বীজ বুনলে সেই বীজ থেকে যেভাবে অঙ্কুর বের হয়, ঠিক সেভাবে তোমার খণ্ডিত নাকটিও একসময় পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। ভাই পদ্মরক্ষক ! আমাকে কয়েকটি পদ্ম দাও না"। একথা শুনেও পদ্মরক্ষক অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলো এবং তাঁকেও কোনো পদ্ম দিল না।

বোধিসত্ত্বরূপী তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র বললেন, 'এগুলো সব মূর্খের প্রলাপ। ওরা পদ্মের লোভে মিথ্যা তোষামোদ করছে। কাটা নাক কখনো নতুন করে গজাবে না বা বৃদ্ধি পাবে না। তোমাকে আমি সত্য কথাটাই বললাম। ভাই পদ্মরক্ষক আমাকে গোটা কতক পদ্ম দাও'।

তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্রের কথা শুনে পদ্মসরোবরের রক্ষক খুশি হয়ে বলল, 'এ দুজন মিথ্যাকথা বলেছে, মিথ্যা তোষামোদ করেছে। তুমি প্রকৃত সত্য কথাই বলেছ। অতএব পদ্ম তোমারই পাওয়া উচিত"।

পদ্মরক্ষক তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্রকে একটা বড় পদ্মমালা দিয়ে পুরস্কৃত করলেন।

পদ্মরক্ষক পদ্ম তুলছেন

উপদেশ : চাটুকারিতার ফল কখনো ভালো হয় না।

অনুশীলনমূলক কাজ

পদ্মরক্ষক তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্রকে পদ্ম দিয়েছিলেন কেন?

জাতকের গল্পটি পাঠ করে কী শিক্ষা পেলে? বর্ণনা কর।

পাঠ : ৬

লটুকিক জাতক

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব হস্তীকুলে জন্মগ্রহণ করে আশি হাজার হাতির অধিপতি হয়েছিলেন। সে সময় এক লটুকিক পাখি হাতিদের বিচরণের স্থানে ডিম পেড়েছিল। সেই ডিম ফুটে একসময় ছানা বের হলো।

ছানাগুলোর তখনও পাখা গজায়নি, সেজন্য তারা উড়তে পারত না। এমন সময় বোধিসত্ত্ব দলবলসহ সেই পথে এসে উপস্থিত হলেন। তখন মা লটুকিক পাখি তার ছানাদের জীবন বাঁচাবার চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল। সে ভাবল, হাতির পায়ের তলে পড়ে এই বুঝি তার ছানাদের প্রাণ যায়।

কাজেই সে তার ছানাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য হস্তীরূপী বোধিসত্ত্বের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সে তার পাখা দুটি জোড় করে তার ছানাদের প্রাণরক্ষার জন্য বোধিসত্ত্বের কাছে মিনতি জানাল। বলল, হে হস্তীরাজ, আপনার বয়স ষাট বছর, আপনি যশস্বী, পর্বতের ওপরের সমতল ভূমিতে বিচরণ করেন। আমার দুটি পাখা জোড় করে আপনাকে বন্দনা করছি। আমার দুর্বল ছানাগুলোকে মারবেন না। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'হে লটুকিক পাখির মা ! তুমি ভয় পেও না। আমি তোমার ছানাদের রক্ষা করব' – এই বলে তিনি ছানাগুলোকে পায়ের ফাঁকে আগলে রাখলেন। একে একে আশি হাজার হাতি চলে গেলে তিনি সরে দাঁড়ালেন। তারপর সেখান থেকে যাওয়ার সময় লটুকিক পাখির মাকে বললেন, আমাদের পিছনে একটি দলছাড়া হাতি আছে। সে একা। সে আমাদের কথা শোনে না, আমার আদেশও মানে না। কাজেই তুমি তার কাছে তোমার বাচ্চাদের বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা করো। লটুকিক পাখি বোধিসত্ত্বকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানাল। তারপর সেই দলছুট হাতিটি এলো। মা লটুকিক পাখি দুটি পাখা জোড় করে তার বাচ্চাদের জীবন রক্ষা করার জন্য বিনীত প্রার্থনা জানাল। বলল, হে একাচারী অরণ্যবাসী, যশস্বী হস্তীরাজ, আপনার বয়স ষাট বছর, পর্বতের ওপরে সমতল ভূমিতে আপনি বিচরণ করেন। আমার দুটি পাখা জোড় করে আপনাকে বন্দনা জানাচ্ছি। আমার দুর্বল ছানাগুলোকে আপনি মারবেন না। তখন সেই একাচারী হাতি বলল, লটুকিক পাখি, আমি তোমার বাচ্চাগুলো পায়ে পিষে মারব। তুমি দুর্বল, তুমি আমার কী করতে পারবে? তোমার মতো শত শত লটুকিক পাখিকে আমার এই বাঁ পা দিয়ে শেষ করে দিতে পারি –এই বলে সে বাচ্চাগুলোকে পায়ে দলে পিষে চিৎকার করতে করতে চলে গেল। ২০২৫

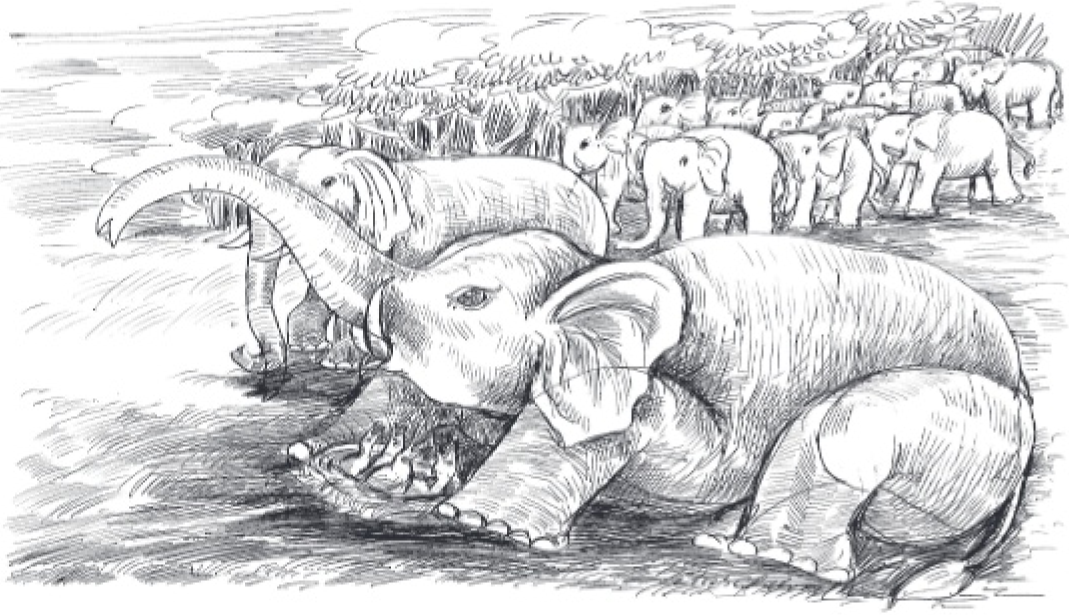

বোধিসত্ত্বরূপী হস্তীরাজ লটুকিক ছানাদের রক্ষা করছে

মা লটুকিক গাছের শাখায় বসে বলল, হে হস্তীরাজ, তুমি আজ চিৎকার করতে করতে যাচ্ছ যাও। কয়দিন পরে আমি তোমার কী করতে পারি তা বুঝবে। শরীরের শক্তি থেকে জ্ঞানের বল যে শ্রেষ্ঠ তা তুমি জানো না। আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব।

তারপর লটুকিক পাখি এক কাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। কাক তার বন্ধুত্বে খুশি হয়ে বলল, বন্ধু ! আমি তোমার কী উপকার করতে পারি ? লটুকিক পাখি বলল, বন্ধু ! তোমার সরু ঠোঁট দিয়ে একদিন ঐ একাচারী হাতির চোখ তুলে নিতে পারবে ? কাক লটুকিক পাখির দুঃখের কাহিনি শুনে বলল, আচ্ছা।

তারপর লটুকিক এক নীল মাছির সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। নীল মাছিও কাকের মতো লটুকিক পাখির দুঃখের কথা শুনে খুব কষ্ট পেল। লটুকিক পাখি বলল, ভাই, কাক যখন হাতির চোখ তুলে নেবে, তুমি তখন সেখানে ডিম পাড়বে। এই আমার অনুরোধ। এতে নীল মাছি রাজি হলো। তারপর লটুকিক এক ব্যাঙের কাছে গেল। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল। ব্যাঙও লটুকিক পাখির সব কথা শুনল। তখন লটুকিক বলল, ভাই ব্যাঙ! একাচারী হাতি চোখের যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পানি খাওয়ার জন্য এদিক সেদিক ছোটাছুটি করবে। তখন তুমি পাহাড়ের ওপর গিয়ে শব্দ করবে। হাতিটি তখন পাহাড়ে উঠবে। হাতিটি পাহাড়ে উঠলে তুমি নিচে নেমে শব্দ করবে। তখন হাতিটি পাহাড় থেকে নিচে নামতে চেষ্টা করবে। আর নিচে নামার সময় পা ফসকে গিরিখাতে পড়ে মরবে। এটুকু আমি তোমার কাছে চাই। ব্যাঙ তাতে রাজি হলো।

তারপর কাক হাতির চোখ দুটি তুলে নিল। নীল মাছি তাতে ডিম পাড়ল। হাতি চোখের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পানির খোঁজে ছোটাছুটি শুরু করল। ব্যাঙ পাহাড়ের ওপর গিয়ে ডাকতে শুরু করল। অনেক কষ্টে হাতি পাহাড়ের ওপর উঠল। তখন ব্যাঙ পাহাড়ের নিচে খাড়া গিরিখাতে গিয়ে ডাকতে শুরু করল। হাতিও সেখানে ছুটল কিন্তু ওপর থেকে নিচে নামার সময় অন্ধ একাচারী হাতি গিরিখাতে পড়ে প্রাণ হারাল।

এভাবে লটুকিক পাখি বুদ্ধি দ্বারা বিশাল হাতিকে পরাজিত করে।

সেই একাচারী হাতি ছিল দেবদত্ত।

উপদেশ : দেহবলের চেয়ে জ্ঞানবল বড়।

পাঠ : ৭

মিত্রামিত্র জাতক

পুরাকালে বারানসিতে ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করতেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে তাঁর বয়স বাড়ল। যৌবনে পদার্পন করলে মাতাপিতা তাঁকে সংসারে আবদ্ধ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর বিবাগী মন আকৃষ্ট হলো না। তিনি ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। সাধনা করে তিনি পূর্বস্মৃতিজ্ঞান ও ধ্যানমার্গ ফল লাভ করলেন।

তাঁর অনেক শিষ্য ছিল। তিনি তাদের নিয়ে হিমবন্ত প্রদেশে ধ্যান সাধনা করে জীবনযাপন করতেন। তাঁর শিষ্যদের একজন মাতৃহীন এক হস্তীশাবক লালন পালন করত। গুরু তাকে হাতির বাচ্চা না পোষার জন্য বারবার নিষেধ করেছিলেন। কারণ হিংস্র প্রাণীকে বিশ্বাস করতে নেই। সুযোগ পেলেই তারা ছোবল মারে।

হস্তীশাবক ক্রমে বড় হলো। খাদ্য আহরণে বনে বনে ঘুরে বেড়াত। সন্ধ্যায় ফিরে আসত। একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে সে পালককে হত্যা করে বনে পালিয়ে গেল। সেই যে গেল আর ফিরে এলো না।

অন্য ঋষিরা হস্তীশাবক পালকের মৃতদেহ দাহ করে বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরু! মিত্রভাব ও শত্রুভাব নির্ণয় করার উপায় কী?'

বোধিসত্ত্ব উত্তরে বললেন, 'যে দেখা করতে এসে হাসে না। অভিনন্দনের সাড়া দেয় না। মুখ ফিরিয়ে রাখে। বলে এক, করে অন্য। এরূপ ব্যক্তিই শত্রুভাবাপন্ন।'

আর যে উপকার করে। মঙ্গল কামনা করে। মিষ্টভাষী হয়। দুর্দিনে সাহায্য করে। সে সুমিত্র নামে কথিত। যিনি অমিত্রের উক্ত দোষগুলো এবং মিত্রের গুণগুলো দেখে শুনে কাজ করেন তিনিই বুদ্ধিমান।

বোধিসত্ত্ব এরূপে মিত্র ও অমিত্রের স্বভাব সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলেন। শিষ্যদের সত্যপথে চলতে উদ্বুদ্ধ করলেন।

উপদেশ : মিত্র-অমিত্র নির্বাচনই বুদ্ধিমানের কাজ।

অনুশীলনমূলক কাজ

মিত্র এবং অমিত্র কীভাবে চেনা যায় লেখ (দলীয় কাজ)।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বৌদ্ধধর্ম অনুসারে এক জন্মের .... কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না।

২. প্রত্যেক জাতকের .... অংশ আছে।

৩. কুমির যখন মুখ হাঁ করে তখন তার .... কিছুই দেখতে পায় না।

৪. সেই সরোবরে এক .... থাকত।

৫. হস্তীশাবক ক্রমে .... হলো।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. কততম জন্মে বোধিসত্ত্ব বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হন?

২. বানরেন্দ্র জাতকে কুমিরের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর সাধ কী ছিল?

৩. মহিংসাস কুমাররা কয় ভাই ছিলেন? তাদের নাম কী ছিল?

৪. মিত্রামিত্র জাতকে বুদ্ধিমান কে?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মে জাতক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

২. পদ্ম জাতক কাহিনির মূল শিক্ষা কী? ব্যাখ্যা কর।

৩. 'মিত্রামিত্র জাতক' অবলম্বনে মিত্র ও শত্রুর প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জাতকের কয়টি অংশ?

ক. ২টি খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

২. সত্য, ধৈর্য, ত্যাগ আর বিচক্ষণতা কোন জাতকের মর্মকথা?

ক. দেবধর্ম জাতক খ. মিত্রামিত্র জাতক

গ. বানরেন্দ্র জাতক ঘ. লটুকিক জাতক

নিচের উদ্দীপকটি পড় ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিনোদ চাকমা এক অত্যাচারী শাসকের বেতনভুক্ত কর্মচারী। উক্ত শাসক গ্রামে যেকোনো ধরনের অপরাধী লোকদের ধরে এনে কঠিন শাস্তি ও অনাহারে রাখার আদেশ দিতেন। কিন্তু বিনোদ চাকমা সত্য ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। তাই শাসকের অগোচরে কম শাস্তি দিয়ে আহারের ব্যবস্থা করতেন। এভাবে কর্মজীবন শেষ করে সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করেন।

৩. বিনোদ চাকমা জাতকের দৃষ্টিতে কোন ধরনের লোক ছিলেন?

ক. দেবধর্ম পরায়ণ খ. রাজ ধর্ম পরায়ণ

গ. ব্রাহ্মণ ধর্ম পরায়ণ ঘ. লোক ধর্ম পরায়ণ

৪. উক্ত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিনোদ চাকমা লাভ করতে পারেন –

i. স্বর্গকুল

ii. ব্রহ্মকুল

iii. দেবকুল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। একদা এক বনে এক যক্ষ বাস করত। সে বিভিন্ন রূপ ধরে মানুষের বুদ্ধির পরীক্ষা করত। একদিন সে বনবাসী মানুষ সেজে বোধিসত্ত্বের সামনে এসে বলল, 'ভাই, আপনি দুর্বল ও ক্লান্ত। সামনে পরিষ্কার টলমলে জলাশয়। ইচ্ছে করলে এই জলাশয়ে নিজেকে ধৌত করে আপনি ক্লান্তি দূর করতে পারেন।' বনবাসীর চালাকি বুঝতে পেরে বোধিসত্ত্ব তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন।

ক. জাতক প্রধানত কয়টি অংশে বিভক্ত?

খ. জাতক পাঠের অন্যতম প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকের কাহিনি কোন্ জাতকের সাথে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার মর্মার্থ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২. **ঘটনা : ১**

এক চোখ টেরা বৃদ্ধ মহিলা পাকা আমের ঝুঁড়ি নিয়ে বাগানের ধারে বসে ছিল। রীমা, সীমা এবং ঝুমা চাকমারা ঐ পথে যাওয়ার সময় উক্ত বৃদ্ধার সাথে দেখা হলো। বৃদ্ধার আমের ঝুঁড়ি দেখে তাদের আম খাওয়ার লোভ হলো। রীমা ও সীমা বৃদ্ধার চোখের সৌন্দর্য বিভিন্নভাবে বর্ণনা করল। কিন্তু বৃদ্ধা রাগান্বিত হয়ে দুজনকে কোনো আম দিল না। ঝুমা বৃদ্ধার টেরা চোখ সম্পর্কে কর্মফলের আসল কথা বুঝিয়ে বললে বৃদ্ধা খুশি হয় এবং ঝুমাকে আম প্রদান করে।

ঘটনা : ২

জয়ন্ত চাকমা একটি সাপ পুষে বড় করল। সে সাপটিকে বাঁশের চোঙার ভেতর রেখে দুই-একদিনের জন্য বাড়ির বাইরে যায়। বাড়ি ফিরে সাপটিকে খাওয়াতে গেলে সাপটির ছোবলে জয়ন্ত চাকমার মৃত্যু ঘটে।

ক. দেবধর্ম জাতকে বোধিসত্ত্বের নাম কী ছিল?

খ. তিন রাজপুত্র রাজপ্রাসাদ থেকে কেন বেরিয়ে পড়ল? বর্ণনা কর।

গ. ঘটনা-২ এর সাথে কোন জাতকের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'চাটুকারিতার ফল কখনো ভালো হয় না'–পদ্ম জাতকের উপদেশ বাণীটি ঘটনা-১ এর সঙ্গে কতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ–ব্যাখ্যা কর।

দশম অধ্যায়

বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান

বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য, উপাসক-উপাসিকা, রাজন্যবর্গ এবং পণ্ডিত ভিক্ষুদের স্মৃতিবিজড়িত অনেক স্থান, বিহার এবং চৈত্য আছে। যেগুলো বৌদ্ধ ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় স্থান হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এসব ঐতিহ্য এবং দর্শনীয় স্থানসমূহ ছড়িয়ে আছে। তারমধ্যে অনেকগুলোই ভারতে অবস্থিত। এ অধ্যায়ে আমরা নালন্দা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, তক্ষশীলা প্রভৃতি বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা -

* ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানসমূহের বর্ণনা দিতে পারব।
* বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও স্থানসমূহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
* বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

ঐতিহাসিক বৌদ্ধ তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানের পরিচিতি

সিদ্ধার্থ গৌতম ছয় বছর কঠোর সাধনা করে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি সর্বপ্রাণীর দুঃখমুক্তি ও কল্যাণের জন্য সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্ম প্রচার করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি অনেক স্থানে গমন করেন। তাঁর নির্দেশে তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যরাও নানা স্থানে বুদ্ধবাণী ছড়িয়ে দেন। বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিহার, চৈত্য, সংঘারাম, স্তম্ভ, স্তূপ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি। কালক্রমে তাঁদের স্মৃতিবিজড়িত এসব স্থান বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের মর্যাদা লাভ করে। বৌদ্ধদের নিকট এসব স্থান তীর্থস্থান হিসেবে শ্রদ্ধা লাভ করে। তীর্থস্থান ভ্রমণে পুণ্য হয়। তাই বৌদ্ধরা শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এসব স্থান ভ্রমণ করেন। ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশে এরূপ অনেক বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান আছে। ভারতে অবস্থিত বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশিনারা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, বৈশালী, নালন্দা, বিক্রমশীলা, কপিলাবস্তু , সাঁচীস্তূপ, অজন্তা, ইলোরা, উদয়গিরি, রত্নগিরি ইত্যাদি। পাকিস্তানে অবস্থিত স্থানসমূহের মধ্যে অন্যতম হলো: পুরুষপুর (পেশোয়ার) ও তক্ষশীলা। আফগানিস্তানে অবস্থিত স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : গান্ধার ও বামিয়ান। বাংলাদেশে অবস্থিত দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ময়নামতির শালবন বিহার, আনন্দবিহার, ত্রিরত্ন মূড়া বিহার, কোটিলা মূড়া বিহার, রূপবান মূড়া বিহার, পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার, ভাসু বিহার, হলুদ বিহার, মহাস্থানগড় ইত্যাদি।

ওপরে বর্ণিত স্থানগুলোর অনেক স্থানে বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বসবাস করতেন। ধ্যান-সমাধি করতেন। বর্ষাবাস যাপন করতেন। ধর্মোপদেশ দান করতেন। ধর্ম-দর্শন চর্চা করতেন। তাঁদের ধর্মদেশনা শুনে অনেক লোক লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করেছেন। নির্বাণ সুখ উপভোগ করেছেন। আবার অনেক স্থানে বুদ্ধ

বা তাঁর প্রধান শিষ্যগণ গমন করেননি। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন চর্চার কেন্দ্র হিসেবে সেগুলোও প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাই এসব স্থানের ধর্মীয় গুরুত্ব অপরিসীম।

এসব স্থান পরিভ্রমণ করলে বুদ্ধের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে জানা যায়। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মনে ধর্মীয় ভাব জাগ্রত হয়। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনে উৎসাহ সৃষ্টি হয়। জনহিতকর এবং কুশলকর্ম সম্পাদনে মন উদ্বুদ্ধ হয়। ধর্মচর্চায় প্রেরণা লাভ করা যায়। মন পবিত্র হয়। কলুষমুক্ত হয়। তৃষ্ণা, লোভ-দ্বেষ-মোহ প্রভৃতি ক্ষয় হয়। ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ বাড়ে। দেশপ্রেম সৃষ্টি হয়। তাই তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পরবর্তী পাঠে আমরা চারটি বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে জানব।

অনুশীলনমূলক কাজ

দেশ অনুযায়ী বৌদ্ধ দর্শনীয় স্থানগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ২

নালন্দা

নালন্দা ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলার অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে নালন্দা একটি স্বতন্ত্র জেলা। গৌতম বুদ্ধ অনেকবার নালন্দায় এসেছিলেন। তিনি এখানে শ্রেষ্ঠীপুত্র পাবারিকের আম বাগানে অবস্থানকালে তাঁর শিষ্যদের ধর্ম দেশনা করেছেন। এখানে অনেক ধনী ব্যক্তি বসবাস করতেন। কয়েকজন ধার্মিক ও ধনী ব্যক্তি ভূসম্পত্তি ক্রয় করে বুদ্ধকে দান করেন। নালন্দা ছিল একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী মহানগরী।

নালন্দা নামের উৎপত্তি নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুটি ব্যাখ্যা প্রধান। একটি হলো, অতীতকালে এখানে বোধিসত্ত্ব নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করতেন। তিনি কখনো কাউকে 'নঅলম্‌দা' অর্থাৎ 'আমি দেব না' একথা বলতে পারতেন না। সে কারণে এ স্থানের নাম হয় নালন্দা। আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, স্থানীয় এক আম বাগানের মধ্যস্থলে একটি পুকুর ছিল। সেখানে নালন্দা নামক এক নাগরাজ বাস করতেন। তার নাম অনুসারে এ জায়গার নাম হয় নালন্দা।

জানা যায় গৌতম বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্রের জন্ম হয়েছিল এই নালন্দায়। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোক অগ্রশ্রাবকের স্মরণে এখানে একটি সুবৃহৎ সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। সেটি নালন্দা মহাবিহার নামে খ্যাত হয়। খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক নাগার্জুন নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। বিহারটিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে গড়ে উঠে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। অনুমান করা হয়, খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের পর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে ছোট ছোট বিহার, চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ সকল স্থাপনার সমন্বয়ে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল জগৎ বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসস্তূপ

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধন ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য এখানকার গ্রামের সমুদয় কর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নালন্দায় আসেন। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং জ্ঞানার্জনের জন্য অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। বাংলার কৃতী সন্তান মহাপণ্ডিত ভিক্ষু শীলভদ্র তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। বাংলার শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্করও একসময় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন।
বৌদ্ধধর্ম–দর্শন চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুসারে এখানে 'ধর্মগঞ্জ' নামে একটি বিরাট পাঠাগার ছিল। পাঠাগারে ছিল মূল্যবান অনেক পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ। বাংলার পাল রাজাদের আমলে নালন্দার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা বিহারের ব্যয় ও শিক্ষা কেন্দ্রের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বহু অর্থ ও জমি দান করেন। রাজা ধর্মপাল সবচেয়ে বেশি পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তখনকার দিনে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া গৌরবের বিষয় ছিল। এ বিদ্যাপীঠের পাঠ্যক্রমের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বৌদ্ধ, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য বিষয়ক সাহিত্য, দর্শন, অলঙ্কার শাস্ত্র, ব্যাকরণ শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা প্রভৃতি। এ ছাড়া সাধারণ জ্ঞানের নানা বিষয়ও ছিল। এ পাঠ্যক্রমের অনুসারী ছাত্ররা নিয়মানুবর্তীতা, শিষ্টাচার, গভীর পাণ্ডিত্য ও আদর্শগত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা দেশ বিদেশে যথেষ্ট সুনাম ও প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অবয়ব আর নেই। সব কিছু আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সে ধ্বংসাবশেষের নিদর্শনগুলো সংরক্ষিত আছে। ভারতের বিহার রাজ্যের সরকার বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও

গবেষণার জন্য বর্তমানে 'নব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা অনুসরণ করে এটি নির্মিত হয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

নালন্দা কোথায় অবস্থিত? নালন্দা নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা কর।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অধ্যক্ষের নাম লেখ।

পাঠ : ৩

রাজগৃহ

রাজগৃহ ভারতের বিহার রাজ্যের পাটনা জেলায় অবস্থিত। এটি ছিল মগধ রাজ্যের রাজধানী। প্রাচীনকালে এটি বসুমতী, কুশাগ্রপুর, গিরিবজ্র ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটি রাজগীর নামে খ্যাত। চারদিকে পাহাড়বেষ্টিত স্থানটি দেখতে অতি মনোরম।

গৌতম বুদ্ধ রাজগৃহে ধর্মপ্রচার করতে এসেছিলেন। তখন মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। বুদ্ধের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে রাজা বিম্বিসার বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। রাজা বিম্বিসার এবং তাঁর পুত্র অজাতশত্রুর সময়কালে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করেছিল।

রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য 'বেলুবনারাম' বা সংক্ষেপে বেণুবন বিহার দান করেন। এটি বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রথম বিহার দান। বুদ্ধ এ বিহারে অবস্থানকালে সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন সংঘে যোগদান করেছিলেন। রাজা বিম্বিসারের অনুরোধে বুদ্ধ এখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রথম উপোসথ পালনের অনুমতি প্রদান করেন। ভগবান বুদ্ধ বেণুবন বিহারে সাত বর্ষাবাস অতিবাহিত করেন। রাজগৃহে ছিল জীবকের বিশাল আম বাগান। জীবক ছিলেন চিকিৎসক এবং বুদ্ধের পরম ভক্ত। জীবক তাঁর আম বাগানটি বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের দান করেন। এই আমবাগানে যে বিহারটি গড়ে ওঠে তার নাম ছিল 'জীবকারাম বিহার"। বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধ রাজা অজাতশত্রুকে উদ্দেশ্য করে 'শ্রামণ্যফল সূত্র' দেশনা করেন।

এখানে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি গুহা আছে। তার মধ্যে 'সপ্তপর্ণী' গুহা অন্যতম। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির তিন মাস পর মহাকশ্যপ স্থবির রাজা অজাতত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করেন। এ সঙ্গীতিতে উপালি স্থবির 'বিনয়' এবং আনন্দ স্থবির 'ধর্ম' ব্যাখ্যা করেন।

সপ্তপর্ণী গুহা

প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের পর মৌর্য সম্রাট অশোক এখানে একটি 'স্তম্ভ' প্রতিষ্ঠা করেন। স্তম্ভের শীর্ষে ছিল হস্তীর প্রস্তর ভাস্কর্য। অশোক এখানে একটি স্তূপও নির্মাণ করেন বলে জানা যায়।

রাজগৃহ ভগবান বুদ্ধের জীবনের অন্যতম স্মৃতিবিজড়িত স্থান। তাই রাজগৃহ বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র তীর্থভূমি।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজগৃহ কোথায় অবস্থিত এবং কী কী নামে পরিচিত ছিল?

প্রথম সঙ্গীতি কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

পাঠ : ৪

শ্রাবস্তী

শ্রাবস্তী প্রাচীন কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল। বুদ্ধের সময়কালে কোশল রাজ্যের রাজা ছিলেন প্রসেনজিৎ। তিনি বুদ্ধের পরম ভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। তিনি রাজাকারাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজা প্রসেনজিৎ বিহারটি রানি মল্লিকাদেবীর অনুরোধে নির্মাণ করেছিলেন। এটি 'মল্লিকারাম' নামেও পরিচিত ছিল। শ্রাবস্তীর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত। এটি বর্তমানে উত্তর ভারতের গোণ্ডা জেলায় অবস্থিত।

প্রাচীনকালে শ্রাবস্তী উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জনপদ এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল। এখানে অনেক শ্রেষ্ঠী (ধনী ব্যক্তি) বাস করতেন। শ্রেষ্ঠী সুদত্ত বুদ্ধের সময়কালে শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। তিনি বুদ্ধকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন। বুদ্ধের বসবাসের জন্য তিনি শ্রাবস্তীতে বিখ্যাত জেতবন বিহার

নির্মাণ করেন। জেতবন বিহার নির্মাণের জন্য জায়গাটি মনোনীত করেছিলেন বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র। এটি ছিল জেত রাজকুমারের উদ্যান। এটি বিক্রয় করতে রাজি না হলে বুদ্ধভক্ত শ্রেষ্ঠী সুদত্ত জমির আয়তনের সমপরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে দিয়ে স্থানটি ক্রয় করেন এবং সেখানে জেতবন বিহার নির্মাণ করেন। এ বিহারে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য শয়ন কক্ষ, প্রার্থনা কক্ষ, রান্নাঘর, স্নানঘর, শৌচাগার, পুকুর, কূপ ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি ছিল। জেত রাজকুমার বিহারের তোরণ নির্মাণ করে দেন। পরবর্তীকালে তোরণের পাশে সম্রাট অশোক উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ করেন। শ্রেষ্ঠী সুদত্ত ছিলেন দানবীর। সমগ্র ভারতবর্ষে তাঁর দানকার্যের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি অনাথের পিণ্ড দাতা ছিলেন বলে 'অনাথপিণ্ডিক' নামে খ্যাত হন। জেতবন বিহারের চারদিকে প্রচুর গাছপালা ছিল। পরিবেশ ছিল ধ্যান সাধনার অনুকূল। তাই বুদ্ধ এই বিহার খুব পছন্দ করতেন। তিনি এখানে উনিশ বর্ষাবাস পালন করেন। দস্যু অঙ্গুলিমালকে বুদ্ধ জেতবন বিহারে দীক্ষা দান করেছিলেন।

কালের গর্ভে জেতবন বিহারটি হারিয়ে যায়। পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে পরিব্রাজক ফা-হিয়েন যখন শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন তখন তিনি ধ্বংসপ্রায় বিহারটি দেখতে পান। সপ্তম শতকের দিকে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন। তখন তিনি বিহারের ধ্বংসপ্রাপ্ত ভিত্তিভূমি ছাড়া কিছুই দেখেননি। ভারত সরকার ১৯৯১ সালে এ স্থানে খননকার্য পরিচালনা করে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার করেন।

শ্রাবস্তী

মিগার মাতা বিশাখা শ্রাবস্তীতে 'পূর্বারাম বিহার' নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। এ বিহারটি ছিল দ্বিতল বিশিষ্ট। বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বসবাস করে অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। তিনি এখানে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র দেশনা করেছেন যা ত্রিপিটকে পাওয়া যায়। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের সবচেয়ে বেশি অনুসারী ছিলেন। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের জীবন ও কর্মের অনেক স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই এ স্থান বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র তীর্থ ও দর্শনীয় স্থান।

অনুশীলনমূলক কাজ

শ্রাবস্তীতে বিখ্যাত বিহারগুলোর নাম উল্লেখসহ সেগুলো কে কে নির্মাণ করেছিলেন তা বর্ণনা কর।

২০২৫

পাঠ : ৫

তক্ষশীলা

তক্ষশীলা পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি শহরের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এটি ছিল গান্ধার রাজ্যের রাজধানী। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে রাজকুমার অশোক পিতা সম্রাট বিন্দুসারের প্রতিনিধি হয়ে তক্ষশীলা শাসন করতেন। এখানে তিনি অনেক সংঘারাম নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সময়ে এখানে অনেক স্তূপ ও স্তম্ভও নির্মাণ করা হয়েছিল।

তক্ষশীলা ছিল তখন জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। অনেক জাতক কাহিনিতে শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে তক্ষশীলার উল্লেখ পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগে তক্ষশীলায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, লিচ্ছবি প্রধান মহালি, মল্লরাজপুত্র বন্ধুল এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। আরও জানা যায়, অবন্তীর ধর্মপাল, অঙ্গুলিমাল, চিকিৎসক জীবক, কাশীভরদ্বাজ এবং যশোদত্তের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন।

তক্ষশীলা

দেশ বিদেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য আসতেন। এখানে ত্রিবেদসহ অষ্টাদশ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হতো। এ অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে ধনুর্বিদ্যা ও ভেষজবিদ্যা ছিল অন্যতম। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যখন তক্ষশীলায় আসেন তখন এর চতুর্দিকের পরিধি ছিল প্রায় চারশ

মাইল। তিনি এখানে অনেকগুলো সংঘারাম দেখতে পেয়েছিলেন। তখন সেগুলোর প্রায়ই ছিল জনশূন্য ও ধ্বংসপ্রাপ্ত। তবে কিছু সংঘারামে তিনি অল্পসংখ্যক মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখতে পান। 'হুন' জাতির আক্রমণে এ নগরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

খননকাজের ফলে এখানে বৌদ্ধযুগের বহু স্তূপ ও বিহারের নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রাচীনকালের অনেক মুদ্রাও পাওয়া গেছে। পাকিস্তান সরকার এগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।

অনুশীলনমূলক কাজ

তক্ষশীলা কোথায় অবস্থিত এবং কেন বিখ্যাত ছিল?

পাঠ : ৬

দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায়

দর্শনীয় স্থানসমূহ দেশের অতীত গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে। এগুলো বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। এ ছাড়া এগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় রাজস্বও আয় হয়। তাই এগুলো মহামূল্যবান রাষ্ট্রীয় সম্পদ। ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব সকলের। নানা কারণে এসব স্থানের ক্ষতি হতে পারে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, চোর বা ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দর্শনার্থীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, পশু-পাখির মল ত্যাগ এবং কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা আবশ্যক। বিশেষ করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, নিয়মিত যত্ন নেওয়া, সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে রাখা, পশু- পাখির প্রবেশ রোধ, দর্শনীয় স্থানের নিয়ম-নীতি মেনে চলা, পবিত্রতা রক্ষা করা, মমত্ববোধ এবং ভক্তি–শ্রদ্ধা প্রদর্শনই পারে ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে। এভাবে এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থান সংরক্ষণের প্রতি সকলের যত্নশীল হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কী কী কারণে দর্শনীয় স্থান ধ্বংস হতে পারে?

দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায়গুলো কী?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. তীর্থস্থান ভ্রমণে .... হয়।

২. এসব স্থান পরিভ্রমণ করলে বুদ্ধের জীবন ও .... সম্পর্কে জানা যায়।

৩. বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন চর্চার .... নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

৪. রাজগৃহে ছিল জীবকের বিশাল .... ।

৫. সপ্তম শতকের দিকে পরিব্রাজক .... শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. দর্শনীয় স্থানসমূহ দেশের অতীত গৌরবের	রাজধানী ছিল
২. উপালি স্থবির 'বিনয়' এবং আনন্দ স্থবির	মহানগরী
৩. শ্রাবস্তী প্রাচীন কোশল রাজ্যের	স্বাক্ষর বহন করে
৪. তক্ষশীলা ছিল তখন জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চার	'ধর্ম' ব্যাখ্যা করেন
৫. নালন্দা ছিল একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী	প্রাণকেন্দ্র

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দর্শনীয় স্থান দর্শনে কী লাভ হয়?

২. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে উল্লেখযোগ্য বিষয় কী কী ছিল?

৩. শ্রেষ্ঠী সুদত্ত কেন অনাথপিন্ডিক নামে খ্যাত হন?

৪. তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীর নাম লেখ।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মে তীর্থস্থান সমূহের ধর্মীয় গুরুত্ব বর্ণনা কর।

২. বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে রাজা বিম্বিসারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৩. নালন্দা নামের উৎপত্তি কীভাবে হয় তা বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধ কত বছর ধর্ম প্রচার করেছিলেন?

ক. ৩৫ বছর খ. ৪৫ বছর

গ. ৫০ বছর ঘ. ৬৫ বছর

২. তীর্থস্থান ভ্রমণের মাধ্যমে –

i. বিনোদনে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়

ii. ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠন করা যায়

iii. ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞান অর্জিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

দীপ্ত তাঁর বাবার সাথে একসময় একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে বেড়াতে যান। সেখানে তার বাবা দীপ্তকে প্রাচীন স্কুল কলেজের ভগ্নাবশেষ দেখান এবং বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণী ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি আরও বলেন, কোনো এক সময় 'হুন' জাতির আক্রমণে এ নগরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত তীর্থস্থানটি কোনটির ইঙ্গিত বহন করে ?

ক. রাজগৃহ খ. তক্ষশীলা

গ. শ্রাবস্তী ঘ. সারনাথ

৪. উক্ত তীর্থস্থান ভ্রমণের মাধ্যমে দীপ্তের শিক্ষণীয় দিক হচ্ছে –

i. প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করা

ii. প্রাচীন জ্ঞান-চর্চা সম্পর্কে অবহিত হওয়া

iii. বৌদ্ধ শিল্পকলা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। গ্রীষ্মের ছুটিতে প্রীতম তার দাদুর সঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দেখতে যায়। তাঁরা তীর্থস্থানের ভিতরে একটা বাগান দেখতে পান। ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য শয়নকক্ষ, স্নানঘর, প্রার্থনাকক্ষ ইত্যাদিও নজরে পড়ে। এ ছাড়া আরও দেখতে পান সম্রাট অশোকের একটি উঁচু স্তম্ভ। উক্ত বিহারের সামগ্রীক পরিবেশ ছিল ধর্মীয় ধ্যান–ধারণার অনুকূলে। তা সত্ত্বেও তীর্থস্থানটি ধ্বংসপ্রায় দেখে প্রীতমের মনে অনুশোচনা হয়। এতে প্রীতমের দাদু বলেন এসব তীর্থস্থান রাষ্ট্রীয় সম্পদ এবং এগুলোর সংরক্ষণের দায়িত্ব সকলের।

ক. সম্রাট অশোক নির্মিত স্তম্ভের মধ্যে শীর্ষ স্তম্ভ কোনটি?

খ. তীর্থস্থান ভ্রমণে পুণ্য হয় কথাটি ব্যাখ্যা কর?

গ. প্রীতমের বর্ণনার মধ্যে কোন তীর্থস্থানের চিত্র ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

২০১৮

ঘ. প্রীতমের দাদু কেন তীর্থস্থানগুলোর সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২। শিক্ষক অমল বড়ুয়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে ভারতে শিক্ষা সফরে গেলেন। তাঁরা প্রথমে এমন একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় দর্শন করলেন যাতে বুদ্ধ, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য বিষয়ক সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হতো। এমন কি শিক্ষাক্রম অনুসারে এখানকার শিক্ষার্থীরা নিয়মানুবর্তীতা, শিষ্টাচার ও পান্ডিত্য অর্জন করে দেশে-বিদেশে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন। দ্বিতীয় দিনে তারা প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের স্থানটি দর্শন করেন এবং কী কারণে সঙ্গীতি হয়েছে তা জানতে পারলেন।

ক. তক্ষশীলা কোন রাজ্যের রাজধানী?

খ. শ্রেষ্ঠী সুদত্তকে 'অনাথপিন্ডিক' নামে ডাকা হয় কেন?

গ. শিক্ষার্থীদের প্রথম দিনের দর্শনীয় স্থান কোনটি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় দিনের দর্শনীয় স্থানটি রাজগৃহের পরিচয় বহন করে–ব্যাখ্যা কর ।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান: সম্রাট অশোক

অশোক ভারতবর্ষের বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৬৮ অব্দ থেকে ২৩২ অব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। তিনি অত্যন্ত শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন। ভারতবর্ষ এবং বহির্বিশ্বে তাঁর অপরিসীম প্রভাব ছিল। তাঁর রাজ্যসীমা-পশ্চিম দিকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত, পূর্ব দিকে বাংলাদেশ ও আসাম এবং উত্তর-দক্ষিণ দিকে কেরালা ও অন্ধ্র প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি কলিঙ্গ রাজ্যও জয় করেন। তাঁর রাজধানী ছিল মগধ। মগধ বর্তমানে ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত। কলিঙ্গ যুদ্ধের বিভীষিকা দেখে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে তিনি অপরিসীম অবদান রাখেন। অহিংসা, ভালোবাসা, সত্য, ন্যায় ও সহিষ্ণুতা ছিল তাঁর আদর্শ। শান্তিকামী এবং ধার্মিক রাজা হিসেবে তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল। ধর্ম ও ন্যায়ের সঙ্গে তিনি রাজ্য শাসন করতেন। জনহিতৈষী শাসন ব্যবস্থার জন্য তিনি বিশ্বের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ নৃপতি হিসেবে অমর হয়ে আছেন। এ অধ্যায়ে আমরা সম্রাট অশোক সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

* সম্রাট অশোকের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব।
* বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে সম্রাট অশোকের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।
* সম্রাট অশোকের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

সম্রাট অশোক

অশোক ভারতের মৌর্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা বিন্দুসার ছিলেন তাঁর পিতা। মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন তাঁর পিতামহ। তাঁর মাতার নাম নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। অশোকাবদান গ্রন্থ মতে, তাঁর মাতার নাম সুভদ্রাঙ্গী। দিব্যাবদান গ্রন্থ মতে জনপদকল্যাণী। অশোক নামকরণের একটি সুন্দর কাহিনি প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ষড়যন্ত্র করে অশোকের মাতাকে পিতা বিন্দুসারের কাছ হতে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ফলে তাঁদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এতে অশোকের মাতা খুবই কষ্ট ভোগ করেন। তাঁদের মধ্যে পুনরায় সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয় এবং রানি এক পুত্রসন্তান জন্মদান করেন। খুশি হয়ে তখন তিনি বলেন, এখন আমি শোকহীন, এজন্য পুত্রের নাম রাখা হয় অশোক। অশোকের অনেক সৎ ভাই ছিল।

অশোক ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান এবং সাহসী। কথিত আছে, তিনি একটি বাঘকে কাঠের আঘাতে হত্যা করেছিলেন। ছোটবেলায় তাঁকে যুদ্ধবিদ্যা শেখানো হয়। অল্পদিনের মধ্যে তিনি যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শীতা অর্জন করেন। দুঃসাহসী কাজ করতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি ভয়ংকর এবং নির্দয় যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

তাই তাঁকে অবন্তীতে দাঙ্গা নিরসনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। রাজা অমাত্যদের বিদ্রোহ দমনের জন্য উজ্জয়িনীতে তাঁকে শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োজিত করা হয়। তিনি সেখানে শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন।

পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কথিত আছে যে, তিনি সিংহাসনে আরোহণের জন্য ৯৯ জন ভ্রাতাকে হত্যা করেন। প্রথম দিকে সম্রাট অশোক বদমেজাজি এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের খুব নির্যাতন করতেন। সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে তিনি রাজ্য বিস্তারের নেশায় মত্ত থাকতেন। তিনি বিভীষিকাময় এক যুদ্ধে কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গ ভারতের উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত। কথিত আছে, কলিঙ্গ যুদ্ধে দেড়লক্ষ লোককে বন্দী করা হয়েছিল। এক লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছিল এবং অসংখ্য লোক আহত হয়েছিল। এরূপ নিষ্ঠুর প্রকৃতির স্বভাবের জন্য তিনি 'চণ্ডাশোক' নামে পরিচিত ছিলেন। তখন তিনি তীর্থিক সন্ন্যাসীদের ভক্ত ছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

'অশোক' নাম কেন রাখা হয়েছিল?
সম্রাট অশোক কীভাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন?
সম্রাট অশোকের স্বভাব কেমন ছিল বর্ণনা কর।

পাঠ : ২

কলিঙ্গ বিজয় ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ

কলিঙ্গ যুদ্ধে জয়ী হলেও সম্রাট অশোক সুখী হলেন না। রাজ্য জয়ের বিনিময়ে দেখলেন রক্তপাত এবং মৃত্যুর বিভীষিকা। কলিঙ্গ যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ দেখে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। অনুতাপ আর অনুশোচনায় ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি চিন্তা করতে লাগলেন : আমি কী করেছি? এটি জয় নাকি পরাজয়? একি ন্যায় নাকি অন্যায়? একি বীরত্ব নাকি চরম পরাজয়? নিরপরাধ শিশু এবং নারীদের হত্যা করা কি বীরের কাজ? অন্য রাজ্য ধ্বংস করে কি নিজ রাজ্যের সমৃদ্ধি করা যায়? কেউ স্বামী, কেউ পিতা, কেউ সন্তান হারিয়ে হাহাকার করছে -এসব মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞ কি জয় নাকি পরাজয়? একদিন তিনি রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে এরূপ চিন্তা করছিলেন এবং পাটলিপুত্রের শোভা দেখছিলেন। মনে ছিল অশান্তি ও ভাবাবেগ। এমন সময় সৌম্য, শান্ত ও সংযত সাত বছরের এক শ্রমণ ধীর গতিতে রাজ অঙ্গান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখামাত্রই সম্রাট অশোকের মনে শ্রদ্ধা জেগে উঠে। তাঁর নাম নিগ্রোধ শ্রমণ। তিনি ছিলেন বিন্দুসারের প্রথম পুত্র যুবরাজ সুমনের সন্তান। অর্থাৎ সম্রাট অশোকের ভ্রাতুষ্পুত্র। সম্রাট অশোক নিগ্রোধ শ্রমণকে ডেকে আনবার জন্য এক অমাত্যকে পাঠালেন। শ্রমণ ভিক্ষা পাত্র নিয়ে ধীর গতিতে প্রাসাদে এলেন এবং নিজেকে বুদ্ধের অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিলেন। সম্রাট অশোক তাঁর মুখে বুদ্ধের অমৃতময় ধর্মবাণী শুনতে চাইলেন।

নিগ্রোধ শ্রমণ ধম্মপদ গ্রন্থের 'অপ্রমাদ বর্গের' একটি গাথা সম্রাট অশোককে ব্যাখ্যা করে শোনান। গাথাটির মর্মকথা হলো ঃ 'অপ্রমাদ অমৃত লাভের পথ, আর প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমরত্ব লাভ করেন, কিন্তু যারা প্রমত্ত তারা বেঁচে থেকেও মৃতবৎ। এই সত্য বিশেষরূপে জেনে যাঁরা অপ্রমত্ত হয়ে আর্যদের পথ অনুসরণ করেন, সেই ধ্যাননিষ্ঠ, সতত উদ্যোগী, দৃঢ়পরাক্রমশীল, বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ পরম শান্তিরূপ নির্বাণ

লাভ করেন।' বুদ্ধের এই ধর্মবাণী শোনা মাত্রই সম্রাট অশোকের হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে উঠল। এ গাথার মাধ্যমে তিনি বুদ্ধের ধর্মের মর্মবাণী উপলব্ধি করেন। অতঃপর তিনি নিগ্রোধ শ্রমণের কাছেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। পরিণত হন বৌদ্ধ উপাসকে। সেদিন থেকেই তাঁর রাজ্য জয়ের পরিবর্তে মানুষের অন্তর জয় করার বাসনা হয়। দিগ্বিজয়ের প্রবল তৃষ্ণা মন থেকে মুছে ফেলেন। রাজ্য জয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়কে তিনি সাধনা হিসেবে গ্রহণ করেন। প্রজাদের কল্যাণে সর্বদা নিবেদিত থাকতেন। সকলের প্রতি দয়াশীল আচরণ করতেন। সর্বপ্রাণির প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ। তিনি অহিংসা, সত্য, ন্যায়পরায়ণতা, দান, সেবা প্রভৃতি আদর্শকে রাষ্ট্রনীতিতে গ্রহণ করে রাজ্য শাসন করতেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি 'চণ্ডাশোক' থেকে 'ধর্মাশোকে' পরিণত হন। তিনি 'দেবনাম প্রিয়দর্শী' উপাধি লাভ করেন। দেবতাদের প্রিয় ছিলেন এবং সকলকে স্নেহ-মমতার দৃষ্টিতে দেখতেন বলে তিনি এরূপ উপাধি লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

সম্রাট অশোক কার নিকট এবং কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

চণ্ডাশোক কে ছিলেন? তাঁকে কেন চণ্ডাশোক বলা হতো এবং তিনি কীভাবে চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত হলেন?

পাঠ : ৩

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার–প্রসারে সম্রাট অশোকের অবদান

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সম্রাট অশোকের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। ধর্ম প্রচারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি মৌর্য সম্রাটগণের চিরাচরিত প্রমোদ ভ্রমণ বন্ধ করে দেন। তার পরিবর্তে সর্বপ্রাণীর কল্যাণ কামনায় তিনি বুদ্ধের বাণী প্রচার ও তীর্থ ভ্রমণের জন্য ধর্মযাত্রার ব্যবস্থা করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য 'ধর্মমহামাত্র' নামে এক বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারি নিযুক্ত করেন। তাঁরা নগরে প্রান্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন। তিনি প্রজাদের ধর্মশিক্ষার জন্য স্থানে স্থানে, পর্বতগাত্রে, প্রস্তর স্তম্ভে ধর্মবাণীসমূহ খোদিত করান। নিজেও বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলো দর্শনে যেতেন। কথিত আছে, সম্রাট অশোক বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত স্থানসমূহ স্মরণীয় করে রাখার জন্য চুরাশি হাজার বিহার, চৈত্য, স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মাণ করান। বিহারের জন্য ভূমি দান করেন।

সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভিক্ষু শ্রমণের লাভ-সৎকার বৃদ্ধি পায়। তখন অন্যান্য সম্প্রদায়ের তীর্থিক সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষুর ছদ্মবেশ ধারণ করে সংঘে প্রবেশ করে সুযোগ-সুবিধা লাভ করতে থাকেন। তাঁরা বৌদ্ধ বিনয় বিধান মানতেন না। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতেন না। সর্বদা ভোগবিলাসে মত্ত থাকতেন। নিজেদের মতবাদ বুদ্ধবাণী হিসেবে প্রচার করতেন। তাঁদের দাপটে ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুগণ কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে সংঘে অরাজকতা দেখা দেয়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ধর্মপ্রাণ ভিক্ষুগণ অবিনয়ী ছদ্মবেশধারী ভিক্ষুদের সঙ্গে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এ কারণে পাটলীপুত্রে দীর্ঘদিন উপোসথ বন্ধ ছিল। সম্রাট অশোক এ খবর শুনে খুবই অসন্তুষ্ট হন। তিনি ভিক্ষুদের উপোসথ পালন করানোর জন্য অমাত্যকে নির্দেশ দেন। বিনয়ী ভিক্ষুগণ অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ পালন করতে অস্বীকৃতি জানালে অমাত্য বহু বিনয়ী ভিক্ষুর প্রাণসংহার করেন।

২০২৫

এ খবর শুনে সম্রাট অশোক খুবই মর্মাহত হন। মূর্খ অমাত্যের হত্যাজনিত পাপের জন্য তিনি ভিক্ষুসংঘের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য থের'র নিকট প্রকৃত বুদ্ধ মতবাদ জ্ঞাত হয়ে অবিনয়ী ছদ্মবেশধারী ভিক্ষুদের সংঘ হতে বহিষ্কার করেন। সংঘ পুনরায় বিশুদ্ধ হয়। সংঘে পুনরায় শান্তি ফিরে আসে। তারপর বিনয়ী ভিক্ষুগণ একত্রিত হয়ে উপোসথ পালন করেন। অতঃপর পুনরায় বুদ্ধের ধর্মবাণী সংগ্রহের জন্য পাটলীপুত্রের অশোকারামে তৃতীয় সঙ্গীতির আহবান করেন। এ সঙ্গীতিতে মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য থের'র নেতৃত্বে বুদ্ধবাণী সংগৃহীত হয়। মোগ্‌গলীপুত্র তিষ্য থের ভিন্নমতাবলম্বীদের মতবাদ খণ্ডনের নিমিত্তে এই সঙ্গীতিতে 'কথাবত্থু' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। বুদ্ধবাণীর সার প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয় সঙ্গীতির পর সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য কাশ্মীর, গান্ধার, মহিষমণ্ডল, বনবাস, অপরান্ত, মহারাষ্ট্র, যোন, হিমবন্ত প্রদেশ, সুবর্ণভূমি এবং লঙ্কাদ্বীপ বা শ্রীলঙ্কায় ধর্মদূত প্রেরণ করেন। তিনি নিজের পুত্র মহেন্দ্রকে ভিক্ষু এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে ভিক্ষুণী ধর্মে দীক্ষা দান করেন এবং শ্রীলঙ্কায় ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁদের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসার লাভ করে। সম্রাট অশোক শ্রীলঙ্কায় পবিত্র মহাবোধির শাখাও প্রেরণ করেন। এভাবে সম্রাট অশোকের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতের সীমারেখা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অশোক স্তম্ভ

সম্রাট অশোক নিজে যেমন ধর্মপ্রাণ ছিলেন তেমনি প্রজাদেরও ধর্মপ্রাণ হতে নির্দেশ দিতেন। তিনি প্রজাদের ধর্মবোধ জাগ্রত করতে সমগ্র রাজ্যের পর্বত গাত্রে, স্তম্ভে এবং শিলালিপিতে বুদ্ধবাণী লিখে রাখতেন।

ধর্মবাণী প্রচারের মাধ্যমে তিনি মানুষের নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনুশাসনে উল্লেখ আছে : 'ধর্ম প্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম। দুঃশীলের পক্ষে ধর্মদান ও ধর্মাচরণ অসম্ভব। ধর্মাচরণের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৃদ্ধি কাম্য। এ লক্ষ্য প্রসারিত হোক।'

সম্রাট অশোক ছিলেন আদর্শ নরপতি ও মহৎ প্রাণের মানুষ। তিনি নিজের সুখভোগ ত্যাগ করেছিলেন। প্রজাদের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর ব্রত। অসাধারণ কর্মবীর, শাসনপটু, ধার্মিক ও মানব হিতৈষী নরপতি সম্রাট অশোক ছত্রিশ বছর রাজত্ব করে খ্রিষ্টপূর্ব ২৩২ অব্দে মৃত্যুবরণ করেন। বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক এবং দানবীর হিসেবে তিনি বিশ্বের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

সংঘ কীভাবে বিশুদ্ধ হয়েছিল?

সম্রাট অশোক যেসব রাজ্যে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেছিলেন তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ : ৪

পরধর্মের প্রতি সহনশীলতা

সম্রাট অশোক মহৎ প্রাণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা, দয়াপরায়ণতা ও উদারতার কারণে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেন। তিনি অত্যন্ত পরমত সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি শুধু বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন না, অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের প্রতিও ছিল তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। তিনি ব্রাহ্মণ, জৈন ও আজীবকদেরও শ্রদ্ধা এবং পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তাঁদের দান দিতেন। তিনি নৈতিক আচরণের নীতিসমূহকে সকল ধর্মের সার বলে মনে করতেন। এসব নীতিকে তিনি ভারতবর্ষের সর্বজনীন নীতি হিসেবে সকলের পালনীয় মনে করতেন। তাঁর প্রচারিত নীতিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি অনুগত থাকবে, জীবিত প্রাণীদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে, সত্য কথা বলতে হবে। নৈতিক ধর্ম হিসেবে এগুলো মানুষকে অনুসরণ করতে হবে। সে যুগে বিভিন্ন ধর্মমতের অনুসারীরা নিজ ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করতেন। ফলে তাঁদের মধ্যে বিদ্বেষভাব চরম আকার ধারণ করেছিল। সম্রাট অশোক পরমত সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মানুসারীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি পরমত সহিষ্ণুতা এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীময় সম্পর্ক সৃষ্টি করে সমগ্র ভারতবর্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। পরধর্মের সমালোচনা করবে না।

সম্রাট অশোকের কল্যাণে ভারতবর্ষে সেদিন ধর্মীয় সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে মিলনের যে ধারা সৃষ্টি হয়েছিল তা আজও সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান অক্ষুণ্ণ রাখতে উদ্বুদ্ধ করে।

সম্রাট অশোক বিখ্যাত ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি শাসনতন্ত্রে বৌদ্ধধর্মকে ব্যবহার করে বিশ্বজয় করেছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও ধর্মনীতি সত্যিকার অর্থে মানব কল্যাণে নিবেদিত ছিল। তিনি কেবল মানুষের কল্যাণ সাধনেই ব্যস্ত ছিলেন না, সকল প্রাণী ও প্রকৃতির কল্যাণের জন্যও গ্রহণ করেছিলেন নানা উদ্যোগ। পরিবেশ সুরক্ষায় এবং ওষুধের প্রয়োজনে তিনি তাঁর রাজ্যের সর্বত্র গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে প্রয়োজনীয় গাছ না থাকলে তিনি অন্য রাষ্ট্র থেকে এনে

রোপণের ব্যবস্থা করতেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে জনসাধারণের পিপাসা নিবারণের জন্য আট ক্রোশ অন্তর তিনি কূপ খনন করেছিলেন। সর্বজনীন কল্যাণ ও মঙ্গল সাধনাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

পরধর্মের প্রতি সম্রাট অশোকের মনোভাব কেমন ছিল?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র .... সিংহাসনে আরোহণ করেন।

২. রাজ্যজয়ের বিনিময়ে .... এবং .... ।

৩. সম্রাট অশোক .... শ্রমণের দেখলেন .... দীক্ষা নেন।

৪. সম্রাট অশোক শাসনতন্ত্রে .... ব্যবহার করে বিশ্বজয় করেছিলেন।

মিলকরণ

বাম	ডান
১. কলিঙ্গযুদ্ধের বিভীষিকা দেখে তিনি	ধর্মাশোক নামে খ্যাত হন
২. মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন	অনুষ্ঠিত হয়
৩. বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর চণ্ডাশোক	শাখাও প্রেরণ করেন
৪. পাটলীপুত্রের অশোকারামে তৃতীয় সঙ্গীতি	বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন
৫. সম্রাট অশোক শ্রীলঙ্কায় পবিত্র মহাবোধির	চন্দ্রগুপ্ত

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. যুবরাজ অশোক কীভাবে শৌর্য বীর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন?

২. ধর্মমহামাত্র নামের এক বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারী কী কাজ করতেন?

৩. সম্রাট অশোক কীভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ধর্মানুসারীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয় ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনি বর্ণনা কর।

২. বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে সম্রাট অশোক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন লেখ।

৩. অন্যান্য ধর্মের প্রতি সম্রাট অশোকের মনোভাব কী ছিল বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সম্রাট অশোকের পিতার নাম কী?

ক. চন্দ্রগুপ্ত　　খ. বিন্দুসার

গ. গোপালচন্দ্র　　ঘ. বিম্বিসার

২. সম্রাট অশোক কত হাজার চৈত্য বা স্তম্ভ নির্মাণ করেন?

ক. ৮০,০০০　　খ. ৮১,০০০

গ. ৮২,০০০　　ঘ. ৮৪,০০০

৩. নিগ্রোধ শ্রমণ সম্রাট অশোকের কে হন?

ক. ভ্রাতুষ্পুত্র　　খ. কনিষ্ঠ্য পুত্র

গ. শিষ্য　　ঘ. ভ্রাতা

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

রাজা ধর্মপাল ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। তিনি সকল ধর্মের ও মতের অনুসারীদের নিয়ে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন।

৪. রাজা ধর্মপালের সাথে নিচের কোন শাসকের মিল পাওয়া যায় ?

ক. রাজা বিম্বিসার　　খ. সম্রাট কণিষ্ক

গ. সম্রাট অশোক　　ঘ. রাজা মহাকশ্যপ

৫. উক্ত শাসকের ধর্মীয় মতের সঙ্গে রাজা ধর্মপালের অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পিছনে নিহিত ছিল-

i. সাম্রাজ্যের সুদৃঢ়তা প্রতিষ্ঠা

ii. সকল ধর্মানুসারীর মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা

iii. প্রচুর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান করা।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাজা জনবম এক সাহসী ও নির্দয় শাসক ছিলেন। তিনি নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে এবং নতুন রাজ্য জয় করতে গিয়ে সেখানে অসংখ্য মানুষকে হত্যা করেন। অবসরে তিনি যখন সেই হত্যাকাণ্ডের কথা ভাবতে লাগলেন ঠিক তখনই এক সন্ন্যাসীকে দেখে তার সাথে কথা বললেন। সন্ন্যাসীর কথা শুনে রাজার মধ্যে ধর্মের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হলো। অতঃপর ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য তিনি রাজ্যের সর্বত্র উক্ত বাণী লিখে প্রজাদের মধ্যে ধর্ম চেতনা উৎপন্ন করলেন। এর পর থেকে রাজা জনবম রাজ্য জয়ের চেয়ে ধর্ম প্রচারের প্রতি বেশি মনোযোগী হলেন এবং মনে করলেন রাজ্য জয়ের চেয়ে ধর্ম প্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম।

ক. মগধ বর্তমানে ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?

খ. 'অপ্রমাদ অমৃত লাভের পথ আর প্রমাদ মৃত্যুর পথ' ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাজা জনবমের কর্মকাণ্ডে বৌদ্ধধর্মের কোন রাজার সঙ্গে মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রাজ্য জয়ের চেয়ে ধর্ম প্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম'–রাজা জনবমের বক্তব্যটির সঙ্গে তুমি কী একমত ? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২. বিনয় বড়ুয়া নিজ অর্থ ব্যয়ে অনাথ-অসহায়দের ভরণ-পোষণ ও ধর্ম শিক্ষার জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। বিনামূল্যে ও বিনা পরিশ্রমে আহার এবং অন্যান্য সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার জন্য অনেক ভণ্ড ব্যক্তি পরিচয় গোপন করে আশ্রমে যোগ দিলেন। একপর্যায়ে ভণ্ড ব্যক্তিরা অনাথ-অসহায়দের ওপর নির্মম নির্যাতন চালাতেন। এতে আশ্রমে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে বিনয় বাবু প্রকৃত সত্য নির্ণয় করে ভণ্ডদের বের করে দেন। ফলে আশ্রমটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল।

ক. সম্রাট অশোক কার কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন?

খ. সম্রাট অশোক 'চণ্ডাশোক' থেকে 'ধর্মাশোকে' কীভাবে পরিণত হলেন?

গ. বিনয় বড়ুয়ার কাজের সাথে সম্রাট অশোকের কোন ঘটনার সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে–ব্যাখ্যা কর।

ঘ. আশ্রম রক্ষায় বিনয় বড়ুয়ার কাজটি সম্রাট অশোকের কার্যাবলির প্রতিচ্ছবি–উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

সপ্তম-বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

গুণীর সমাদর সর্বত্র।

– জাতক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।